অন্নদাশঙ্কর রায়

আগুন নিয়ে খেলা

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

—কে

আগুন নিয়ে খেলা
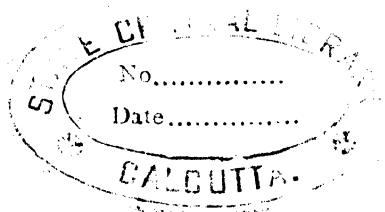
১

শেষের দিন

সমুদ্র, কিন্তু হ্রদের মতো নিস্তরঙ্গ। আর খালের মতো সঙ্কীর্ণ। দু'দিকে শ্লেট্-পাথরের উপর ঘেরাও-করা পোড়ো জমি। দু'দিকের জমি যেখানে এক হয়েছে সেখানে একটি অতি প্রাচীন দুর্গ, নর্ম্যান্ যুগের হবে। দুর্গের পাশ দিয়ে গ্রামের লোকে ঘোড়ায়-টানা কার্ট্ নিয়ে সমুদ্রের কূলে আসে, কার্টে-এ বালি বোঝাই করে ফিরে যায়। তাদের বাদ দিলে জন মানব নেই। শুধু জল-পক্ষীরা বিহার করছে।

পেগী উচ্ছ্বাস দমন করবার চেষ্টা করে' বলল, "মনের মতো। না, তার বেশী। ইংলণ্ডের সমুদ্রকূলে এত নির্জন জায়গা কখনো সম্ভব?"

সেই দেশবৎসলাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হল যে এটা দক্ষিণ ওয়েল্‌স্—ইংলণ্ড নয়।

পেগী একটুও অপ্রতিভ হল না। বলল, "একই কথা। কিন্তু দেখ দেখ, এর উপরে জল এল কেমন করে? সমুদ্রের ঢেউয়ের অবশেষ?"

প্রকৃতি-নির্মিত শ্লেট্ পাথরের বাঁধ, তারই উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল পেগী আর সোম। পা ঝুলিয়ে দিয়েও।

সোম বলল, "না গো, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সবটা জল গড়িয়ে পড়বার পথ পায়নি।"

"বটে? আমি ভাবতেই পারিনি। তুমি কেমন করে পারলে?"

"এ আর শক্ত কী! এত উঁচুতে কখনো ঢেউ উঠতে পারে—এক, ঝড়ের সময় ছাড়া? আর বৃষ্টির জল ছোট ছোট গর্ত থেকে কোন পথ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে শুনি?"

আগুন নিয়ে খেলা

"তুমি বাস্তবিক চতুর।"

"তোমার মুখে এই প্রথম প্রশংসার বাণী শুনলুম, পেগী।"

"ওটা তোমার স্মরণশক্তির ভুল, সোম।"

"আমার স্মরণশক্তির দোষ থাক্‌লে ইংলণ্ড অবধি আসা হয়ে উঠ্‌তো না এ জন্মে। মেধাবী ছাত্র বলে' সাধ্যাতীতকেও সাধন কর্‌তে পার্‌লুম।"

"ইস্, কী অহঙ্কার!"

"মেয়েমানুষে খোঁচা দিলে পুরুষের অহঙ্কার কেশর ফোলায়।"

"ও মা, কী বিপদ! সিংহের মুখে পড়েছি।"

সোম হেসে বলল, "সিংহটি ভালো। তার মুখের কাছে নির্ভয়ে মুখ আনতে পার।"

"না, মশাই, অত দুঃসাহসী হয়ে কাজ নেই আমার।"

"আমার আছে। আমার ক্ষুধা পেয়েছে!"

(কৃত্রিম ভয়ের ভঙ্গী করে') "আমাকে খাবে নাকি!"

"যদি খাই, কে ঠেকাবে?"

"চেঁচাব।"

"কার্ট্‌ওয়ালারা কখন চলে' গেছে। চেঁচানি শুনে সুন্দর পাখীগুলোই শুধু উড়ে পালাবে!"

"সমুদ্রে লাফ দিয়ে পড়্‌ব।"

"ডাঙ্গার বাঘ জলের কুমীরও হতে পারে।"

(খিল খিল করে' হেসে) "তা হলে কী কর্‌ব বল না, ডার্‌লিং, আকাশে উড়ে যাব?"

"বল, 'হার মান্‌লুম'। ছেড়ে দেব।"

"কখনো না।"

"কোনটা 'কখনো না'? হার মানাটা, না, ছাড়া পাওয়াটা?"

"দু'টোই।"

"জানি। মেয়েদের স্বভাব ওই।"

পেগী ও কথায় কান না দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে' বলল, "দেখেছ! O Gee!" (আবিষ্কারের আহ্লাদে)।

ছোট ছোট গুহা কতকগুলো।

সোম তখন তার ক্ষুধার কথাই ভাব্‌ছিল। বলল, "আরেকটু বড় গুহা হলে আমরা বাসা বাঁধ্‌তুম।"

"সিংহ আর হরিণ?"

"সিংহ আর সিংহী।"

"তবু এতক্ষণে একটা শ্রদ্ধার বাণী শোনালে।"

"ওটা তোমার স্মরণশক্তির ভুল, পেগ্‌।"

"উঃ, কী ভয়ানক স্মরণশক্তি তোমার!"

"এই নিয়ে তুমি দু'বার আমাকে প্রশংসা কর্‌লে।"

"পাঁচ দিনে দু'বারই অনেক। নইলে পুরুষমানুষের বড্ড বাড় বাড়ে।"

"আর মেয়েদের?"

"মেয়েরা তো দু'বেলা প্রশংসা লুট্‌ছে। ওটা ওদের খোরাক। যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ সহজ ভাবে নেয়; না জুট্‌লেই ফ্যাসাদ।"

"দাঁড়াও, আমি তোমার খোরাক বন্ধ করে' দিচ্ছি।"

"দোহাই, সোম, যতক্ষণ লণ্ডনে ফিরে না গেছি ততক্ষণ ভাতে মেরো না।" (কপট ভয়ের সুরে)।

সোম বলল, "লণ্ডনে ফির্‌তে তোমার ইচ্ছে করে, পেগ্‌?"

"এমন জায়গা ফেলে'? কিন্তু কী কর্‌ব, তোমার মতো প্রচুর ছুটি কিম্বা রুটি তো আমার নেই। খেটে খেতে হয়।"

"বিয়ে কর না কেন?"

"কাকে? তোমাকে?"

"আমাকে।"

আগুন নিয়ে খেলা

"ঠাট্টা করছ ?"

"সীরিয়াসলি বলছি।

"পাগল !"

"পাগল নই, সীরিয়াস্।"

"অন্য কথা পাড়ো।"

"তুমি জান না আমি কী রকম জেদী। আমার দেশে বলে 'বাঙালের গোঁ'।"

"জান, তোমার সঙ্গে আমার পাঁচ দিনের আলাপ ?"

"এক দিনের আলাপকেও কেউ কেউ এক যুগের মনে করে।"

"আবার এক যুগের আলাপকেও এক দিনে ভুলে যায়।"

"আমি তেমন নই।"

"এখনো তার প্রমাণ পাবার দেরী আছে।"

"বোকা মেয়ে। বর পাচ্ছিলে, ঘর পাচ্ছিলে, খাটুনির থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিলে—একটা তুচ্ছ কারণে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে।"

"এক জনের কাছে যা তুচ্ছ অন্য জনের কাছে তা উচ্চ।"

"তুমি মরো। আমার সব স্বপ্ন ভেঙে দিলে। ভেবেছিলুম লণ্ডনে যখন ফিরব তখন বৌ নিয়ে ফিরব। তখন দু'জনে মিলে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট্ নেব, তুমি রাঁধবে আমি খাব, তুমি ঘর-কন্না করবে আমি কলেজ করব। টাকার ভাবনা ? আমি যা স্কলারশিপ্ পাই তাতে দু'জনের শাক ভাত খেয়ে চলে !"

"প্রথমত আমি শাক ভাত খেতে চাইনে, দ্বিতীয়ত যা খাই তা নিজের পয়সায় খেতে ভালোবাসি।"

"আমার হৃদয় যদি তোমার হয়, পেগ্, আমার পয়সা কী অপরাধ করল ?"

"না, না, ওটা আমাদের একেলে মেয়েদের প্রিন্সিপ্ল্। স্বামীর টুথ্ ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে যেমন ঘেন্না করে স্বামীর টাকা দিয়ে নিজের অভাব মেটাতেও ঠিক তেমনি।"

"তোমরা একেলে মেয়েরা মরো। পৃথিবীতে সত্য যুগ ফিরে আসুক।"

(খিল খিল করে' হেসে) "আমরা ম'লে তোমাদের বংশে বাতি জ্বলবে না গো।" (একটু ভেবে) "না, তোমরা সেকেলে কুমারীদের বিয়ে করবে।"

"ধেৎ!"

"কেন, অসাধারণ কী করবে? আমি জানি আজকালকার অনেক যুবক মা-কাকিমার সমবয়সীদের বিয়ে করে' শান্তি পায়। সেই সঙ্গে কিছু টাকা-ও।"

সোম বলল, "কটা বেজেছে সে খেয়াল আছে? না, আজ তোমার খাবার ইচ্ছে নেই?"

পেগী বলল, "এখান থেকে আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও, গ্রামে হোটেল নিশ্চয়ই আছে, আজকের মতো ঘর নাও।"

"আর তুমি এই আকাশ-তলায় হাওয়ায় ভেসে-আসতে-থাকা ফেনা খেয়ে থাকবে?

"কেন, তুমি খাবার বয়ে দিয়ে যেতে পারবে না?"

"আর শোবার? বিছানাও বয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"উঃ, কী ভয়ানক তার্কিক!"

অগত্যা সোম বাসার আশায় একা চলল। গ্রামের খানিকটে সমুদ্রের কূলে যাবার সময় অতিক্রম করেছিল। গ্রামের ভিতর দিয়েই তো পথ। স্টেশন থেকে দুর্গ পর্যন্ত তার বিস্তার।

"গুড্‌মর্ণিং, স্যর।"

"মর্ণিং। তুমি এই গ্রামের ফলওয়ালা?"

"আজ্ঞে না, আমি পেমব্রোকের লোক। রোজ এ গ্রামে মোটরে করে' ফল বেচতে আসি।"

তার ভাঙা সেকেণ্ড্‌হ্যাণ্ড্ মালবাহী মোটরখানার উপর আপেল, কমলালেবু, কলা ইত্যাদি সাজানো। সোম ভাবল, ভাব করবার সহজ উপায় পেগীর জন্যে কিছু আপেল কেনা। আপেল খেতে ভালোবাসে ব'লেই বুঝি তার গাল দু'টিতে আপেলের রং!

"বেশ, বেশ, চমৎকার গাড়ীখানা। ফলের বাজার কেমন ?"

"ভয়ঙ্কর মন্দা যাচ্ছে, স্যর। লোকে টিনে বন্ধ ফল কিন্‌ছে, বল্‌ছে টাট্‌কা ফলের চাইতে খারাপ কিসে ? টাট্‌কা ফল তো দু' তিন সপ্তাহের পুরনো। জাহাজে করে' স্পেন্ থেকে, জ্যামেকা থেকে আম্‌দানী। নামেই টাট্‌কা।"

সোম সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, "আরে, লোকের কি ছাই বুদ্ধিসুদ্ধি আছে! ঠাকুমা ঠাকুরদা'দের সেই সত্যযুগ আর নেই।"

"ঠিক্‌ই বলেছেন, স্যর। তেমন সস্তার যুগ আর ফিরবে না! দোকানদারগুলো যেন ডাকাত হয়েছে। শুন্‌লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, স্যর, একটা আপেলের দাম নিয়েছে তিন তিনটে পেনী।"

"আমি তোমাকে তার বেশী দিতে রাজি আছি হে—কী তোমার নাম ?"

"বিল্। বিল্ টমসন্।"

"বেশ নাম। দাও দেখি আমাকে ভালো দেখে চারটে আপেল।" (তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে') "আমার গার্লের জন্যে কিনা।"

বিল্ কার্পণ্য কর্‌ল না। ক্ষিপ্রতার সহিত বাছা বাছা চারটে আপেল দিয়ে বলল, "আর কিছু চাই, স্যর ?"

"দাও, গোটা ছয়েক কমলা লেবু। আমার প্রিয় ফল।"

"হবেই তো, হবেই তো। আপনি যে স্পেনদেশের লোক সে কি আমি জানিনে ? হাঁ, দেশ বটে স্পেন।" (কমলা লেবু দিতে দিতে) "গেছলুম স্পেনের গা ঘেঁষে' জিব্রাল্‌টার দিয়ে—মহাযুদ্ধের সময়। তখন আপনি খোকা-বয়সী।" (দিয়ে) "কিন্তু এখন তো আর খোকা নন্। এখন আপনার গার্ল হয়েছে। আহা গার্ল!" (স্বর নামিয়ে) "অভয় দেন তো একটা কথা বলি। স্পেনের গার্লের মতো গার্ল আর হয় না" (জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল, যেন 'গার্ল' মানে 'রসগোল্লা' বা 'চকোলেট্'!) "আর আমাদের ওয়েল্‌সের মেয়ে। রাম, রাম! গায়ে যেন গরম রক্ত নেই, বরফ জল। কী বলে ওই যে ওই তারগুলোকে!"

"টেলিগ্রাফের তার।"

"না, স্যর, ওর ভিতরে আগুনের স্রোতের মতো যা বইছে—কী বলে ওকে ?"

"ইলেক্ট্রিসিটি।"

"ইলেক্‌টি সিটি। স্পেনের গার্লের ছোঁয়া লাগ্‌লে তিড়িং করে' উঠ্‌তে হয়।" (প্রদর্শন।) "আহা, সে দিনকাল গেছে, স্যর! যুদ্ধটুদ্ধও আর বাধে না।"

সোম বলল, "আচ্ছা বল্‌তে পরো, বিল্‌, কাছে কোনো হোটেল পাওয়া যায় ?"

"হোটেল ? এ গ্রামে হোটেল কবে হল ? একটা inn আছে বটে। কী নাম—মনে পড়েছে, 'The Elephant'! আপনাকে নড়্‌তে হবে না, স্যর, আমি নিজেই গিয়ে খবর দিচ্ছি।" এই বলে' সে সোমের জিম্মায় তার ফল (ও মাছ) ফেলে রেখে' অত্যন্ত কাজের লোকের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রামের পথটিও জনমানবশূন্য। ছোট ছোট মেয়েরা গল্প করতে করতে চলেছে। সোমকে দেখে তাদের কলরব মৃদু হয়ে এল। তারা কৌতূহলী হয়ে একবার ফিরে তাকায়, একবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। সোমের সঙ্গে চোখাচোখি হলে কী তাদের হাবে ভাবে সঙ্কোচ আর মনে মনে ফুর্তি! দুটি ছোট ছেলে কী নিয়ে ঝগড়া করছিল, সোমকে দূরে পায়চারি কর্‌তে দেখে' একেবারে বিস্ময়সূচক চিহ্ন!

বিল্‌-এর সঙ্গে একটি ব্রাউন্‌-সুট্‌-পরা ছোকরা এসে bow করে' দাঁড়াল। সোম বলল, "এই যে, তোমাদের ওখানে ঘর খালি আছে ?"

"আজ্ঞে, সবে হোটেল খুল্‌ছি। একটা হোটেলের বড় অভাব ছিল এ গ্রামে। কিন্তু এখনো সব ক'টা ঘর সাজিয়ে তোলা হয়নি। সাজানো ঘর একটিমাত্র আছে।"

একটিমাত্র আছে! দু'তিন দিন আগে হলে পেগী ভারি আপত্তি কর্‌ত। হলই বা দুই স্বতন্ত্র বিছানা। তবু পুরুষ মানুষের সঙ্গে এক ঘরে শোয়া? মা গো!

কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই-বিছানাওয়ালা ঘরে তাকে শুতে হয়েছে কাল পরশু। তার ফলে তার কিছু পয়সাও বেঁচেছে। ধর্ম যে যায়নি তার সাক্ষী স্বয়ং ধর্ম।

সোম বলল, "উত্তম। তুমি দু'জনের আহারের আয়োজন করো। আমরা সন্ধ্যা করে' আস্‌ব।"

কে যেন বলেছেন উচ্চ ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মানুষ উচ্চ হয়। সেই কথাটিকে জপমন্ত্র করে'ই বুঝি হোটেলওয়ালা একখানি ক্ষুদে বাড়ী সম্বল করে' হোটেলের নাম রেখেছে, "Lion Hotel." অথবা প্রতিবেশী "Elephant"-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতাবশত।

একটি রক্তমসী-অঙ্কিত সিংহকে পিছনের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উদ্বাহু হয়ে থাক্‌তে দেখে সোম বলল, "চিন্‌তে পেরেছ?"

পেগী বলল, "পেরেছি। এইটেই Lion Hotel?"

"না, গো। এই সেই সিংহের বিবর, যে সিংহ আজ ক্ষুধা বোধ কর্‌ছিল।"

"কী ভয়ানক চক্রান্ত! নিরীহ প্রাণী আমি, আমাকে আহার কর্‌বে বলে' এ কোন্ অপরূপ হোটেল এনে তুল্‌লে?"

ম্যানেজার বলো মালিক বলো সেই ব্রাউন-রঙের-স্যুট-পরা অল্পবয়স্ক যুবকটি দরজা খুলে দিল। এবং হ্যাট ও ওভারকোট খুলে নিল। তার সঙ্গে ছিল সেই ঝগ্‌ড়াটে ছেলেদের থেকে একটা। এখন সে অত্যন্ত লক্ষ্মী ছেলেটি—বাপকে ভদ্রতা কর্‌তে সাহায্য কর্‌ছে। তার মা'রও উঁকি মার্‌তে দেরী হলো না এবং স্বামীর ডাক শুনে সে নেমে এল পেগীর হুকুমের অপেক্ষা কর্‌তে।

মিস্টার ও মিসেস্ হিল্। বাচ্চাটির নাম, বব্।

"আপনাদের ঘরে পৌঁছে দেব?"

"না, আমরা লাউঞ্জ্-এ বস্‌ব। লাউঞ্জ আশা করি আছে?"

"আছে। কিন্তু তৈরি নেই, স্যর। আপাতত খাবার ঘরটাতে যদি বসেন।"

"কী বলো, পেগী?"

"তাই করি চলো।"

আগুন নিয়ে খেলা

গদিওয়ালা চেয়ারের অভাবে বসে' আরাম হচ্ছিল না। সোম বলল, "পেগ, এ হোটেলে এনে তোমাকে কষ্ট দিলুম। আর কোথাও যাবে?"

"ক্ষেপেছ? আমরা কি এই ভেবে বেরইনি যে যত অসুবিধেই ঘটুক কিছুতেই খিট্‌খিট্ করব না?"

"হিসেব যদি করো, অসুবিধে কি কম ঘটেছে এই পাঁচ দিনে? ভগবান! কবে লণ্ডনে ফিরে যাব, আরাম করে' বাঁচব।"

"কে তোমাকে ধরে' রাখ্‌ছে, সোম? আজই চলো না?"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তুমি একটি ছোট মিথ্যুক।"

"অমন কথা বললে নিজ মূর্তি ধারণ করব, সোম।"

"ছিঃ। এই নিয়ে রাগ করে?"

'না, তুমি যা' তা' বলে' ঠাট্টা করতে পারবে না আমাকে। মিথ্যুকের বাড়া গাল নেই।"

"তুমিও আমাকে যা' তা' বলো না? শোধ বোধ হয়ে যাক্।"

পেগীর চোখে জল চক্ চক্ করছিল। সে তার উপর হাসির কিরণ ফুটিয়ে সোমের আরো কাছে সরে' এসে বলল, "আচ্ছা, আমার উপর আর তোমার শ্রদ্ধা নেই?"

"দুষ্টু পেগ্!"

"না, না, সত্যি বলো। তোমার কাছে আমি খুব সুলভ হয়ে গেছি, না?"

"কিসে তোমাকে এমন কথা ভাবাল?"

"আমি ছেলেমানুষ নই।"

"কিন্তু ছেলেমানুষের মতো আবোল তাবোল বক্‌ছ যে?"

"ডারলিং সোম, সত্যি করে' বলো তোমার চোখে আমি কতখানি নেমে গেছি।"

"বল্‌ব ?"

"বলো।"

"বল্‌ব ?"

"বলো"

"আমার উপর তোমার একান্ত নির্ভরতা আর আমার প্রতি তোমার একান্ত বিশ্বাসপরায়ণতা আমাকে তোমার চির-কেনা করেছে, পেগ্‌, ডারলিং।"

পেগী এইবার সশব্দ হাসি হেসে বলল, "ওসব নাটুকে কথা একেলে ছেলেদের মুখে মিথ্যে শোনায়, সোম। হয়তো তোমাদের ওরিয়েণ্টাল মেয়েরা শুনে সত্য ভাবতে পারে।"

"তবে তুমি কী শুন্‌লে সন্তুষ্ট হবে, পেগ্‌ ?"

"এই দেখ, তুমি নিজ মুখেই স্বীকার কর্‌লে যে আমাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে তুমি ব্যগ্র, সত্য কথা বলতে ব্যগ্র নও !"

"তোমার আজ হয়েছে কী, পেগ ? এত বিরূপ কেন ? সোজা কথারও বাঁকা অর্থ করছ যে।"

"তাতে তোমার ভারি তো আসে যায় !"

সোম সন্ধি করবার উপায় দেখ্‌ল সকাল সকাল খেতে বসা। হিল্‌কে ডেকে বলল, "আমরা তৈরী। অপর পক্ষ তৈরী কিনা।"

হিল্‌ রসিকতাটা আঁচতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "অপর পক্ষ কে, স্যর ?"

"আমরা খাদক, আমরা তৈরী। অপর পক্ষ খাদ্য, অপর পক্ষ তৈরী কিনা ?

"ওঃ হো হো—মাপ কর্‌বেন ম্যাডাম।" সে হাসি চেপে বেরিয়ে গেল।

পেগী হাস্‌তে হাস্‌তে বলল, "কত রঙ্গ জান।"

সোম ভেবেছিল ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হলে পেগীর চিত্তশান্তি হবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

পেগী আরম্ভ কর্‌ল, "তুমি আমার ঈস্টারের ছুটিটা মাটি করলে। তোমাকে সঙ্গী করা আমার ভুল হয়েছে।"

সোম যথার্থ আহত হয়ে বলল, "তবে আমাকে যে দণ্ড দেবে আমি সেই দণ্ড নিতে প্রস্তুত আছি, পেগ্।"

"প্রাণদণ্ড?"

"দিলে নেব তাও।"

"আবার সেই নাটুকে মিথ্যে। আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে এই ভণ্ডামি। সোজা বল, 'না, ঐটি পারব না।' আমি খুশি হয়ে তোমাকে চুম্বন-দণ্ড দেব।"

"কিন্তু ও যে আমার হৃদয়ের পক্ষে সত্য।"

"তবু তোমার জিজীবিষার পক্ষে অসত্য। ভরা যৌবনে কেউ মর্‌তে চাইলেও তার প্রকৃতি তাকে মর্‌তে দিতে চায় না।"

"এই যে এত যুবক যুদ্ধে প্রাণ বিলিয়ে দিতে ছুটে গেল।"

"ওটা একটা দারুণ অত্যুক্তি। পরের প্রাণ লুট করতেও গেছ্‌ল ওরা। শুধু মর্‌তে নয়, মারতেও।"

"তবু মর্‌তেও তো?"

"মার্‌বার কথা মনে আন্‌লে মর্‌বার কথা তলিয়ে যায়। অন্তত দুই ঘুলিয়ে যায়। তোমাকে যে প্রাণদণ্ড দিতে যাচ্ছিলুম সে যেন কোর্ট-মার্শালের হুকুমে দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বুকের মধ্যিখানে গুলি খাওয়া।"

সোম হেসে বলল, "দিতে যাচ্ছিলে? দিলে না তবে? আঃ, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম।"

"Live and let live—এর চেয়ে বড় ধর্ম্মমত কী হতে পারে? তবু প্রতিদিন মানুষ এই তত্ত্বকে পদদলিত করছে।"

সোম কপট আক্ষেপের সুরে বলল, "সত্যি। মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, পেগী। বিশ লাখ বছর পরে পৃথিবী যদি বরফ হয়ে যায় আর এই মানুষ জাতটা যদি fossil হয়ে যায় তবে আমার ভাবনা যায়।"

পেগী কৌতুক বোধ করে' বলল, "কত রঙ্গ জান! তোমার মতো লোকের রঙ্গমঞ্চে যাওয়া উচিত।"

"তুমি যাও তো আমি যাই।"

"তুমি আমার কী জান? রঙ্গমঞ্চে আমি দু'বছর কাটিয়েছি।"

"ছেড়ে দিলে কেন?"

"তোমারি মতো মানুষের জ্বালায়। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি জন গায়ে পড়ে' বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে বিয়ে করো।' শোনো একবার কথা! ভালোবেসেছেন তো মাথা কিনেছেন। সেই আহ্লাদে বিয়ে করে' গলায় দড়ি দিই!"

"এতক্ষণে জান্‌লুম তোমার হৃৎপিণ্ডটা নেই, কারুর কারুর যেমন ফুস্‌ফুস্ থাকে না।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। তুমি তো আমাকে বিয়ে কর্‌বার আব্‌দার ধরেছ। কাল যদি ডাক্তার দেখে বলে, 'এ মেয়ের একটা ফুস্‌ফুস্ নেই', তবে তোমার প্রেম কোথায় থাকবে?"

সোম উত্তর দিতে পার্‌ল না।

তাকে অপ্রস্তুত দেখে পেগীর ফুর্তি বাড়্‌ল। বলল, "এই তো পুরুষের—না, না, মানুষের—প্রেম। তোমার ফুস্‌ফুস্ না থাকা তো দূরের কথা, তোমার একটা কান নেই দেখ্‌লে আমি তোমার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান কর্‌তুম।"

"জলজ্যান্ত দু'দুটো কান দেখেও তো কান দিচ্ছ না প্রস্তাবে।"

"দিচ্ছি নে? এইবার দিই। তুমি ব'লে যাও যা বল্‌বার। বলো, 'তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, মর্ত্যের চেয়ে, স্বর্গের চেয়ে, সম্মানের চেয়ে, এমন কি কমলা লেবুর চেয়ে।"

সোম পেগীর দুই গালে দুটি ঠোনা মেরে বলল, "আপেলের চেয়ে।"

"বলো, 'তুমি হেলেনের চেয়েও সুন্দর, তোমার জন্যে আমি ট্রয়ের যুদ্ধ জিৎতে পারি, হারকিউলিস্-এর মতো বারো বার অসম্ভবকে সম্ভব কর্‌তে পারি। কী

না কর্‌তে পারি! কী না করতে পারি! তোমার ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে সরে' পড়্‌তেও পারি।"

সোম আহত হয়ে বলল, "পেগী!"

"মনে কষ্ট বোধ কর্‌ছ? কিন্তু এক পুরুষের পাপের ফল অন্য পুরুষকে ভুগ্‌তে হবে। সে হতভাগাকে তল্লাস করে' পাইনি, তোমাকে পেয়েছি, তার প্রাপ্য শাস্তি তোমাকে দেব।"

"হবুচন্দ্রের বিচার! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।"

"জীবনে তাই হ'য়ে থাকে। যে লোকটা আমার ব্যাগের উপর হস্তকৌশল দেখাল তার উপর দিয়ে হয়তো ডাকাতি হয়ে গেছে।"

"ধন্য, ধন্য পেগী। আমি তোমাকে সামান্য তরুণী ভেবেছিলুম। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধা। চাই কি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হতে পার।"

পেগী সোল্লাসে বলল, "তবে? বিয়ে করে' আমার ভবিষ্যৎ মাটি কর্‌ব? আমার ইচ্ছে আছে তোমার মতো কলেজে পড়্‌ব। অবিশ্যি অবস্থার উন্নতি হলে।"

"পেগ্‌, আমি মত বদ্‌লাতে রাজি আছি। অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তুমি আর আমি দু'জনেই কলেজে যাব, ফ্ল্যাট নেওয়া নাই বা হল, আমার ল্যাণ্ডলেডী তোমারও ল্যাণ্ডলেডী হবে।"

"তোমার বয়স কত?"

"তেইশ।"

"এই বয়সে বিয়ের ভাবনা ভাব কেন?"

"সকলেই ভাবে।"

"অন্যায়। তিরিশ পর্যন্ত এ্যাড্‌ভেঞ্চার কর্‌তে হয়, তার পর বিয়ে।"

"বিয়েটাও কি একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার নয়?"

"যারা ও-কথা বলে তাদের বিয়ে কর্‌তে আমি চাইনে। বিয়ে আমার কাছে সেকরেড্‌। একবার কর্‌লে শেষ বারের মতো কর্‌লুম।"

"তুমি রোমান ক্যাথলিক?"

আগুন নিয়ে খেলা

"আমি নন্‌কন্‌ফর্‌মিস্ট।"

"তবে তোমার এ গোঁড়ামি কেন?"

"গোঁড়া হলে তো আজকেই তোমাকে বিয়ে কর্‌তুম গো। নই বলে' আরো আট বছর এ্যাড্‌ভেঞ্চারে কাটাব।"

সোম বলল, "তুমি মরো। আট বছর কেন আট মাসও আমার ধৈর্য থাকবে না। হয় কাল আমরা বিয়ে কর্‌ব নয় কোনো দিন না।"

"কাল তো আমরা লণ্ডনে ফির্‌ছি। সারাদিন ট্রেনে।"

"তবে পরশু লণ্ডনে।"

"লণ্ডনে আমার ঠিকানা পাবে কোথায়? স্টেশনে আমাদের প্রথম দেখা, স্টেশনে হবে শেষ দেখা। ভিড়ের মধ্যে মাছের মতো তলিয়ে যাব।"

"তা হলে আজকেই আমাদের বিয়ে।"

"সে কী!"

"আজ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?"

"বলপ্রয়োগ করবে নাকি?"

"আমার ট্যাক্‌টিক্‌স্ আমি ফাঁস করে দেব কেন?"

"ট্যাকটিক্‌স্ আমারও আছে। এ রকম লোকের হাতে এই প্রথম পড়িনি।"

"বেশ। আমি বসে' বসে' আমার প্ল্যান্ কষি। তুমি বসে' বসে' তোমার অতীত কালের ব্রহ্মাস্ত্রে শান্ দাও।"

"তা হলে কফির ফরমাস করো। যুদ্ধে মর্‌ব কি বাঁচব জানিনে। তবু বল সংগ্রহ করে নিই।"

সোম টেবিল্ বাজাল। হিল্ ছুটে এল। "ইয়েস্, স্যার?"

"দু' পেয়ালা কফি। তোমার আর কিছু চাই?"

পেগী বলল, "আমার ঐ যথেষ্ট। তোমার দরকার হয় তো আরো কিছু চাও।"

কফি খাওয়া চলতে থাকুক। ইত্যবসরে আমরা পাঠককে তার আগের দিনের ব্যাপার জানিয়ে রাখি।

২

তার আগের দিন

পর্থকওলের প্রভাত। জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। মেঘলা করেছে বলে' আকাশের রঙের সঙ্গে সমুদ্রের রং ম্যাচ করছে না। সোম বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে, আমার তো ঘুম ভেঙেছে, পেগীর ভেঙেছে কি না। আমি যদি উঠতে গিয়ে শব্দ করি তার ঘুম অকালে ভাঙবে। অকালে নয় তো কী? কাল রাত্রি মনে পড়ে না? পড়ে। ওঃ, কী দুর্দিনই গেছে। কিছুতেই রাত্রের আশ্রয় খুঁজে পাইনে, যদি বা পেলুম কী লজ্জা! একটি ঘরে দু'জনের বিছানা। কখনো এমন ঘটে কারুর জীবনে? কোনো দিন কল্পনা করতে পেরেছি?

সোম আকাশ ও সমুদ্র উভয়ের রাত্রিযাপন-রহস্য অনুধ্যান করছে। ভাবছে, কেমন করে' আত্মসংবরণ করলুম? পাশের বিছানায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রলোভন। যুবতী নারী। তার বিনিময়ে ইংলণ্ডের রাজমুকুট তুচ্ছ, রকফেলারের ঐশ্বর্য ছার। ঘুম কি কিছুতেই আসে? তার প্রতিটি নিঃশ্বাসপতনের শব্দ শুনছিলুম—যেন এক একটি ডলার। হঠাৎ এক সময় তার নিঃশ্বাস ফেলা থামল। সে পাশ ফিরল। ফিরে লেপটাকে আরেকটু উপরের দিকে টেনে নিল। রাত্রি অন্ধকার হলেও কাচের দেয়াল-জোড়া জানালা যেন জানালা নয়, কাচের দেয়াল। বাড়ীর সব চেয়ে উঁচু ঘর, গ্যারেট্, ছাদটা ঢালু হয়ে নেমেছে আমাদের পায়ের দিকে। বেশ দেখতে পাচ্ছিলুম্ তার বব্-করা চুল তার গাল বেয়ে তার মুখ ও চিবুক আড়াল করেছে। ইচ্ছে করছিল হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিই, তা হলে তার শুভ্র মুখখানি রজনীগন্ধার মতো ফুটন্ত দেখায়। কিন্তু সে যে ভীষণ চমকে উঠত। হয়তো চেঁচিয়ে উঠত, 'চোর', 'চোর'। অথবা তার চেয়ে যা খারাপ তাই অনুমান করত! বলত, নাঃ, পুরুষমানুষকে এতটুকু বিশ্বাস করতে নেই। ওরা মার্জার বৈষ্ণব, সুযোগ পেলেই নখ দন্ত বের করে।

সোমের বক্ষে নটরাজের তাণ্ডব চলেছিল যতক্ষণ না তার ঘুম এসেছে ততক্ষণ। কামনার ডম্বরু ধ্বনি, কল্পিত সম্ভোগের তাতা-থৈ থৈ, অসংযমের ছন্দ। রাত্রে কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেলে সোম খালি ভেবেছে, জীবনে এ সুযোগ ফির্বে না, জীবনে এমন রাত আসবে না—too good, too good! অত্যন্ত দ্রুত গতিতে রাত্রি প্রভাতের অভিমুখে ছুটেছে। মুমূর্ষুর মতো হতাশ হয়ে সোম জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির মতো পেগীর নিঃশ্বাসপতনের শব্দ গুন্তে থাকে, গুন্তে গুন্তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

এই মাত্র তার শেষবার ঘুম ভেঙেছে। এবার প্রভাত। কাপড় ছাড়্তে হবে, প্রাতরাশ কর্তে হবে, তারপর সমুদ্রকূলে খানিক বেড়িয়ে লণ্ডনের ট্রেন ধরতে হবে। আবুহোসেনের আরব্যরজনী পোহাল। পেগীর ছুটি ফুরিয়েছে, পেগী কাল আপিস কর্বে। লণ্ডনের জনতার মধ্যে সোম তার কেউ নয়, সোমও তাকে খুঁজে নিরাশ হবে।

আসন্ন বিরহের বেদনা তার সম্ভোগকামনাকে লজ্জা দিয়ে চুপ করিয়েছিল। আহা, চাইনে সম্ভোগ, চাইনে আর কিছু, সমস্ত জীবনটা যদি এবারকার ঈস্টারের ছুটি হত তার এবং পেগীর। তারা শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু পেত, গল্প কর্ত, তর্ক কর্ত, এক সঙ্গে খেত, একই ঘরে স্বতন্ত্র শয্যায় শুয়ে পরস্পরকে বলাবলি কর্ত, "গুড্‌নাইট্‌, মিস্টার সোম", "গুড্‌নাইট্‌, মিস্ স্কট্‌।"

"হ্যালো।"

সোম পাশ ফিরে দেখ্‌ল পেগী তখনো তেমনি নিশ্চল ভাবে পড়ে'। ওঠ্‌বার নাম কর্‌ছে না। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝখানকার আলস্যটুকু ভোগ করে' নিচ্ছে। শুধু আল্‌গোছে ডাক্‌ছে, "হ্যালো।"

সোম বলল, "ঘুম ভেঙেছে আপনার?"

"আপনার?"

"অনেকক্ষণ। সত্যি কথা বলতে কি আমার ঘুম ক্রমাগত ভেঙেছে আর লেগেছে।"

"আমার নাকের গর্জনে ?"

"কখনো না। আপনার নাক তো কামান নয়।"

"ক'টা বাজ্‌ল ?"

"আটটা বাজে।"

"উঠ্‌তে কান্না পাচ্ছে।"

"আরো আট ঘণ্টা ঘুমন না ?"

"উহুঁ, ট্রেন ফেল্‌ করব।"

"কোথাকার ট্রেন ? লণ্ডনের, না, টেন্‌বীর ?"

পেগী গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, "ওমা, টেন্‌বী গেলে আমার চাকৃরি থাক্‌বে ?"

"কিন্তু টেন্‌বী না গেলে আপনার আফ্‌শোষ থাক্‌বে। কাল শুন্‌লেন না টেন্‌বীর সুখ্যাতি ?"

"আমার দেশের সকলি সুন্দর। It is a dear old country. তা বলে' সব ঘুরে দেখবার মতো আয়ু আমার নেই।"

সোম নীরব।

পেগী বলল, "আপনার উৎসাহে আমি বাধা দেব না, মিস্টার সোম।"

সোম অভিমানের সুরে বল্‌ল, "আপনার যে উৎসাহ নেই এই আমার উৎসাহের চরম বাধা।"

"অদ্ভুত মানুষ তো ? আমার চাকরিটি নেবেন ?"

"তা কি বলেছি ? আপনার চাকৃরি আপনি সারাজীবন রাখুন।"

"পারিনে এমন মানুষকে নিয়ে। সলস্‌বেরী থেকে টানলেন ব্রিস্টলে। ব্রিস্টল থেকে পর্থকওলে। টেন্‌বী থেকে নিউ ইয়র্কে টান্‌বেন নাকি ?"

"নিউ ইয়র্ক্‌ থেকে ইণ্ডিয়ায়।"

"আশ্চর্য নয়। কী যাদু আছে আপনাতে ! ব্ল্যাক্‌ ম্যাজিক্‌ জানেন বুঝি ?"

"তা যদি জান্‌তুম তবে আমার দুঃখ ছিল কী ! আপনাকে একদণ্ড চোখের আড়াল হতে দিতুম না।"

"এরই মধ্যে এত! আমি ভেবেছিলুম এই লোকটির যখন কালো চেহারা তখন এই হবে আমার একমাত্র পুরুষ-বন্ধু।"

"তার মানে কী, মিস্ স্কট্?"

"আর ঘটা করেন কেন? যা বলে' ডাক্‌তে মন চায় তাই বলে' ডাকুন।"

"পেগী বলে' ডাক্‌ব?"

(হেসে) "ডাক্‌লে জিভ্‌খানা কেটে ফেল্‌ব না?"

"তুমি তা হলে আমাকে কল্যাণ বলে' ডাক্‌বে?"

"কী নাম? কলিন্?"

"কল্যাণ।"

"কোল্‌ল্যান্!"

"হয়েছে।"

"তা হোক্। ও নামে ডাকা শক্ত। সোম বলে' ডাক্‌ব।"

"কিন্তু একমাত্র পুরুষ-বন্ধু সম্বন্ধে কী বল্‌ছিলে, পেগী।"

"বল্‌ছিলুম এমন একজন পুরুষ দেখ্‌লুম না যে বন্ধুতার মর্যাদা রাখ্‌ল। দু'দিন পরে নর-নারীর সেই আদিম সম্পর্ক। বন্ধু হয়ে উঠ্‌ল প্রেমিক। হতে চাইল স্বামী।"

"স্বামী কি নারীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু নয়?"

"চাইনে শ্রেষ্ঠ বন্ধু। চাই কতকগুলি পুরুষ যারা আমার তেমনি দরদী বন্ধু হবে যেমন আমার বন্ধুনী ক্যাথ্‌রিন, ম্যারিয়ন, মেরী। আমার অসুখ কর্‌লে তত্ত্ব নেবে, বল্‌বে না যে, 'কী হবে গো! তোমার অসুখ আমাতে বর্তায় না?' আমার সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে হঠাৎ আমার গলাটা জড়িয়ে ধর্‌বে না, আমি গাল সরিয়ে নিলে আমার কানের উপর চুমু খাবে না।"

সোম হাস্‌তে হাস্‌তে বলল, "আচ্ছা, আমি সে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। আমি ঠিক্ গালকেই তাক্ কর্‌বো—আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।"

পেগী হেসে গড়াতে গড়াতে যেই খাটের প্রান্তরেখায় এল অমনি লাফ দিয়ে

বলল, "বন্ধু, চোখ বোঁজো। আমার কাপড় ছাড়া হয়ে গেলে পরে চোখ খুলতে পাবে।"

সোম চোখ ফিরিয়ে নিল সমুদ্রের দিকে। সেখান থেকে মাইল খানেক দূর। তবু যারা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে তাদের বেশ দেখা যায়।

কাপড় ছেড়ে পেগী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলে' গেল, "নিচে অপেক্ষা করছি। দেরি কোরো না।"

খেতে খেতে পেগী বলল, "সোম, ভেবে দেখ্লুম, এত দূর যখন এসেছি তখন টেন্‌বীটা দেখে যাওয়াই ভালো। একদিনের ছুটির জন্যে তার করে' দিই।"

"উহুঁ। তিন দিনের কমে আমি রাজি নই।"

"সোম, don't be silly."

"পেগী, don't be rude."

"মাফ চাইছি, সোম।"

"মাফ করবার কিছু নেই, পেগ্।"

"You are a dear." (কোমল স্বরে)

"পেগ্ তোমার তিন দিনের মাইনে দেবার মতো সঙ্গতি তোমার বন্ধুর আছে।"

"কিন্তু তোমার বন্ধুনী তা নেবে না, সোম।"

"নিক্ নাই নিক্, আমি আমার দাবী ছাড়ব না। তিনটি দিন আমাকে দিতে হবে।"

"সোম, be reasonable, দু'দিন।"

"আচ্ছা, দু'দিন।"

পেগী ও সোম রাত্রের ঘরভাড়া দিয়ে বিদায় নেবে এমন সময় বাড়ীর কর্ত্রী এসে সোমকে একখানি অটোগ্রাফের খাতা দিয়ে বলল, "নিজের ভাষায় আপনার নামটি লিখে দিয়ে যাবেন? কৃতার্থ হব।"

সোম বলল, "নিশ্চয় লিখে দেব।"

বুড়ী বলল, "ম্যাডাম, আপনি ?"

পেগী হেসে বলল, "আমার নিজের ভাষা কি আমি জানি ? সোম, তুমি আমাদের নিজের ভাষায় লিখে দাও।"

বুড়ী তার কথা বিশ্বাস কর্‌ল না। এদের রং আলাদা, ইংরেজীর উচ্চারণ আলাদা।

কিন্তু পেগী কেন নিজের নামধাম লিখ্‌ল না ? কারণ সে কিছুতেই লিখ্‌তে পার্‌ত না যে তার নাম পেগী সোম। যদি লিখ্‌ত পেগী স্কট তবে বুড়ী ভাব্‌ত, বটে ? ডুবে ডুবে জল খাবার আর জায়গা পেলে না ? কাল বারোটা রাত্রে এসে বললে, "ঘরের সন্ধানে চার ঘণ্টা ঘুরেছি, আজকের মত আশ্রয় দাও।" আইবুড় মেয়ের এই চক্রান্ত !

*

পর্থ্‌কওল থেকে টেন্‌বী যাবার পথে অনেকগুলো চেঞ্জ্‌। ক্রমাগত ট্রেন বদল কর্‌তে কর্‌তে পাছে লাঞ্চ-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় এই ভেবে তারা মাঝপথে নেমে পড়্‌ল সোয়ান্‌সী'তে। খুব বুদ্ধিমানের কাজ কর্‌ল, কেননা সে রাত্রে উপবাস দিতে বাধ্য হওয়া তাদের অদৃষ্টে ছিল। অবশ্য সে কথা আগে থেকে জান্‌লে তারা ডবল লাঞ্চ্‌ খেত, এত খেত যে রাত্রে খাবার দরকার হ'ত না। কিন্তু তারা ভবিতব্যজ্ঞ ছিল না। সেইজন্যে সম্মুখে একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়্‌ল এবং ওয়েল্‌শ্‌-জাতীয়া ওয়েট্রেস্‌কে ফরমাস দিল যা সাধারণত খেয়ে থাকে তাই।

পেগী বলল, "ওয়েল্‌শ্‌রা কেমনতরো funny. যেন ইংরেজই নয়।"

সোম বলল, "ইংরেজ না হলেই funny হ'তে হবে তার মানে কী !"

"আহা, তোমাকে গায়ে পেতে নিতে কে বল্‌ছে ? আমি শুধু বল্‌তে চাই ওরা দেখ্‌তে আমাদের মতো নয়।"

"আমার মতো নয় সেকথা ঠিক্‌। এবং তোমার মতো নয় সেকথাও ঠিক্‌।

অনেকটা কণ্টিনেণ্টালদের মতো। ঐ ছেলেটিকে লক্ষ্য করো। ঐ যুবকের দলটিকেও।"

"বড় বক্ বক্ করে। শিষ্ট হয়ে এক জায়গায় বসে' থাক্‌তে পারে না, নড়্‌ছেই চড়্‌ছেই উঠ্‌ছেই বস্‌ছেই।"

"আমার এই ভালো লাগে। সর্বদা সব ক'টা অঙ্গ ব্যবহার কর্‌ছে। আমার দেশের লোক তাই করে।"

"তবে তোমার দেশে আমি যাব না।"

"আমার দেশের দুর্ভাগ্য।"

"শুনেছি তোমার দেশে সাপ আছে।"

"শুধু সাপ? বাঘ ভালুক কুমীর। তার চেয়েও যা মারাত্মক, মশা মাছি ইঁদুর।"

(রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) "সত্যি?"

"সত্যি?"

"তবে সে দেশে তুমি ছিলে কী করে'?"

"আরো তিরিশ কোটি মানুষ আছে।"

"সত্যি?"

"বিশ্বাস হয় না?"

"না।"

"বইতে পড়ো নি?"

"বই আমি তেমন পড়িনে। I am not a great reader, you know."

"তোমাদের সাম্রাজ্য। খবর রাখ না?"

"ইস্কুলে পড়েছিলুম বটে India is the brightest gem on the British crown. আর ওখানকার সবাই ভেল্কি জানে। তুমি জান?"

"পাগল!"

"না, না, সত্যি বলো। লুকিয়ো না। লোহাকে সোনা করতে পার ?"

"তা জানলে তো আমরা জাত-কে-জাত বড়লোক হয়ে থাকতুম, পেগী।"

"আর কত বড়লোক হতে ? শুনেছি তোমার দেশে অগুনতি মহারাজা। এই যে তুমি এত দূর দেশে এসেছ বড়লোক বলে'ই তো পারলে ?"

"এর জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি, পেগ্। সে তুমি ভাবতে পারবে না, বন্ধু। তোমার দেশের ছেলেরা যে বয়সে যৌবনকে ভোগ দিয়ে সার্থক করে সে বয়সে আমি ঘরে খিল দিয়ে বই মুখস্থ করেছি। কত বসন্ত দোরে ঘা দিয়ে গেছে, সাড়া পায়নি। আমি যে যুবক সে আমি প্রথম উপলব্ধি করলুম তোমার দেশে পা দিয়ে।"

এর পরে কিছুক্ষণ দু'জনেই নিস্তব্ধে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। মুখে মৃদু মিষ্টি হাসি।

পেগী বলল, "আচ্ছা, তোমার দেশে কুকুর আছে ?"

সোম অট্টহাস্য করে' বলল, "অসভ্যতা মাফ করো, পেগী। বললে পারতে, তোমার দেশে মেয়েমানুষ আছে ?"

"সে তো স্বতঃসিদ্ধ।"

"মোটেই না। এমন দেশ আছে যেখানে মেয়েমানুষ নেই।"

"Don't be ridiculous."

"ধরো, এ্যাণ্টার্ক্‌টিকা একটা মহাদেশ। সেখানে মেয়েমানুষ নেই।"

পেগী হার মানল। বলল, "তাই তো। তুমি ভয়ানক চতুর। কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না যে। তোমার দেশে কুকুর আছে ?"

"আছে। তুমি কুকুর ভালোবাসো ?"

"ভালোবাসি! I worship them."

"আশ্চর্য নয়! কে যেন লিখেছে ইংরেজরা আগে Godকে পূজা করত, আজ কাল Dogকে পূজা করে।"

*

আগুন নিয়ে খেলা

আরো কয়েকবার ট্রেন বদল করে' তারা টেন্‌বীর গাড়ীতে উঠ্‌ল। তখন সূর্যাস্তের বেশী দেরী নেই। তবে ভরসা এই যে ইংলণ্ডের গোধূলি বহুক্ষণব্যাপী।

গাড়ীতে নতুন আলাপীরা চিরন্তন বিষয় নিয়ে আলাপ জমিয়ে তুল্‌ছিল। "এমন ওয়েদার কোনো বছর হয় না।"…"যেমন করে' হোক্ ঈস্টারের সময়টা বৃষ্টি হবেই। এবারকার ঈস্টারটা ব্যতিক্রম।"…"প্রতিদিন রৌদ্র। সারাদিন রৌদ্র।"

পেগী ও সোম পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চোখে চোখে হাস্‌ছিল। এই চারটি দিন তাদের দু'জনের পক্ষে সব দিক দিয়ে সুদিন।

এক বর্ষীয়সী সোমের সঙ্গে আলাপ করবার ছল খুঁজ্‌ছিলেন। বল্‌লেন, "আপনি আস্‌ছেন কোনো গরম দেশ থেকে, না মশাই ?"

"আজ্ঞে হাঁ। ইণ্ডিয়া থেকে।"

"সঙ্গে করে' এই সুন্দর ওয়েদারটি নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্যে।"

সকলে সায় দিয়ে বল্‌ল, "ঠিক্ ঠিক্।"

সোম সস্মিত প্রতিবাদ করল, "কিন্তু আমি এসেছি কবে ! দেড় বছর আগে !"

"দেড় বছর আগে !" (প্রতিবেশীদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে') "সেইজন্যে এমন ইংরেজী বল্‌তে পারছেন।"

"ইংরেজী আমি দেশেই শিখেছি।"

"বটে ! ইস্কুল আছে ও দেশে ?"

"অজস্র।"

বর্ষীয়সী আর কথা খুঁজে পেলেন না। একটি মধ্যবয়সিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "ওয়েল্‌স্ কেমন লাগ্‌ছে ?"

সোম বলল, "ইংলণ্ডের থেকে এমন কী তফাৎ।"

"আমিও তাই বলি। কিন্তু যারা ইংলণ্ডে গেছে তারা বলে অনেক তফাৎ !"

"আপনি ইংলণ্ডে যান্‌নি ?"

"কবে আর গেলুম ! যাই যাই করি, যাওয়া হয়ে ওঠে না।"

সোম বলল, "আপনাকে কিন্তু দেখ্‌তে ওয়েল্‌শের মতো নয়।"

"তা তো হবেই। পেম্‌ব্রোক অঞ্চলে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের পূর্বপুরুষ ছিল ফ্লেমিশ্‌ আগন্তুক।"

পথে মধ্যবয়সিনী নেমে গেলেন। যাবার সময় এমন ভাবে ও এমন স্বরে "গুড্‌ বাই" বললেন যেন বহু পুরাতন বন্ধুনী।

সোম পেগীর আরো নিকটে সরে' এলো। পেগী বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে হাত রাখ্‌ল। একান্ত নির্ভরের সহিত। সোম নিজেকে ধন্য জ্ঞান করল। তার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ। সূর্যাস্তটি সুন্দর। ট্রেনটি মন্থর। প্রতিবেশীগুলি সহৃদয়। আর তার সাথীটি? সে পোষা পাখীটির মতো তার হাতের মুঠায় নিজের প্রাণটি ভরে' দিয়েছে।

পেগী সোমের কাঁধে মাথা রেখে নিঃস্পন্দ হয়ে রইল। তার দৃষ্টি জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তে নিলীন হয়েছে। সোম অনড় অচঞ্চল ভাবে কাঁধ খাড়া রাখ্‌ল। সে এক কঠোর পরীক্ষা।

অবশেষে ট্রেন টেন্‌বীতে পৌছল।

তখন গোধূলি লগন। দু'জনে হাতধরাধরি ভাবে ছোট শহরটিতে রাতের বাসার খোঁজে চল্‌ল।

গুটি দুই তিন হোটেল অতিক্রম করল। তাদের হাতের টাকা ফুরিয়ে আস্‌ছে ক্রমে। হোটেলের খাঁই মেটানো যায় না। যদি ছোট বোর্ডিং হাউস্‌ পায় তো উত্তম হয়।

দু'এক জায়গায় বেল্‌ টিপ্‌ল। জিজ্ঞাসা করে' উত্তর পেল, এখানে তো ঘর খালি নেই, আর একটু এগিয়ে গেলে পেতে পারেন। আর একটু এগিয়ে যেতে যেতে তারা যেখানে পৌছল সেখানে সমুদ্র সঙ্কীর্ণ হয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এক জনের সঙ্গে দেখা।

সোম বলল, "বল্‌তে পারেন, এখানে বোর্ডিং হাউস্‌ পাই কোথায়?"

"কী? আসল সমুদ্রটা কোন্‌ দিকে? সোজা দক্ষিণ মুখে যান্‌, সমুদ্রে পড়্‌বেন, বাঁধানো ঘাট, বিস্তৃত promenade."

"সে দিকে বোর্ডিং হাউস্ আছে ?"

"একটা নতুন সিনেমা তৈরী হচ্ছে। আমরাই তৈরী করছি। তৈরী শেষ হয়ে যাক্, আমরা ওখানে একটা মিটিং করব দেখ্‌বেন। লেবার পার্টির মিটিং। জানেন, মশাই, জায়গাটা কন্‌সারভেটিভ্‌দের পৈত্রিক সম্পত্তি—বাছাধনরা নড়্‌তে চান্ না সিংহাসন থেকে। তা ওরা চলে ডালে ডালে তো আমরা চলি পাতায় পাতায়।"

লোকটা বদ্ধ কালা ও বাচাল। সোম বলল, "পেগী, কী করা যায় ?"

পেগী বলল, "কালকের মত চার ঘণ্টা হাঁট্‌তে পারিনে, বাপু। আজকে ঈস্টার সোমবার, সব জায়গা ভর্তি।"

সোম আরেকবার চেষ্টা করল। "ওহে, শুনছ ? আমরা লণ্ডন থেকে আসছি—"

"আমি জানি আপনি টাইবেটান্ (Tibetan)। ঠিক কি না বলুন। আমি বাডিজ্‌ম্ (Buddhism) সম্বন্ধেও খবর রাখি, মশাই।"

সোম হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "পেগ্, তুমি এইখানে বসো। আমি খোঁজ করে' আস্‌ছি।"

পেগী বলল, "ওকে হাত নেড়ে বোঝাতে পার না ইঙ্গিতে ?"

সোম বলল, "তা হলে ও ভাব্‌বে আমি ওকে কালা বলে' উপহাস কর্‌ছি। রেগে আমার মাথা নেবে।"

যা হয় হোক সামনের টী-রুম্‌সে ধাক্কা মার্‌ব। এই ভেবে সোম পেগীকে পিছনে রেখে খানিক দূর এগিয়ে গেল।

টি-রুমসের দরজা খুলে একটি বুড়ী প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল।

সোম বলল, "দু'টি মানুষের জন্যে ঘর দরকার। হবে ?"

সোম আশা করেনি যে "হাঁ" শুনবে। বুড়ী বলল, "দু'টি ছোট ঘর খালি ছিল। আজকেই একটিতে লোক নিয়েছি। একটি ছোট ও একটি বড় ঘর খালি আছে। দেখ্‌বেন ?"

সোম পরিদর্শন করল। ঘর দুটি স্বতন্ত্র তলায়। বুড়ীকে বলল, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। বেহাত কোরো না।"

পেগীকে বলল, "তোমার পছন্দ হবে না জানি। তবু নাই ঘরের চেয়ে যেমন তেমন ঘর ভালো। এখন ভেবে বলো একটা বড় ঘর ও একটা ছোট ঘর নেওয়া যাবে, না, কেবল একটা বড় ঘর?"

"দুটো ঘর নিলে টাকা বেশী নেবে?"

"নেবে না? ঈস্টারের মর্‌সুম।"

"তবে—তবে—"

"বুঝেছি। কিন্তু বড় ঘরটিও যথেষ্ট বড় নয়। তাতে একটা বড় খাট ও একটা ছোট খাট। ছোট খাটটাতে বিছানা পাতা নেই।"

"উপায়?"

"বুড়ীটি ভালো। বললে পেতে দেবে।"

বুড়ী বলল, "তার আর কী! ধোপা-খরচা দিতে রাজি থাকেন তো আরেক সাজ বিছানা পেতে দিচ্ছি।"

সোম বলল, "তা না হয় হল। আমি চার দিন স্নান করিনি, মিসেস্ উইল্‌কিন্‌স্। স্নানের ঘর আছে তো?"

"দুঃখিত হলুম, স্যর। শোবার ঘরে গরম জল দিয়ে আস্‌তে পারি। গাম্‌লায় স্নান কর্‌বেন।"

"অভ্যাস নেই, মিসেস্ উইল্‌কিন্‌স্। তোমরা কোথায় স্নান করো?"

"আমার কথা যদি জান্‌তে চান্ আমি পঁয়ত্রিশ বছর এই বাড়ীতে আছি। পঁয়ত্রিশ বছর গাম্‌লায় স্নান করে' আস্‌ছি, স্যর।"

"সাবাস্! বোধ হয় পঁয়ত্রিশ বারের বেশী স্নান কর্‌তে হয়নি, মিসেস্ উইল্‌কিন্‌স্।"

বুড়ী আপত্তি করে' বলল, 'না, না, সে কী হয়, স্যর! সমুদ্র এত কাছে! গ্রীষ্মকালে সমুদ্রস্নান করেছি।"

"ঠিক্, মিসেস্ উইল্‌কিন্‌স্, তোমারও তো একদিন এঁর বয়স ও এঁর সৌন্দর্য ছিল।"

স্নানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌বে কি না শুনে বুড়ী ঘাড় নাড়ল। বুড়ী ও তার বুড়ো সন্ধ্যার আগে High Tea খায়, ইতিমধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। বাড়ীতে এমন কিছু নেই যাতে দু'জনের পেট ভর্‌তে পারে। তবে এখানে হোটেলগুলোতে ডিনার-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, হোটেলে ডিনার খেয়ে সমুদ্রের বাঁধের উপর বেড়িয়ে এলে যদি ক্ষুধা লাগে তবে কিছু ডিম ও রুটি বুড়ী জোগাতে পার্‌বে।

রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া গেল না। ছোট শহর। ছ'টার আগে অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

খোলা ছিল কয়েকটি দামী ও নামী হোটেল। কিন্তু সেখানে খাবার খরচা অনেক। অত খরচ কর্‌তে পেগী কিম্বা সোম রাজি নয়। পেগী বেরিয়েছিল তিন দিনের বাসা খরচা সম্বল করে। তিন দিনের বদলে চার দিন তো হলই, পাঁচ দিনও হবে। শুধু তাই নয়। সল্‌স্‌বেরী পর্যন্ত রেলভাড়া সঙ্গে ছিল, তার চারগুণ দূরে এসেছে। সেই জন্যে পেগী আজ তার বাড়ীতে তার করেছে, "টেন্‌বীর ডাকঘরের ঠিকানায় তার করে টাকা পাঠাও।" টাকাটা কাল সকালে ডাকঘরে গেলে পাবে খুব সম্ভব। তবু বলা যায় না তো। ডাকঘরওয়ালীরা যা দজ্জাল। যখন পুরুষ কেরাণী ছিল তখন সুন্দরী তরুণীর মুখ দেখে বিশ্বাস কর্‌ত। এখন ডাকঘরগুলো মেয়ে-কেরাণীতে ঠাসা। তারা বিষম খুঁৎখুঁতে। হয়তো বল্‌বে, "তুমি যে পেগী স্কট্ তার প্রমাণ কী?" পেগী বল্‌বে, "ক'জন পেগী স্কট্ এসে তোমার কাছে টাকা চেয়েছে শুনি?" মেয়েটা জবাব দিতে না পেরে চটে যাবে।

সোম পনেরো দিনের খরচা সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু টেন্‌বী পর্যন্ত রেলভাড়া লাগবে, তার উদ্ভটতম কল্পনাও এতদূর যায় নি। যেন একজন কল্‌কাতা ছাড়্‌বার

আগুন নিয়ে খেলা

আগে ভেবেছিল হাজারীবাগ অবধি যাবে, কিন্তু ঘটনাচক্রে উপনীত হয়েছে রাওলপিণ্ডিতে। তার কল্পনার দৌড় ছিল গিল্ড্‌ফোর্ড পর্যন্ত, কিন্তু ভুল গাড়ীতে চড়ে সল্‌স্‌বেরী, তার পরে রামমোহন রায়ের কবর দেখতে ব্রিস্টল। এতদূর যখন এসে পড়েছি তখন ওয়েল্‌স্‌টা মাড়িয়ে গেলে ক্ষোভ থাকে না। তাই কার্ডিফ পর্যন্ত আসা। তারপর থেকে বিধাতার নির্দেশ। কেমন করে কী হয়ে গেল, হঠাৎ চলন্ত বাস্ ধরে পর্থকওল্ রওনা হওয়া, রবিবারের রাত্রি, বাসা কিম্বা খাবার কোনোটাই খুঁজে না পাওয়া, অনেক কাণ্ড করে অদ্ভুত অবস্থায় রাত্রিবাস। বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেলে স্বাদ বদ্‌লাতে চায় না। আরো নির্জনে পেতে চাই পেগীকে, আরো নির্জনে। পর্থকওলে বড় ভিড়, চলো টেন্‌বী। টেন্‌বীতেও ভিড় নেহাত কম নয়, চলো অন্য কোথাও। সোম ইতিমধ্যে ভাব্‌তে আরম্ভ করেছে কাল পেগীকে নিয়ে কোন ঘুমন্ত পুরীতে যাবে—পেম্‌ব্রোক, ফিশ্‌গার্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড্? অন্তত সন্নিকটবর্তী ম্যানরবিয়ের, যেখানে নর্মান যুগের দুর্গ আছে? ম্যানরবিয়ের যদি যথেষ্ট জনবিরল না হয় তবে পেম্‌ব্রোক, ফিশ্‌গার্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড্। টাকা চাই। যা অবশিষ্ট আছে তাকে সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। পেগীকে আজ টাকার জন্যে তার করতে বারণ করেছে কত। সেই যখন পেগীকে দূর থেকে দূরতর দেশে নিয়ে চলেছে তখন টাকার ভাবনা পেগীর নয়, তার। কিন্তু পেগী বারণ মানেনি। বলেছে, সুখ যখন আমারও, সুখের দাম তখন আমিও দেব না কেন। ঋণী হতে পারব না, সোম।

সোম ভাবছিল, ভগবান করুন, পেগীর যেন বাড়ী থেকে কাল টাকা না আসে। তা হলে আমার কাছে ধার নিতেই হবে তাকে। শোধ দেবার সময় আসার আগে পেগী আমার প্রিয়া। তখন আমরা শুধু অভিন্ন-হৃদয় নই, অভিন্ন-পকেট।

তা বলে পেগী কিম্বা সোম কারুর ইচ্ছে ছিল না যে আজকের রাতটা উপোস দেবে। ও কথা ওরা ভুলেও ভাবেনি। লণ্ডন-ব্রিস্টলের মতো একটা সস্তা রেস্তোরাঁ পাবেই। টেন্‌বীর এত সুখ্যাতি শুনেছে। এমন একটাও রেস্তোরাঁ পাবে না যেখানে অল্প খরচে নৈশ-ভোজন করা যায়?

সমস্ত শহরটা তিন বার চষে বেড়াবার পর তাদের চেতনা হল যে ন'টা বাজে। এখন হোটেলগুলোতেও ডিনার-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ।

পেগী বল্‌ল, "আমি আর শরীরের ভার বইতে পারছিনে, সোম। আমার ক্ষুধাও কখন নষ্ট হয়ে গেছে।"

সোম বল্‌ল, "লক্ষ্মীটি, এখনো দু'একটা হোটেলে ডিনার না হোক সাপার পাওয়া যাবে। আমার কাঁধে ভর দাও।"

পেগী বল্‌ল, "আমি এইখানে বসে তোমার প্রতীক্ষায় রইলুম। তুমি খেয়ে এসো।"

"সে হয় না, দুষ্টু। এক যাত্রায় পৃথক ফল?"

"আমার ক্ষুধা নেই বলে তুমি উপোস দেবে? বেশ তো!"

"তোমাকে ফেলে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে, অমৃতও খেতে চাইনে।"

(অতি কষ্টে খিল খিল করে হেসে) "যেমন অবলীলাক্রমে বল্‌লে, শুনে মনে হলো ও কথা অনেক বার প্র্যাক্‌টিস্ করেছ। প্রেম কর্‌তে কর্‌তে ঝানু হয়ে গেছ। না?"

"মুখে যা আসে বলো। কিন্তু পেট খালি রাখতে পাবে না বলে দিলুম।"

"জোর করে গেলাবে নাকি?"

"নিশ্চয়ই। তোমার দেহের উপর আমার অধিকার আছে।"

"ইস্!"

"ইস কি গো? তুমি না খেয়ে রোগা হয়ে যাবে, আমি তাই দেখে ও তাই স্পর্শ করে সুখ পাব?"

"যেন তোমার সুখের জন্যে আমার সৃষ্টি?"

"নিশ্চয়ই। তোমার সুখের জন্য আমার। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের ভোগের জন্যে।"

"যাও। তর্ক কর্‌বার মত শক্তি নেই আমার।"

"তবে আমার কাঁধে ভর দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো হাঁটো। ঐ যে ফলের দোকানটা ওটা এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে।"

বাস্তবিক দোকানটা বন্ধ হবার মুখে। সোম ও পেগী এক মিনিট পরে এলে পস্তাত।

"ইয়েস্, ম্যাডাম? ইয়েস্, স্যর?"

পেগী বল্‌ল, "আমাকে দাও আপেল।"

সোম বল্‌ল, "আমাকে দাও কমলা লেবু।"

তারপর দু'জনে সমুদ্রের বাঁধের উপর একটি বেঞ্চিতে বসে ফলগুলির সদ্ব্যবহার কর্‌ল। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে একটিও তারা অনুপস্থিত নেই। সমুদ্রের জল আকাশের মতো কালো অথচ ফেন-ধবল। তারাগুলি যেন আকাশের ফেনা, সমুদ্রে ছিটিয়ে পড়্‌ছে।

আপেল ও কমলা লেবু ওরা ভাগ করে খেল। পেগী আধখানা খায়, সোম বাকীটা শেষ করে। সোম কিছুটা খায়, বাকীটা পেগীকে খাইয়ে দেয়। আদর করে তার মাথাটি বুকের কাছে আনে, একটি হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতটি তার মুখের কাছে নেয়। পেগী যখন হাঁ করে তখন দুষ্টুমি করে হাত সরিয়ে নেয়, পেগী চটে গিয়ে বলে, "চাইনে আমি খেতে"। মুখে কুলুপ লাগায়। সোম তার মুখ খোলবার ভাণ করে গাল টিপে দেয়। পেগী হাসি চেপে থাকৃতে পারে না। মুখ খোলে। সেই সুযোগে সোম তার মুখে খাবার গুঁজে দেয়।

পেগী বল্‌ল, "রাত অনেক হয়েছে। এবার পুলিশে পাকৃড়াবে।"

সোম বল্‌ল, "কেন, আমরা তো কোন অপরাধ কর্‌ছিনে?"

"কে জানে, বাপু। তুমি যে রেট্‌-এ অগ্রসর হচ্ছ—"

"বাকীটা শেষ করে ফেল। যে রেট্‌-এ অগ্রসর হচ্ছি—"

"মিস্ সাভিজ-এর মামলা মনে পড়ে? জিমস্, হাইড পার্কে একশো'টা পাহারাওয়ালা অতিরিক্ত বসিয়েছে।"

"টেন্‌বীতে তো বসায়নি?"

"কে জানে বাপু; শুন্‌লে না, কন্‌সারভেটিভ্‌দের পৈত্রিক সম্পত্তি? বাবুরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে হালে পানি পাচ্ছেন না, ঠাওরেছেন এই কর্‌লে বুড়ী ভোটারদের ভোট-এর জোরে অথই পাথার পার হবেন। সেটি আমরা হতে দিচ্ছিনে।"

"তোমরা ফ্ল্যাপার্‌রা তো এবার ভোট্‌-এর অধিকার পেয়েছ। কাকে ভোট্‌ দিচ্ছ?"

"লেবার-কে।"

"ইংলণ্ডের মেয়েদের আমি চিনি। ডাচেস্‌রা যেদিকে ওরাও সেইদিকে।"

"না গো মশাই। ওদের যথেষ্ট নিজত্ব আছে। ওরাও একটু আধটু চিন্তা করে থাকে।"

"চিন্তাশক্তি থাক্‌লে তো?"

"অমন যদি বল তোমাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবো।"

"তাতে করে এই প্রমাণ হয় যে তোমাদের বাহুবল আছে। কিন্তু চিন্তাশক্তি?"

"না যদি থাকে কেয়ার করিনে। রূপ যৌবন বাহুবল ও বিত্ত—এই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।"

"এই যদি তোমাদের ধারণা হয় তবে ভাবী যুগের ইংলণ্ডের কী দশা হবে ভাবি।"

"ইংলণ্ডের দশা ভাব্‌তে হবে না। ইংলণ্ড অমর। Her soul goes marching on."

পেগী চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। আর কালক্ষেপ কর্‌ল না। বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "তুমি না স্নান কর্‌বে কথা দিয়েছ?"

"যাঃ। ভুলে মেরে দিয়েছিলুম।"

"এই তো তোমার চিন্তাশক্তির প্রমাণ। এখন এসো। চলৎ শক্তির প্রমাণ দাও। মিসেস্‌ উইল্‌কিন্‌স্‌ অভিশাপ দিতে থাক্‌বে।"

আগুন নিয়ে খেলা

*

শোবার ঘরে স্নানের জল দিয়েছে। যে স্নান করবে সে ছাড়া আর কেউ ঘরে ঢুক্‌তে পারে না।

পেগী বল্‌ল, "তুমি উপরে যাও, স্নান করো গে। আমি ততক্ষণ মিসেস্‌ উইল্‌কিন্‌সের সঙ্গে গল্প কর্‌তে থাকি।"

পেগীকে একদণ্ড চোখের আড়াল কর্‌লে সোমের চোখ ছল ছল করে, একদণ্ড কাছ-ছাড়া কর্‌লে সোমের প্রাণ চলে যায়। সোম দশ মিনিটে স্নান শেষ করে, রাতের কাপড় পরে ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে বিছানায় উঠ্‌ল। কিন্তু যতই অপেক্ষা করে পেগী আর আসে না।

পেগী কি এ ঘরে শোবে না?

নীচে গিয়ে পেগীকে পাকড়াও করে আন্‌বে, সে উপায় নেই। তা হলে পোষাক পর্‌তে হয়, অন্তত ড্রেসিং গাউন চড়াতে হয়। বাহুল্য মনে করে ড্রেসিং গাউন সোম আনেনি। সঙ্গে একটা হাত-ব্যাগ এনেছে, তাতে ধরে রাতের কাপড়, কামাবার সরঞ্জাম, অতিরিক্ত টাইকলার মোজা গেঞ্জি শার্ট। আর দু'চারটে খুচরো উপকরণ। যেটা পরে সেটার বেশী স্যুট্‌ আনেনি। সোম বোঝা বাড়াতে ভালবাসে না। তাতে ভ্রমণের সুখ হ্রাস পায়। সোম দেখল পেগীরও মত তাই। পেগী অবশ্য এক বস্ত্রে আসেনি। তবু একটা স্যুটকেসে তার কুলিয়ে গেছে। সোম বয় পেগীর স্যুটকেস, পেগী ধরে সোমের হাত-ব্যাগ। কুলী কর্‌তে হয় না। ট্যাক্সি কর্‌তে হয় না। পথে চলার সুখ তারা যোল আনা ভোগ কর্‌ছে।

দরজায় টোকা পড়্‌ল। "ভিতরে আসতে পারি?"

সোম বল্‌ল, "আমার স্নান হয়ে গেছে কখন!"

পেগী দুধের গেলাসটি সোমের মুখের কাছে এনে বল্‌ল, "Now be a good boy. এটুকু ঢক্‌ ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলো দেখি, যাদু।"

সোম বল্‌ল, "এ কী?"

"এর নাম দুধ। ছোট ছেলেরা এই খেয়ে ঘুময়।"

"ছোট মেয়েটির খাওয়া হয়েছে ?"

"ছোট মেয়েটি স্নান করেনি, গরম দুধের দরকার বোধ করে না।"

"ছোট ছেলেটির প্রতিজ্ঞা সে একা কোনো জিনিস খাবে না।"

"ঢং রাখো। ওঠো, খাও।"

"হুকুম ?"

"হুকুম।"

"তবে দেখ্‌ছি উঠ্‌তে হলো। কিন্তু পেগ, তুমি একটি চুমুক খাও।"

"কী আবদারে ছেলে ! এমনটি দেখিনি !"

"কী কড়ামেজাজী ঠাকুমা ! এমনটি দেখিনি !"

দুধ খাওয়া শেষ হলে পেগী বল্‌ল, "লক্ষ্মী ছেলেরা এখন লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুময়। ঠাকুমা'র কাপড় ছাড়া দেখে না।"

সোম পাশ ফিরে চোখ বুজল। পেগী কাপড় ছেড়ে প্রথমে গ্যাসের বাতি নিবিয়ে দিল, তার পরে নিজের বিছানায় লাফ দিয়ে উঠল। পেগীর বড় খাট, সোমের খাট ছোট।

"সোম, ঘুমুলে ?"

সোম গলার সাহায্যে নাক ডাকাতে লাগ্‌ল। সেই তার উত্তর।

"আমি একা জেগে থাকি কেন ? আমি কিন্তু সত্যি সত্যি নাক ডাকাব।"

সোম বল্‌ল, "চেষ্টা কর্‌লেও পার্‌বে না।"

"ও কৌশলটা তোমার পেটেণ্ট্‌ ?"

"তুমি জাল কর্‌তে চাইলেও পার না।"

পেগী চেষ্টা করে হাস্যাস্পদ হল। তার নিজের হাস্যাস্পদ।

কতক্ষণ কেটে গেল।

পেগী হঠাৎ আর্তকণ্ঠে ডাক্‌ল, "সোম !"

সোমের ঘুম লেগে আস্‌ছিল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে সাড়া দিল। "কী, পেগ্‌।"

আগুন নিয়ে খেলা

"ওটা কী ওখানে দাঁড়িয়ে ?"

সোম চোখ মেলে বল্‌ল, "কোনটা ?"

"ঐ যে জানালার কাছে। সোম, আমি মরে যাব। উঃ—উঃ—উঃ।"

সোম উঠে বস্‌ল। জানালার কাছে একটা ছায়া। গাছের ছায়া হবে। সোম জানালার কাছে গিয়ে স্ক্রীন টেনে দিল। বাইরে থেকে যেটুকু আলো আস্‌ছিল—গ্যাস পোস্টের আলো—সেটুকু গেল বন্ধ হয়ে। তখন সোম মোমবাতি জ্বালাল।

"পেগ্।"

"কী ?"

"জানালার দিকে তাকাও।"

"না গো। আমার গা ছম ছম কর্‌ছে।"

"ভূত নয়, পেগ্। গাছের ছায়া।"

"তুমি আমার কাছে এসে বসো।"

সোম তার শিয়রে বস্‌ল। বল্‌ল, "এত সাহসী অথচ এত ভীতু তুমি। সব মেয়েই তাই।"

সোম তার চুলগুলির ভিতর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। পেগী নীরবে আদর উপভোগ কর্‌তে থাক্‌ল।

সোম বল্‌ল, "অনেকটা হেঁটেছ আজ। পা কন্ কন্ কর্‌ছে ?"

"কর্‌ছে।"

সোম তার পায়ের কাছে উঠে গেল। পায়ে হাত বুলিয়ে দিল। পা টিপে দিল।

পেগী বল্‌ল, "উঃ। লাগে।"

"একটু লাগ্‌বেই তো। তা নইলে সার্‌বে না।"

পেগী বল্‌ল, "বড্ড লাগ্‌ছে।"

সোম বল্‌ল, "আচ্ছা, আরেকটু আস্‌তে টিপ্‌ছি।"

সোমের নিজেরই নেশা লেগে গেছ্‌ল। পনের মিনিট্‌ কেটে গেল। সে থামবার নাম করে না। বলে, "এবার উরু আর কোমর।"

পেগী বল্‌ল, "আমি আপত্তি কর্‌লে কি তুমি শুন্‌বে যে আপত্তি করব?"

অর্থাৎ সে সাহ্লাদে সম্মতি দিল।

তারপর সোম দাবী কর্‌ল পিঠ।

পেগী বল্‌ল্‌, "তোমার মাসাজ-এর হাত দেখ্‌ছি পাকা। কোথায় কোথায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করেছ?"

সোম বল্‌ল, "ওটা আমাদের professional secret."

সোমের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না। পিঠের পরে হাত। একঘণ্টা কেটে গেল। রাত তখন বোধ করি একটা।

পেগী বল্‌ল, "আমাকে ঘুমতে দেবে না?"

"আগে তোমাকে সুস্থ করে তুলি।"

"তুমি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছ, আমার শরীরের কোন অঙ্গ বাদ দেবে না!"

"তাতে তোমার লোকসান?"

"লোকসান? মেয়েমানুষের লজ্জা সরম বলে কি কিছু নেই?"

"ওটা একটা কুসংস্কার।"

"উঃ, আমাকে ডালকুত্তোর মতো ছিঁড়ে ফেলো না।"

"আচ্ছা, আরো আস্তে।"

সোমের উৎসাহ ক্রমশ শ্লীলতার সীমা টপকাতে চায়। বুক।

পেগী বল্‌ল, "ঐটি পার্‌বে না। সরাও, সরাও, হাত সরাও।"

সোম অভিমানে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। লক্ষপতি ছিল, কোটিপতি হতে গিয়ে পড়্‌বি তো পড়্‌ শূন্যের কোটায়। মণ্টি কার্লোতে জুয়ো খেল্‌তে গেছ্‌ল। প্রায় সব পেয়েছিল, সব পাবার লোভে সব খোয়াল। এখন তাকে গলাধাক্কা দিয়ে casinoর চৌহদ্দি পার করে দিয়েছে।

সোমের মন গেল গলা ছেড়ে কাঁদতে। কিন্তু তার পৌরুষের অহঙ্কার ছিল।

তাইতে তাকে বাঁচাল। সে চুপটি করে বিছানায় ফিরে আসবার আগে এক ফুঁয়ে বাতিটি দিল নিবিয়ে। পেগীকে "গুড্ নাইট্" বল্‌তেও অভিমানে তার মুখ ফুট্‌ছিল না। সে ভাব্‌ছিল, নাঃ, কালকেই লণ্ডনে রওয়ানা হবে, পেগী যা ভাবে ভাবুক। কী-ই বা তার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক! পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়ে। সোমকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিল পর্যন্ত। নিশ্চয়ই অন্ধকারে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে। ভাব্‌ছে, প্রশ্রয় দিলুম, দিলুম, দিলুম। খেলিয়ে খেলিয়ে বুকের কাছ পর্যন্ত আনলুম! তার পরে মার্‌লুম ফট্ করে একটা চড়। কুকুর! কুকুর! কুকুর! মাথায় উঠ্‌ত!

সোম বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ জেগে বোধ কর্‌ল কার উষ্ণ নিশ্বাস তার গালের উপর পড়্‌ছে। কে যেন আদর করে তার চোখের পাতার উপর সুগন্ধিযুক্ত রুমাল বুলিয়ে দিচ্ছে। সোম জাগল বটে, কিন্তু অভিমানে কথাটি কইল না। পেগী জানতেই পারল না যে সোম জেগে আছে। সোম বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্বাস ফেল্‌ছিল ঠিক ঘুমন্ত মানুষের মতো।

পেগী সোমের কপালের উপর ঝুঁকে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ ধরে একটি চুমু খেল। যেন খাওয়া আর ফুরয় না। এক মিনিট্ যায়, দু মিনিট্ যায়, পাঁচ মিনিট্ যায়। সোম ভাব্‌ল, পেগী ঘুমিয়ে পড়্‌ল নাকি?

সোম বল্‌ল, "পেগ্?"

পেগী চমক দমন করে সহজ ভাবে বল্‌ল, "ডিয়ার?"—ক্ষণেকের জন্যে মুখ তুলে আবার তেমনি ভাবে রাখ্‌ল। না জানি কত মধু পেয়েছে। শেষ না করে উঠে যেতে চায় না।

সোম বল্‌ল, "পেগ্, স্বার্থপরের মত একা খেয়ো না। আমাকেও অংশী হতে দাও।"

পেগী বসবার ভঙ্গী বদল করে সোমের ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ ও সোমের অধরের উপর অধর স্থাপন করল। তার বুকের একাংশ সোমের বুকের একাংশ চুম্বন কর্‌ছিল।

আগুন নিয়ে খেলা

সোম আনন্দের উত্তেজনায় মূর্চ্ছা গেল। যখন চেতন হলো তখন পেগী উঠে গেছে। সোমের হৃদয় বল্‌ছিল, আমি পূর্ণ, আমার খেদ রবে না আজ্‌কে যদি মরি। দেহ বল্‌ছিল, কী জ্বালা! কী জ্বালা! আমার শিরায় শিরায় মশাল জ্বল্‌ছে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে মর্‌ব।

সোম বিছানা ছেড়ে অনেকক্ষণ পায়চারি কর্‌ল—ধীরে, অতি ধীরে; যাতে পেগীর ঘুম না চটে যায়। জানালার কাছে এসে স্ক্রীন খুলে দিল। সমুদ্রের হাওয়া ঝির ঝির করে তার গায়ে এসে লাগ্‌ল। তার দেহ স্নিগ্ধ হলো।

আবার বিছানায় ফিরে এল। ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কী আশ্চর্য এই জগৎ, কী আশ্চর্য মানুষের জীবন! পৃথিবীর এক কোণে তার জন্ম, পেগীর জন্ম আর এক কোণে। তেইশ বছর তার খোঁজে কাটিয়ে দিয়েছে, এতদিন পায়নি। অকস্মাৎ ভিক্টোরিয়ার ভুল ট্রেনে সাক্ষাৎ। প্রথম রাত্রে সে স্বল্পপরিচিতা, সৌজন্যময়ী। দ্বিতীয় রাত্রে সে অবিজিতা, রহস্যময়ী। তৃতীয় রাত্রি পর্যকওলে। চতুর্থ রাত্রি এইখানে। চার রাত্রি নয়, যেন চারটি যুগ।

সোম একে একে প্রত্যেক যুগের ইতিহাস মনে লিখ্‌তে লিখ্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

৩

তারও আগের দিন

ব্রিস্টলের একটা residential হোটেলের যে ঘরে লোকে খায়, বসে ও স্মোক্ করে সেই ঘরে সোম বসে পেগীর জন্য অপেক্ষা করছিল। পেগী এলে দুজনে প্রাতরাশ করবে।

ঘরটি লম্বা। একখানি মাত্র টেবিল। সেটিকে ঘিরে প্রায় বিশ জনের আসন। টেবিলের উপর একতাল রুটি। দু'টি কি তিনটি পাত্রে অনেকখানি জ্যাম্। বোধ হয় হোটেলের নিজের তৈরি। মার্গারিনের মতো দেখ্‌তে খানিকটে সস্তা মাখনের অল্পই অবশিষ্ট আছে। কেননা ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এবং দেরি করে যারা উঠেছে তাদের খাওয়া চলেছে।

তাদের প্রত্যেকেই খেতে বস্‌বার আগে একবার সোমকে বলেছে, "খাওয়া হয়ে গেছে আপনার ?"

সোম বলেছে, "না।"

"আসুন, খেতে বসি।"

"ধন্যবাদ। আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি।"

প্রত্যেকের খাওয়া শেষ হয়ে যায়, আরেকবার সোমের সঙ্গে আলাপ জমাবার ছল খোঁজে। বলে, "দিনটা চমৎকার।"

সোম বলে, "চমৎকার।"

"এবারকার মতো ঈস্টার আর হয় নি।"

"শুন্‌তে পাই।"

"কোথা থেকে আস্‌ছেন ?"

"লণ্ডন থেকে।"

"ওঃ, লণ্ডন। তা হলে আমাদের ব্রিস্টলকে আপনার মনে ধর্‌বে না।"

কেউ বলে, "আমি আস্‌ছি কার্ডিফ্‌ থেকে।"

"কার্ডিফ? সে কত দূর?"

"এই তো, চ্যানেলের ওপারে।"

"ওয়েল্‌স্‌ দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

"দেখেন নি? দেখবার মতো। Wye Valleyর নাম শুনেছেন?"

"না।"

"সুন্দর।"

"কার্ডিফের কয়লার খনির কুলীদের ভারি দুর্দশা, না?"

"হবে না? ব্যাটারা গোঁয়ার। হিতবাক্য শুন্‌বে না। ওদেরই তো দোষ।"

"এ বিষয়ে একমত হতে পার্‌লুম না।"

ঘরের একাংশে কয়েকখানা গাইড্‌ বই ও ডাইরেক্টরি ছিল। সোম পাতা উল্টানোতে মন দিল। খুঁজে বের করতে হবে রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির শহরের কোন অঞ্চলে। জিজ্ঞাসাও কর্‌ল দু'একজনকে।

"বল্‌তে পারেন রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি কোনখানে?"

"কার বল্‌লেন?"

"রাজা রামমোহন রায়ের। একজন প্রসিদ্ধ ভারতীয়ের।"

(Shrug করে) "আমার তো জানা নেই। এই এণ্ড্রুজ, জানো একজন ইণ্ডিয়ান মহারাজার কবর এ শহরের কোনখানে?"

এণ্ড্রুজ্‌ জানে না। কিন্তু গোরস্থানগুলোর নাম কর্‌ল। আজ রবিবার, দু'টোর আগে কোনো গোরস্থানে ঢুক্‌তে দেবে না।

ইতিমধ্যে সোমের মন ওয়েল্‌স্‌-এর দিকে রওয়ানা হয়েছিল। কাল রাত্রে ব্রিস্টলের যতটুকু দেখেছে ততটুকু তাকে আকৃষ্ট করেনি। লণ্ডনেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভেবেছিল সমুদ্রের উপরে। তাও নয়। লণ্ডনের একটা খেলো

সংস্করণ। যে নাটক লণ্ডনে বহুদিন অভিনীত হয়ে আর চল্‌ল না সেই নাটক এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। পেগীকে নিয়ে কোনো একটা থিয়েটারে যেত, কিন্তু প্রোগ্রাম দেখে পা সরেনি।

পেগীর প্রবেশ।

(চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে) "গুড্ মর্ণিং, মিস্ স্কট।"

(সলজ্জে) "গুড্ মর্ণিং, মিস্টার সোম। আমার খুব দেরী হয়ে গেছে?"

"খুব না। মোটে দেড় ঘণ্টা।"

"মোটে দেড় ঘণ্টা? আমি ভেবেছিলুম আপনার মুখে শুন্‌ব দেড় শতাব্দী। নাঃ, আপনি poetও না, loverও না, ভুল ভেবেছিলুম।"

"যাক্, খাওয়া হয়েছে?"

"আপনার কী মনে হয়?"

"হয় নি। কিন্তু কেন?"

"সেটাও অনুমান করুন।"

"দিন্ তা হলে আপনার হাত। তাই দেখে বল্‌ব। (তা দেখে) হাতে লিখেছে আপনি পেগী স্কট্ নাম্নী একটি মহিলার আসার পথ চেয়ে বসে কড়ি-কাঠ গুন্‌ছিলেন।"

"শেষটুকু ভুল। ডাইরেক্টরি ঘাঁট্‌ছিলুম। তার মানে কাজ গুছিয়ে রাখ্‌ছিলুম।"

"সেই কথাই তো আমিও বলি। আপনি poetও না, loverও না, আপনি কাজের মানুষ। আমাদের মতো বিছানায় পড়ে পড়ে পাঁচ মিনিট পর পর ভাবেন না যে, থাক্, আর পাঁচ মিনিট পরে উঠ্‌ব।"

"পাঁচ মিনিট আগে উঠ্‌লে পাঁচ মিনিট আগে একজনকে দেখ্‌তে পাব এমন যদি ভেবে থাকি সে কি আমার অপরাধ?"

"তা হলে অন্তত দরজায় একটা টোকা মেরে জানিয়ে যেতে হয় যে হুজুর দেখ্‌তে চান।"

"মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে মানুষ তেড়ে মার্‌তে আসে। অন্তত আমি তেমন মানুষ।"

"না, না, আর দেরি নয়। আসুন, খেতে বসি। কই, এরা কি কেউ কফি তৈরী করে দিয়ে যাবে না? কে আছে?" (একজন কফি দিয়ে গেল।) "মিষ্টার সোমের আজকের প্রোগ্রাম কী?"

"আপনারটা আগে বলুন।"

"আমি মাসিমার বাড়ী যাচ্ছি! সেইখানেই থাক্‌ব আজ। কালকের ট্রেনে লণ্ডন।"

"আর আমি যাচ্ছি ওয়েল্‌স্। ব্রিস্টলে আমার মন টি঳ক্‌ছে না।"

"ও মা, তাই নাকি। আমি ভাব্‌ছিলুম কে আমাকে কাল ট্রেনে বসিয়ে দেবে।"

"ট্রেনে বসিয়ে দিতে কেউ হয়তো রাজি আছে, কিন্তু কার্ডিফ্‌ থেকে।"

"এত চুলো থাক্‌তে কার্ডিফ্‌? আমাদের কাজের মানুষটি কি কয়লার আড়ৎদার?"

"কয়লার কুলীদের দুরবস্থাটা একবার চাক্ষুষ দেখ্‌বার অভিপ্রায় আছে।"

"কুৎসিতের মধ্যে আপনাকে আমি যেতে দেব না। সে যে আমার দেশের কলঙ্ক।"

(চমৎকৃত হয়ে) "তাহলে সৌন্দর্যের মধ্যে নিয়ে চলুন। Wye Valleyতে?"

"আজকেই?"

"কাল তো আপনি লণ্ডনে চল্‌লেন?"

"তবু মাসিমা আট্‌কাবেন।"

"মাসিমার সঙ্গে দেখা নাই কর্‌লেন?"

"বটে! যে কারণে এতদূর এলুম সেইটেকে বিসর্জন দেব?"

"বলুন, 'যে অছিলায় এতদূর এলুম।'" (সোম মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল।)

"ভাব্ছেন আপনাকে ছাড়তে না পেরে এখানে এসেছি ?"

"কিম্বা আমি ছাড়্তে চাইনি বলে এখানে এসেছেন।"

"কী ধৃষ্টতা !"

"কী কপট কোপ !"

"বেশী চটাবেন না। সবটা মাখন খেয়ে শেষ করে ফেল্ব।"

"মোটা হবার ভয় নেই !"

"হলে তো বেঁচে যাই। 'ছাড়্তে চাইনে'—বলে কেউ পিসী মাসীর প্রতি কর্তব্য ভুলিয়ে দেয় না।"

"কিন্তু মোটা হতে আপনাকে আমি দেব না। সে আমার সৌন্দর্যবোধের উপর অত্যাচার ! অতএব দিন্ ওটুকু মাখন।"

*

পেগী তার মাসিমার সঙ্গে দেখা কর্তে যাচ্ছে। একলাটি যাবে ? মিস্টার সোম তাকে পৌঁছে দেবেন না ?

সোমের বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। পেগীর সঙ্গে তার পথে পরিচয়। মাসিমা যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের পেগীর সঙ্গে আপনার খুব বন্ধুতা, না ?" সোম কী বলে উত্তর কর্বে ? বল্বে, "দু'দিনের পরিচয়ে যতটা হয় তার বেশী নয় ?" কিন্তু সত্যি তার বেশী নয় ? সোম নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন কর্ল। হৃদয় উত্তর না করে লাজুক বধূর মতো থর থর করে কাঁপ্তে লাগ্ল।

কিম্বা ফুর্তি করে বল্বে, "এত বন্ধুতা যে সেই জোরে আপনাকে 'Auntie' বলে ডাক্তে ইচ্ছে কর্ছে।" কিন্তু ফুর্তির পরেই হৃদয় নিজ মূর্তি ধর্বে। হৃদয়ের কাঁপুনি এত উত্তাল হবে যে কানে বাজ্বে।

সোম বেঁকে বস্ল। ব্রিস্টলে তার থাক্তে রুচি নেই, সে বারোটার ট্রেনে কার্ডিফ্ যেতে চায়। পেগীর কাছে যদি পেগীর মাসিমা-ই হয় বড়, পেগীর বন্ধু কেউ না হয়—তবে পেগী একাই যাক্, একাই থাক্। আশা করা যায় মেসোমশাই ট্রেনে তুলে দিতে পার্বেন, দুই হাতে করে তুলে দেবেন, ছোট খুকীটি কি না।

"বলবেন, 'Nunkey dear, আমাকে ছ'হাতে তুলে ট্রেনে চাপিয়ে দাও না? আমি উঠ্‌তে গেলে পড়ে যাব যে। এমনি করে আব্দারের স্থরে বল্‌বেন।" (সোম স্থরের নমুনা দিল।)

"উপদেশটা মাঠে মারা গেল। আমার মাসিমা স্থতো কাটেন!"

"Spinster? তা হলে তো বোন-ঝি'টিকে পেলে লুফে নেবেন। ছেড়ে দেবেন না কালকের আগে। আমাকে খালি হাতে ফিরে আস্‌তে হবে হোটেলে।"

"একা থাক্‌তে পার্‌বেন না?"

"একা যদি থাক্‌তেই হয়, ব্রিস্টলে কেন?"

"বুঝেছি। পথে আরেকটি সঙ্গিনী পাবার আশা রাখেন।"

"একজন যুবকের পক্ষে কি সেটা অন্যায় আশা, মিস্ স্কট্?"

"অতি ন্যায়সঙ্গত আশা। কিন্তু আমাকে আপনি ভাব্‌বার কারণ দিয়েছিলেন যে আপনি সকলের মতো নন্।"

"কাঁদ্‌ছেন?"

"কই, না? হাস্‌ছিই তো।"

"তবে বুঝতে হবে হাসি ও কান্না একই জিনিস। অনুমতি দেন তো চোখ মুছে দিই।"

"ধন্যবাদ। অত গ্যালাণ্ট্‌পনা দেখাতে হবে না। বিদায়।" (পেগী যাবার জন্য পা বাড়াল।)

"বিদায়।"

(হঠাৎ সশব্দে হেসে) "আস্থন না আমার ট্যাক্সিতে? আপনাকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

"ধন্যবাদ, মিস্ স্কট। কিন্তু আমার ট্রেনের দেরি আছে। পায়ে হেঁটে শহর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাব।"

ট্যাক্সি চলে গেল। সোম ভগ্নহৃদয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। হাত-ব্যাগটি

নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে, যেদিকে দুই চোখ যায়। তারপর ট্যাক্সিতে করে স্টেশনে যাবে।

দু'দিনের সান্নিধ্য মিস্ স্কটের প্রতি তাকে আসক্ত করেছিল। মিস্ স্কট গেছে, কিন্তু আসক্তি থেকে গেছে। সোম বিছানায় শুয়ে পড়ে খানিকক্ষণ কাঁদবে ভাব্‌ছিল, যদি আসক্তিটা জল হয়ে কেটে যায়। স্মৃতির বোঝা বয়ে পথে চলা যায় না। পথিকের পক্ষে একটা হাত-ব্যাগই যথেষ্ট বোঝা।

কিন্তু বাসি বিছানায় শুতে তার প্রবৃত্তি হয় না। সে ব্যাগটা হাতে করে করিডর দিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, এমন সময় হোটেলওয়ালার মেয়ের সঙ্গে দেখা। তার হাতের উপর একটা টিয়া পাখী।

"আর ফিরে আস্‌ছেন না, মিস্টার ?

"না, মিস্।"

"আবার কখনো এলে এখানেই উঠ্‌বেন।"

"যদি কখনো আসি। কিন্তু 'যদি' কথাটা 'আসি' কথাটার থেকে অনেক অনেক বড়ো।"

"কখনো আস্‌বেন না ?"

"আপনার দেশ তো আমার দেশ নয়, মিস্। আমার দেশে ফিরে যেতে হবে না ?"

"আপনার মা-বাবা এদেশে নেই ?"

"দেশে দেশে আর সব পাওয়া যায়। টিয়া পাখী পর্যন্ত। কিন্তু মা-বাবা একটু দুষ্প্রাপ্য। না, মিস্ ?"

(সকৌতুক) "টিয়া পাখী আপনার দেশে পাওয়া যায় ?"

"ঝাঁকে ঝাঁকে। ক'টা চান্ ?"

"তা বলে আমার জিম্-এর মতো টিয়ে কখনো পাওয়া যাবে না। যা বলেছেন, একটু দুষ্প্রাপ্য। দেখুন, দেখুন, কেমন, দুষ্টু। কামড়াতে চায়। আমি ওর মা, আমাকেও কামড়াতে চায়। যেন ওর খাদ্য। লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।"

আগুন নিয়ে খেলা

সোম একটু আদর করল টিয়াটিকে। আদর করলে কামড়াতে আসে। সোম মনে মনে বল্‌ল, "মেয়ে মানুষের মতো।" মনে মনে হাস্‌ল। উপমাটা ঠিক্ হয়নি বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছে। মিস্ স্কট্‌কে শোনাতে পারলে গায়ের জ্বালা মিট্‌ত। কিন্তু মিস্ স্কট্ ঠিকানা দিয়ে যায় নি। এত বড় জগতে যাকে একদিন অকস্মাৎ পেয়েছিল আজ তাকে অকস্মাৎ হারিয়েছে। মিস স্কট্ যেন একটা স্বপ্ন।

"তাহলে বিদায়, মিস্।"

"বিদায়। কিন্তু আস্‌বেন, বুঝ্‌লেন? দেশে যাবার আগে একবার আস্‌বেন।"

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে'। সোম যখনি যেখানে গেছে সেখানে ভালোবেসেছে ভালো বাসিয়েছে। কত জনকে কথা দিয়েছে, "হাঁ, আসব বৈকি, আবার একদিন আস্‌ব।" কিন্তু পারে না যেতে। ওটা শুধু কথার কথা। উভয় পক্ষের সাময়িক সন্তোষের জন্য।

সোম ট্রাম পেল না। রবিবার সকাল বেলা ট্রাম-চলাচল বন্ধ থাকে ইংলণ্ডের সর্বত্র। পায়ে হেঁটে অলি-গলি ঘুরতে ঘুরতে একটা পার্কে গিয়ে পড়্‌ল। সেখানে পলিটিক্যাল বক্তৃতা শুন্‌ল। তারপর নদী দেখ্‌তে গেল। ছোট নদী। নাম Avon. কিন্তু শেকস্‌পীয়রের Avon নয়।

পরিশেষে স্টেশনে পৌছল।

কিন্‌ল কার্ডিফের টিকিট। ট্রেন প্লাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে। মিনিট পনেরো পরে ছাড়বে। সোম একটি জায়গা দখল করে হাত ব্যাগটি রাখল। প্লাট্‌ফর্মে নেমে পায়চারি করতে থাক্‌ল। রবিবারের কাগজ বিক্রী হচ্ছিল। খান দুয়েক কিন্‌ল। মিস্ স্কটের জন্য তার মন-কেমন-করা কমে এসেছে, মন উন্মুখ হয়েছে Severn নদী দেখতে। Severn নদীর তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগ্‌বে সোম তার হিসাব করছে। Severn নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানটা নদীর বহুগুণ চওড়া।

সোমের কামরায় কারা কখন জায়গা নিয়েছে সোম লক্ষ করেনি। সোম

খেয়ানে Severn Tunnelএর ছবি ও নয়নে রবিবাসরীয় পত্রিকার ছবি দেখ্‌ছিল। ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেত শুনে কাগজ থেকে চোখ না তুলেই কামরায় উঠে বস্‌ল। তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে Sunday Pictorialএ নিবিষ্ট রইল।

হঠাৎ ভূত দেখ্‌লে কেমন বোধ হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। সোম প্রথমটা কাঠ হয়ে গেল। তার হৃদয়স্পন্দন বন্ধ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত, দৃষ্টি পক্ষাহত। কয়েক মিনিট—কয়েক ঘণ্টা—কেটে গেলে পর লাফ দিয়ে দাঁড়াল। যেন স্প্রিং-যুক্ত কলের পুতুল। সাহস হচ্ছিল না, তবু দুই হাত দিয়ে পেগীকে স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করল, "মাফ কর্‌বেন আমাকে। আপনি কি পেগী স্কট্? না, আমার মতিভ্রম?"

কামরায় লোক ঠাসা। একটা কালো মানুষের কাণ্ড দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির। পেগী চট করে সোমের অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল। পরম বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, "হ্যালো! আপনি এখানে! আমার পাঁচ বছর পরে দেখতে পাওয়া বন্ধু মিস্টার সোম! এতক্ষণ চিন্‌তে পারিনি বলে মাফ কর্‌বেন তো?"

এই বলে পেগী তাকে হিড় হিড় করে টেনে কামরার বাইরে করিডরে নিয়ে গেল। সোম তখনো অপ্রকৃতিস্থ। পাঁচ বছর আগে সে তো ভারতবর্ষে ছিল।

পেগী বলল, "অন্যমনস্ক মানুষ ঢের দেখেছি, কিন্তু এমনটি এই প্রথম। ছি-ছি এক গাড়ী মানুষের সাম্‌নে কী রঙ্গই কর্‌লেন?"

"কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পার্‌ছিনে, মিস্ স্কট্—"

"মাসিমাকে মিথ্যে বলে পালিয়ে এসেছি। বলেছি, 'কার্ডিফে আমার ইয়ং ম্যানের সঙ্গে যাচ্ছিলুম, পথে পড়ল ব্রিস্টল, ভাবলুম আপন মাসিমার সঙ্গে দেখা না করে গেলে ঘোর অকৃতজ্ঞতা হবে।' মাসিমা বললেন, 'তবে তোকে আটকাব না, পেগ্। শেষকালে অভিশাপ দিবি। তোকে স্টেশনে দিয়ে আস্‌ব?' বললুম, 'ধন্যবাদ, মাসিমা। কিন্তু আজকালকার মেয়েরা chaperon দর্‌কার করে না। তাতে করে আমার ইয়ং ম্যানকে অ-পদস্থ করা হয়। যার যা কাজ।' মাসিমা খুব হাস্‌লেন। বল্‌লেন, 'তাকেও এখানে আন্‌লিনে কেন,

ছুঁড়ি !' আমি তার কী জবাব দিই বলুন ! আপনি কি আমার মুখ রেখেছেন ? বললুম, 'তারও এখানে একটি পিসীমা আছে' ।"

সোমের হাসি আর থামে না ।

এদিকে Severn নদীর সুড়ঙ্গও আর আসে না । সোম সে কথা ভুলে গেছ্‌ল । কিন্তু তার কামরায় যারা ছিল তারা ঐ পথ দিয়ে সকাল সকাল বাড়ী পৌছানোর জন্যে উৎকণ্ঠিত । ব্রিস্টল থেকে কার্ডিফে যাবার দুটো রেলরাস্তা । একটা সুরঙ্গ দিয়ে সংক্ষেপে, অন্যটা নদী যেখানে সঙ্কীর্ণ সেইখান অবধি গিয়ে সেতুর উপর দিয়ে ।

সোমরা যখন কামরায় ফিরে এল তখন তাদের আচরণ সম্বন্ধে কারুর মুখভাবে কোনো সন্দেহ বা কৌতূহল বা নিন্দা প্রকাশ পেল না । সকলে ভাব্‌ছে ট্রেনের আচরণের কথা । সে যে এমন করে দাগা দেবে কেউ প্রত্যাশা করেনি । তারা তাই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে তর্ক কর্‌ছে । সোম ও পেগী তর্কের আসরে ভিড়ে গেল । সুড়ঙ্গটা ফস্কে গেল বলে সোমের আফশোস সকলের আফশোসকে ছাড়িয়া যাচ্ছিল । অন্যদের আফশোস তো এই যে অন্যেরা যথাসময়ে মধ্যাহ্নভোজন কর্‌তে পাবে না । একটি মেয়ে প্রত্যেকের কাছে একবার করে দুঃখ জানাচ্ছিল এই রকম যে, সুড়ঙ্গের ওপারের স্টেশনে তাকে নেবার জন্যে একজন (অর্থাৎ তার ইয়ং ম্যান্‌) এসে নিরাশ হবে । আর এই যে ট্রেনটা এটাও ঘুরে ফিরে সেই স্টেশন দিয়েই কার্ডিফ যাবে । একেবারে ওদিক মাড়াবে না এমন নয় । কিন্তু অন্তত একটি ঘণ্টা দেরি কর্‌বে ! কী জানি !

সোমের সঙ্গে এক টেকো বুড়োর গল্প চল্‌ছিল । বুড়ো, তার বুড়ী ও বন্ধুরা মিলে জ্যামেকা বেড়াতে গেছ্‌ল । এই ফির্‌ছে । সঙ্গে বিস্তর তোড়জোড় । ওরা শুধু হেঁটে বেড়ায়নি, সে তাদের গল্‌ফ্‌ খেলার বহুল উপকরণ দেখে অনুমান করা যায় ।

এও তো ইণ্ডিজ্‌, সেও তো ইণ্ডিয়া, তবে জ্যামেকার সঙ্গে ভারতবর্ষের তফাৎ কী ! টেকোর প্রশ্নটা হল এই ভাবের । সোম থতমত খেয়ে বলল, "তাই তো ।"

সোম ভেবে বল্‌ল, "ভারতবর্ষে আম হয়।"

টেকো বাঁধানো দাঁত বের করে বল্‌ল, "জ্যামেকাতেও আম হয়। আমরা খেয়ে এসেছি, না ডরোথী?"

স্ত্রী বল্‌লেন, "সঙ্গে করেও কিছু এনেছি।"

*

কার্ডিফে নেমে সোম ও পেগীর প্রথম ভাবনা হলো এই অবেলায় কোনো রেস্তোরাঁতে পেট ভরে খেতে পাওয়া যাবে কি যাবে না। কিন্তু পাওয়া গেল। স্টেশনের কাছেই রেস্তোরাঁ। ক্ষুধার পরিমাণ অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ স্থির করে ওয়েট্রেস্‌কে বলল, "জল্‌দি করো।"

গল্প কর্‌বার মতো শক্তি দু'জনের কারুর ছিল না। দু'জনে দু'জনের কথা ভাব্‌ছিল। আর মুচকে মুচকে হাস্‌ছিল। কেই বা ভেবেছিল আবার তারা এক সঙ্গে খেতে বসবে? পরস্পরের সান্নিধ্য পাবে? পরস্পরের সাক্ষাৎ পাবে? কেউ কারুর ঠিকানা জান্‌ত না। ধরো যদি বারোটার গাড়ীতে সোম না আস্‌ত, আস্‌ত আগে কিম্বা পরে, তবে পেগী কি কোনো দিন তার দিশে পেত? সম্ভবত কোনো ভারতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌ত, "মিস্টার সোমকে চেনেন?" কিন্তু ভারতীয় কি লণ্ডনে দশটি বিশটি আছে? আর মিস্টার সোম যে দশ বিশ জন নেই তারই বা কোন স্থিরতা? সোমের খ্রীস্টান নাম'টা পর্যন্ত পেগীর জানা নেই। পেগী হয় তো বুদ্ধি খাটিয়ে 'টাইমস্‌' সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিত: Shome, Meet me at Piccadilly Circus on Saturday at 1-30—Peggy. কিন্তু সে বিজ্ঞাপন হয় তো সোমের চোখ এড়িয়ে যেত। আর পেগী যে 'টাইমস্‌' কাগজে বিজ্ঞাপন দিত এমন সম্ভাবনা অল্প। পেগীর প্রিয় কাগজ, 'ডেলী মিরার'। ওখানা সোমের চোখে পড়ে না। তবু সোম হয়তো মাস খানেক 'ডেলি মিরার'-এর প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপন অধ্যয়ন করত।

পরিতোষপূর্বক আহার সমাপন করে দু'জনে চলল কার্ডিফ দেখ্‌তে। পরিষ্কার তক্‌তকে শহর। ব্রিস্টলের চাইতে সুখদৃশ্য।

সোম বলল, "কই, কুৎসিত নয় তো ?"

পেগী বলল, "যেদিকটা গরীব লোকেরা থাকে সেদিকটা কুৎসিত। কিন্তু সেদিকটা আপনি দেখ্‌তে পাবেন না।"

এই বলে পেগী তাকে পেনার্থ্‌ নামক উপকণ্ঠে যাবার বাস্‌-এ তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বস্‌ল।

পেনার্থ সমুদ্রের উপকূলে। তার অনতিদূরে বনানী। দিনটিও সেদিন ছিল রৌদ্রময়ী। সোম মুগ্ধ হয়ে গেল! বলল, "আমার যদি দেদার টাকা থাকৃত আমি সমুদ্রের থেকে ত্রিশ হাত দূরে ওরি একটা হোটেলে সাত দিন থাকৃতুম। কিন্তু যা আছে তাতে দুশো হাত দূরের একটা বোর্ডিং হাউসেও কুলাবে না। অতএব আমরা আজ রাত্রিটা পেনার্থে্‌ কাটালুম না, মিস্‌ স্কট।"

পেনার্থ্‌ ত্যাগ কর্‌তে তাদের পা সর্‌ছিল না। কার্ডিফে ফিরে এল। সেখানে পেগী বলল, "ভালো কথা। মাসিমা বল্‌ছিল, 'তোর ইয়ং ম্যানকে বলিস্‌ পর্থকওল যেতে।' কার্ডিফ থেকে বেশী দূর নয়। ছোট গ্রাম, কিন্তু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।"

সোম বলল, "তাই চলুন। হয়তো অল্প খরচে সমুদ্রের ধারে বাসা পাব।"

পর্থকওল-এর বাস্‌-এর অপেক্ষায় আছে এমন সময় চিরকুটপরা একটি রোগা মানুষ তাদের সাম্‌নে হাত পাত্‌ল। "একটি পেনী দিন্‌।"

পেগী বলল, "ভাগ। নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। ভিক্ষা করিস্‌ কেন ?"

"রাত্রে মাথা গুঁজ্‌বার আশ্রয় চাই যে।"

"খেটে খাস্‌নে কেন ?"

"হা হা হা। তার উপায় কি আপনারা রেখেছেন ? কাজও দেবেন না ভাতও দেবেন না, দিতে পারেন কেবল পুলিশে।"

সোম বলল, "তুমি খনির কুলি ?"

"আমি খনির কুলি !"

পেগী বলল, "দেশের শত্রু।"

"কারা শত্রু তা বোঝা গেছে।"

সোম তাকে দু'জনের হয়ে দু'টো পেনী দিয়ে বলল, "তোমরা তো দেশের লোকের কাছ থেকে অনেক দান পাচ্ছ, তবু রাত্রে শোবার জায়গা পাও না?"

"পেলে ভিক্ষা করি সাধে?"

"কাগজে তো লিখ্ছে—"

"কাগজওয়ালারা আমাদের শত্রু।"

পেগী বলল, "যা, যা, বাজে বকিস্‌নে। দেশশুদ্ধ তোদের শত্রু!"

"বিশ্বাস কর্‌ছেন না। আমি অবিবাহিত বলে দানের অংশ আমাকে নামমাত্র দেয়!"

"তাই বল্। কিন্তু সবাইকে শত্রু ঠাওরাসনে।"

লোকটা চলে গেলে সোম বলল, "লোকটা কী তেজস্বী!"

পেগী বল্‌ল, "আমার দেশের সবাই তেজস্বী। তাই আমাদের ঘরোয়া বিবাদ গেল না। দেখ না ওরা বাড়াবাড়ি করে কী ক্ষতিটাই করাল। অবশ্য আমি খনির মালিকদেরও ক্ষমা করিনে। দু'পক্ষই দেশের শত্রুতা করেছে।"

পর্থ্‌কওলএর বাস্ যখন এল তখন ছ'টা বেজে গেছে। অল্পক্ষণ পরে গোধূলির আলোটুকুও রইল না। অন্ধকারে বাস্ চল্‌তে লাগ্‌ল ছোট ছোট গ্রাম ছাড়িয়ে। পেগী ও সোম খুব কাছাকাছি বসেছিল হাতে হাত রেখে। তারা আজ উভয়ে উভয়ের জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছে, বিচ্ছেদের দুঃখ। বিচ্ছেদের পরে মিলিত হয়ে অনেক সুখও পেয়েছে। সুখ দুঃখের অতীত একটি সহজ প্রাপ্তির ভাব তাদের বিভোর করেছিল। তারা সঙ্গী ও সঙ্গিনী। এই সম্পর্কটি অন্য কোনো সম্পর্কের মতো ধরাবাঁধা নয়। পরস্পরের কাছে তাদের কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। প্রেমের মধ্যে দায় আছে—দেবার ও পাবার তাড়না। যারা ভালবাসে তারা পরস্পরের অধীন। একেবারে ক্রীতদাস। বন্ধুতাও প্রেমধর্মী। সেও এক প্রকার বাঁধন। কিন্তু সাথীত্ব জিনিষটির মধ্যে মুক্তি আছে। ও যেন পদ্মপত্রের সঙ্গে বারিবিন্দুর সম্পর্ক। কিংবা তৃণের সঙ্গে শিশিরবিন্দুর।

আগুন নিয়ে খেলা

কাল আমরা লণ্ডন ফিরব। সেখানে কেউ কারুর কথা ভুলেও ভাবব না, কেউ কারুর নাম মনেও আন্‌ব না। আমাদের নিজের নিজের কাজ আছে, দল আছে। আর লণ্ডন শহরটাও একটা গোলকধাঁধা। কে কোন পাড়ায় থাকে ছ'মাসে একবার খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। আমি গেলুম তোমাকে দেখতে Crouch Endএ, তুমি গেছ আর কাউকে দেখ্‌তে Golders Greenএ। ফোন করলুম, চিঠি লিখ্‌লুম তবু তুমি জরুরি কারণে বাড়ী থাকলে না।

সেই জন্যে লণ্ডনের বাইরে যে দু'টি মানুষ একত্র হওয়া মাত্র এক হয়, লণ্ডনে ফিরে এলেই তারা আবার সেই একাকী। পৌনে এক কোটি লোকের মাঝখানেও একাকী। প্রত্যেকের দল আছে, কিন্তু একাকী একাকিনীর দল। কেউ কারুর সাথী নয়। লণ্ডনে প্রেম হয়, বন্ধুতা হয়, কিন্তু সাথীত্ব হয় না।

অন্ধকার সন্ধ্যায় নির্জন প্রান্তর দিয়ে বাস্‌ ছুটেছে। পেগী ও সোম দু'টি দূর দেশের পাখীর মতো আকাশের পথে পাশাপাশি ডানা চালাচ্ছে। কাল যখন সন্ধ্যা হবে তখন আজকের সন্ধ্যা জগতেও থাক্‌বে না স্মরণেও থাক্‌বে না। সোম হয় তো পেগীর সাথীত্বের লোভে লণ্ডনে ফির্‌বে, কিম্বা আরো পশ্চিমে যাবে —এক ধাক্কায় আয়ারলণ্ড্‌টাও কাবার করে আস্‌বে। আবার যেন এত খরচ করে ওয়েল্‌স্‌ দিয়ে আয়ারলণ্ডে না যেতে হয়। ইকনমি বলে একটা কথা আছে তো।

বাস্‌ যখন পর্থ্‌কওলে থাম্‌ল তখন আটটা বেজে গেছে।

পেগী ও সোমের সাথীত্বের ঘোর কাট্‌ল। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল। হঠাৎ এত আলো দু'জনের চোখ ঝল্‌সে দিল। দু'ঘণ্টা এক জায়গায় বসে তাদের পায়ে খিল ধরে গেছল। সোম পেগীকে ধরে নামাল।

পেগী বলল, "রোজ রোজ ভালো লাগে না, মিস্টার সোম।"

"কী ভালো লাগে না, মিস্‌ স্কট্‌?"

"যদি বলি আপনাকে ভালো লাগে না?"

"তবে বল্‌ব মিথ্যা বল্‌ছেন।"

"ইস্! কী অহঙ্কার!"

"কেন, আমি কি সুপুরুষ নই?"

"আলকাৎরার মতো কালো যে!"

"বলুন, ওথেলোর মতো।"

"ও মা, তা হলে যে আমার প্রাণটি যাবে!"

"আপনার প্রাণের উপর আমার লোভ নেই। আশ্বস্ত হতে পারেন।"

"তবে কিসের উপর?"

"এই ধরুন সাথীত্বের উপর। আপনি দু'বেলা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌বেন। এইটুকুতে ওথেলো খুশি।"

"কী অসাধারণ দাবী! চাকরের কাছেও এমন দাবী কর্‌লে সে জবাব দিয়ে নিষ্কৃতি পায়।"

"নিষ্কৃতির জন্যে আপনাকে অত কষ্টও কর্‌তে হয় না। ট্যাক্সি ডাকান, মাসীর বাড়ী হাঁকান্। চাকরও তো সাতদিনের নোটিশ না দিয়ে ভাগে না।"

"ভারি রাগ করেছেন, না?"

"রাগ কর্‌লে ঘরের ভাত বেশী করে খাব। আপনার তাতে লোকসান?"

"কী সাংঘাতিক লোক! ভেবেছিলুম আপনি সকালবেলার ঘটনা ভুলেও গেছেন, ক্ষমাও করেছেন। কিন্তু মনে মনে এত!"

সোম বলল, "যাক্, কী বলছিলেন, বলুন। রোজ রোজ কী ভালো লাগে না?"

"না মশাই, আর বল্‌ব না যে আপনাকে ভালো লাগে না। চার দিনের ছুটীতে বেরিয়েছি, একটু আনন্দ পেতে আর দিতে। কাউকে যদি রাগিয়ে তুলি তবে তো আমার ছুটীটা মাটি।"

"কী কর্‌বেন বলুন। আপনাদের ভাষায় 'অভিমান' কথাটার প্রতিশব্দ নেই! তাই বোঝাতেও পারব না আমার হৃদয়ভাব। সম্ভবত ইংরেজদের হৃদয়ে অভিমান

বলে কোনো ভাবই নেই। সেই জন্যে আপনারা অমন অবস্থায় 'cross' হন্, 'hurt' হন, আর কিছু হন্ না।"

পেগী একটা দমকা হাসি হেসে প্রসঙ্গটাকে উড়িয়ে দিল। বল্ল, "বল্‌ছিলুম রোজ রোজ রাতের বাসা খুঁজতে ভালো লাগে না, মিস্টার সোম।"

"তবে আর এ্যাড্‌ভেঞ্চার কী হল!"

"রোজ রোজ একই এ্যাড্‌ভেঞ্চার? ভালো লাগে না। আজ মাসীর বাড়ী থাক্‌লে পার্‌তুম।"

"তবে আর দেরী কর্‌ছেন কেন? মাসীর বাড়ী ফিরে যান। দু'টোর আগে পৌঁছতে পার্‌বেন।"

ঘুরে ফিরে আবার সেই প্রসঙ্গ। পেগী আরেকটা হাসি দিয়ে আবার তাকে উড়িয়ে দিল। তুলোর মত উড়ে যায়, উড়ে আসে।

পেগী বল্ল, "দিনান্তে একখানি নির্দিষ্ট বাসা, এক বাটি গরম স্যুপ্, একটি নরম বিছানা। এর বেশী কাম্য কী থাক্‌তে পারে মানুষের?"

"রাত জেগে নাচ্‌তে ভালো লাগে না?"

"না। মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি। নেচেছি সারা জীবন।"

"যেন কতকালের বুড়ী! বয়স তো উনিশ কি কুড়ি।"

"না, না, অত কম নয়, মশাই। ঠিক দুগ্ধ-পোষ্য নাবালিকা নই।"

সোম কৌতুকের স্বরে বলল, "মাচিমার কাছে চোবো। শুলেন না কেন মাসিমার কাছে ছোট একটি বিছানায়? সকাল থেকে 'tiny tot'টিকে মাসিমা ঠেলা-গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন।"

ওরা বাসা খুঁজবার আগে একবার সমুদ্রতীরটি দেখে নিল। দীর্ঘ নয়। গুটি কয়েক হোটেল। বাকী সব বোর্ডিং হাউস। রবিবারের রাত্রি—দোকানপাট বন্ধ। সকলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কিম্বা সিনেমায় গেছে। পর্থকওলের বাইরে থেকে অসংখ্য লোক এসেছে ছুটী কাটাতে।

পেগী ও সোম বোর্ডিং হাউসগুলিতে বেল টিপল। যেখানে যায় সেখানে ঐ

একই কথা। "তিল ধারণের স্থান নেই।"…"একটু আগেও একখানা ঘর ছিল" …"তিন দিন আগে থেকে প্রত্যেকটি ঘর বুক্ করা।"…"ও পাড়ায় ঘর থাক্তে পারে, একবার চেষ্টা করুন না?"

কোনো পাড়াতেই চেষ্টার ত্রুটি হল না! কিন্তু কোনোখানে এক রাত্রের আশ্রয় জুটল না। এদিকে ক্ষুধাও বেশ পেয়েছে। রেস্তোরাঁ খোলা থাক্‌লে তারা আগে খেয়ে নিত, পরে বাসা খুঁজ্‌ত।

"কী করা যায়, মিস্ স্কট?"

"কী করা যায়, মিস্টার সোম?"

"বিপদে একটা পরামর্শ দিতে পারেন না। কোনো কাজের নন্।"

"কাজের মানুষ যে আমি নই, আপনি।"

"আসুন তবে একটা হোটেলে ঢুকে সাপার খাই, তারপর সে হোটেলে না পোষায় অন্য হোটেলে জায়গা খুঁজব।"

কিন্তু সাড়ে ন'টা বেজে গেছ্‌ল। কোনো হোটেলে খাবার পাওয়া গেল না। কোথাও সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কোথাও বাইরের লোককে খাবার ঘরে ঢুক্‌তে দেয় না।

সোম বল্‌ল, "তা যদি হয় আমরা ভিতরের লোক হতে রাজি আছি। হোটেলে জায়গা খালি আছে?"

"খালি! স্নানের ঘরগুলো খালি ছিল, শোবার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। জায়গা!"

সোম বলল, "তবে আসুন, আমরা এদের সব চেয়ে যে বড় হোটেল সেই হোটেলে যাই। হয়তো জনপিছু এক পাউণ্ড্ চেয়ে বস্‌বে, তবু তাই দেব। একটি রাত সমুদ্রের নিকটতম হব।"

পেগী বলল, "রাজি।"

কিন্তু ও হরি! সেখানে আরো অনেক স্থানপ্রার্থী দাঁড়িয়ে। কেরাণী মেয়েটি বল্‌ছে, "এখনো ছত্রিশ জনকে জায়গা দিয়ে উঠতে পারা যায় নি। তাদের দাবী

সর্বাগ্রে। নাম লিখে নিতে আমার আপত্তি নেই, বলুন আপনাদের নাম।" সোম ও পেগী নাম লেখাল।

সোম বলল, "আমরা লণ্ডন থেকে এসে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি, মিস্। একটি রাতের মতো জায়গা—"

"সর্বনাশ! আজ রাতের মতো জায়গা!"

"হাঁ, তাই তো—"

"অনর্থক নাম লিখে নিলুম। আমি ভেবেছিলুম কালকের রাত্রের জন্যে স্থান প্রার্থনা কর্‌ছেন। আজ আর কিছু না হোক একশো জনকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এই তো একটু আগে এক দল লোক এ গ্রামে রাত কাটাবার জায়গা না পেয়ে ব্রিজেণ্ড্ চলে গেল। বোধ হয় ব্রিজেণ্ডের ট্রেন কিম্বা বাসও আর পাবেন না।"

"তবে কি আমরা না খেয়ে না শুয়ে সারারাত পায়চারি করে বেড়াব?"

"একটি কাজ করুন। থানায় গিয়ে পুলিসকে ধরুন। ওরা যা হয় একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পার্‌বে।"

সোম ও পেগী থানার সন্ধানে চলল। পা আর চল্‌তে চায় না। শূন্য উদরের উপর রাগ করে অসহযোগ কর্‌ছে।

থানা বলে চেনবার উপায় ছিল না। আধখানা বাড়ী। বাইরে একটা ল্যাম্প্‌পোস্ট বিহীন ল্যাম্প দেয়ালের গায়ে। সোম একটা দুয়ারে বেল্ টিপে ও ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেল না। অন্য দুয়ারটাতে সফল হল। এক উনবিংশ শতাব্দীর বুড়ী দরজা খুলে দিয়ে বলল, "কাকে চান?"

"পুলিশকে।"

বুড়ীর বিরক্তির কারণ ছিল। পুলিশের খোঁজে বুড়ীর ঘুম চটিয়ে দেওয়া বোধ হয় এই প্রথম নয়। প্রতিবেশিনী হিসাবে পুলিশের পিণ্ডি বুড়ীর ঘাড়ে, এইটে বোধ হয় পর্থ্‌কওলের প্রবাদ।

উষ্মার সঙ্গে বুড়ী বলল, "এ দরজা নয়, ও দরজা।"

"আমরা গেছলুম ওখানে। সাড়া পাইনি।"

"জঞ্জাল! বেল্‌টাও ওদের বে-মেরামত। ধাক্কা দিলে ওরা ভাবে কেউ আমার বাড়ী ধাক্কা দিচ্ছে। আচ্ছা আমি ভিতরে গিয়ে খবর দিচ্ছি।"

পুলিশের লোক সোমকে ও পেগীকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা কী লিখে নেবার জন্যে একজন কাগজ-কলম নিয়ে বস্‌ল। ওঃ, এই ব্যাপার? আচ্ছা আমাদের কর্তাকে ডেকে আন্‌ছি।

ইন্‌স্পেক্টার রসিক লোক। সোমকে দেখে বলল, "কোন দেশের লোক? Wandering Jew?"

"ইণ্ডিয়ান।"

"ঠিক, ইণ্ডিয়ানেরই মতো দেখ্‌তে। কিন্তু উনি? ওঁকে তো দেখতে ইণ্ডিয়ানের মতো নয়?"

পেগী বলল, "উনি রেড্‌ ইণ্ডিয়ান। আর আমি হোয়াইট্‌ ইণ্ডিয়ান।"

ইন্‌স্পেক্টার এর উত্তরে কী একটা রসিকতা কর্‌তে যাচ্ছিল, সোম বলল, "কাল করবেন। আমরা সাত ঘণ্টা খাইনি, এত হেঁটেছি যে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে। হয় আমাদের এইখানে খেতে দিন্‌, নয় কোথাও খাবার বন্দোবস্ত করে দিন আগে।"

ইন্‌স্পেক্টার লজ্জিত হয়ে বলল, "সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। ইণ্ডিয়ার মানুষ পর্থ্‌কওলে এসেছেন, সুখী হয়ে না ফেরেন তো কী বলেছি! অমৃতের মতো হাওয়া এখানকার। সমুদ্রতীরে গেছ্‌লেন?"

সোম বলল, "ক'বার করে বল্‌ব? এইমাত্র আপনার কন্‌স্টেব্‌ল্‌কে পর্থ্‌কওলের নাড়ী নক্ষত্রের খবর দিয়েছি।"

ইন্‌স্পেক্টার একজনকে ডেকে বলল, "জন।"

"স্যর।"

"তিনটে বোর্ডিং হাউসের নাম দিচ্ছি। আমার নাম করে জায়গা চাইবে। একটাতে না হয় আরেকটাতে। নামগুলো মনে থাক্‌বে তো?"

"নিশ্চয়ই, স্যর।"

জন্ সোমকে ও পেগীকে নিয়ে সমুদ্র সন্নিকটবর্তী তিন তিনটে বাড়ীতে গেল। কেউ বলে জায়গা হয় তো একজনের হবে, কিন্তু খাবার! কেউ বলে খাবার যৎসামান্য জোগাড় করা যায়, কিন্তু বিছানা!

জনের সঙ্গে ইতিমধ্যে সোমের আলাপ চলছিল। জন্ নাকি লণ্ডনে ট্রেনিং নিতে গেছ্‌ল। লণ্ডনকে তার ভালো লেগেছে। এখানে তার শরীর খুব ভালো থাক্‌ছে বটে, কিন্তু বড্ড খাটুনি। অনেকের সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছে।

জন বলল, "এসেছেন যখন পর্থ্‌কওলে, স্যর, তখন আপনাদের ফিরে যেতে দেব না। আমার একজনের সঙ্গে জানাশুনা আছে। কিন্তু মাইল খানেক দূরে।"

পেগী সোমের বাহুতে ভর দিয়ে সক্লেশে হাঁট্‌ছিল। সোমেরও শরীর ভেঙে পড়্‌ছিল। মাইল খানেক দূরে! সেখানে যদি না হয় তবে? হা ভগবান!

জন্ বলল, "সেখানে জায়গা থাক্‌বেই, স্যর। না থাক্‌লেও তারা যেমন করে হোক্ দেবেই। তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ খাতির।"

পেগী কথা বল্‌ছিল না। মহিলার সঙ্গে কথা বল্‌বার সাহসও ছিল না গ্রাম্য কন্‌স্টেব্‌লের।

একটা কাফে। গ্রামের সীমান্তদেশে তার অবস্থিতি। কাফেওয়ালীরা নিদ্রার আয়োজন কর্‌ছিল। অতিথি পেয়ে আহারের আয়োজনে লেগে গেল। জনকেও ছাড়ল না। জন যে তাদের ঘরের ছেলের মতো। পাশের ঘরে তাকে নিয়ে একজন খেতে বস্‌ল। অপর জন পেগী ও সোমকে রুটি ও ডিম পরিবেশন কর্‌ল। ফল তাদের কাফে সংলগ্ন দোকানে অপর্যাপ্ত ছিল। পরিশেষে কফি।

তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, বারোটা বাজে। ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আস্‌ছে। কাফেওয়ালীরা সোমকে ও পেগীকে নিয়ে সকলের উপরতলায় যে গ্যারেট্ সেই ঘরে ছেড়ে দিল।

পেগীর তখন খেয়াল ছিল না যে ঘরটাতে দুটো বিছানা এবং ঘরটা সোমেরও। কাফেওয়ালী যখন মোমবাতিটা ম্যাণ্টল্-পীসের উপর রেখে দিয়ে গুড্‌নাইট্ জানিয়ে চলে গেল তখন পেগী বলল, "আপনার ঘরে যাবেন না ?"

সোমও সেই কথা ভাব্‌ছিল। কন্‌স্টেবল্ কি দুটো ঘরের কথা বলেনি, না দুটো ঘর পাওয়া যায় নি ? কাফেওয়ালীকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। কাফেওয়ালী হয়তো ধরে নিয়েছে যে এরা স্বামী স্ত্রী। তা নইলে এমন এক সঙ্গে বেড়ায় ? চেহারা ও রং থেকে তো মনে হয় না যে ভাই বোন !

সোম বলল, "আমাকে তো আলাদা ঘর দেয় নি ?"

পেগী ধপ্ করে একটা বিছানায় বসে পড়ে বলল, "সর্বনাশ !" তার মুখে লজ্জা ভয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

সোম বলল, "যাব নীচে নেমে ? বল্‌ব আর একটা ঘর থাকে তো দিতে ?"

"থাক্‌লে ওরাই দিত। কেননা দুটো ঘর দিলে প্রায় ডবল লাভ করত।"

এই বলে পেগী দুই হাতে মুখ ঢেকে ভাবতে কি কাঁদতে কি হাস্‌তে লাগল তা সোম ঠাহর করতে পারল না। এমন সঙ্কটে সে কখনো পড়েনি। তার জীবনে নারী-ঘটিত সঙ্কট ঘটেছে অনেক। কখনো ট্রেনে কখনো সরাইতে কখনো তীর্থক্ষেত্রের ভিড়ে মধ্যে। কিন্তু তরুণী নারীর সঙ্গে এক ঘরে রাত্রিযাপন—তাও সম্ভোগের জন্যে নয়, যে জন্যে কলঙ্কভাগী হয়েও সুখ আছে।

ঢং ঢং করে বারটা বাজ্‌ল শুনে পেগীর ধ্যান ভাঙ্‌ল।

পেগী বল্‌ল, "আপনি তো একজন man of honour—কেমন ?"

সোম একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌ল, "নিশ্চয়।"

"তবে আবার ভয় কাকে ? কাফেওয়ালী যা খুশি ভাবুক, যা মুখে আসে রটাক্। আপনি তো অশ্রদ্ধা করবেন না, প্রচার করে বেড়াবেন না।"

"নিশ্চিন্ত হতে পারেন, মিস্ স্কট্! আপনি যে কে এবং কোথায় থাকেন কার কন্যা এবং কী করেন তাই এখনো জানলুম না।"

"হয়তো আমি পেগী স্কট্ই নই, এলিজাবেথ সিম্‌সন। কিম্বা জিনী জোন্‌স্।"

"ভগবান জানেন।"

"ভগবানকে ধন্যবাদ। মাসিমার ওখানে আপনাকে না নিয়ে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ বাঁচিয়েছি। না, না, অবিশ্বাস আপনাকে আমি করিনে, কিন্তু আপনিও তো পুরুষ। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য পুরুষেষু।"

পেগী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "লক্ষ্মীটি একবার ঘরের বাইরে যান্ যদি তো কাপড় ছেড়ে নিই। দেরী হবে না।"

সোম অভিমান পরিপাক কর্‌তে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ কর্‌ল। তার একটুও অভিরুচি ছিল না পেগীর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে। এত ঢং কেন? ন্যাকামির বেহদ্দ! সকাল বেলা যাকে নিজের ইয়ং ম্যান বলে প্রচার করেছে, যার জন্যে মাসিমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে এসেছে, যার হাতে হাত রেখে সমস্ত গ্রামটাকে সাত পাক দিয়েছে তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে এক ঘরে শুতে হচ্ছে— তাও বিভিন্ন বিছানায়। এই নিয়ে এত ফুটানি!

সোম যদি অন্য ঘর পেত নিশ্চয়ই পেগীর ঘরে ফির্‌ত না। পেগী সাধ্‌লেও না।

ভিতর থেকে পেগীর ডাক এল। সোম রাগ করে হু'তিন মিনিট বাইরেই পায়চারি কর্‌তে থাক্‌ল, ভিতরে গেল না। তখন পেগী দরজা খুলে মুখ বের করে সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, "মিস্টার সোম!"

সোম গাম্ভীর্যের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে বলল, "ইয়েস্?"

"আছেন তা হলে। আমি ভেবেছিলুম নীচে চলে গেছেন।"

"নীচে চলে গেলে নিষ্কণ্টক হন?"

"ছিঃ ছিঃ। দেখুন এসে, আপনার বিছানা কেমন নতুন করে পেতেছি।"

সোম চমৎকৃত হলো।

পেগী বল্‌ল, "এবার আপনাকে প্রাইভেসী দিয়ে আমি চললুম বাইরে। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারব না বলে যাচ্ছি। ক্লান্তিতে আমার পা দু'গাছা ভেঙে পড়ছে মিস্টার সোম!"

সোমের মনে ক্ষোভলেশ রইল না। সে পেগীকে ক্ষমা করল।

৪

আরো আগের দিন

সল্স্‌বেরীর একটা অতি প্রাচীন হোটেলের অতি আধুনিক ধরণে সাজানো খাবার ঘরে ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ পরিবেশিত হচ্ছিল। কোনো টেবিলই খালি নেই দেখে সোম অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আস্‌বে ভাব্‌ছে—একজন ওয়েটার এসে তাকে চাপা গলায় বলল, "আমার সঙ্গে আসুন, স্যর।"

ওয়েটার তাকে যেখানে নিয়ে বসতে দিলে সেখানে সে কাল রাত্রে বসে ডিনার খেয়েছিল, সেই সূত্রে জায়গাটা তার হয়ে গেছে। এবং তার সম্মুখের আসনটা মিস্ স্কটের। মিস্ স্কট তার আগেই এসেছেন, তাঁর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল।

সোমকে দেখে মিস্ স্কট্ খাবার-মুখে-থাকা অবস্থায় bow কর্‌লেন। সোমও bow করে কী কী খেতে চায় ওয়েটারকে ফরমাস কর্‌ল। ওয়েটার চলে গেল।

সোম বিনীতভাবে বল্‌ল, "কাল আপনাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি, মিস্ স্কট্।"

"কী কারণে, মিস্টার সোম? এমন কী অপরাধ করেছি যার দরুণ ধন্যবাদ আমার পাওনা?"—(কপট আতঙ্কের ভঙ্গীতে।)

"আপনি ভুল্‌তে পারেন, কিন্তু আমি কি ভুল্‌তে পারি কাল আপনি যে উপকার করেছেন?"

"বটে?"—মিস্ স্কট্ মুচ্‌কি হেসে রুটির অঙ্গে মার্মালেড্‌ মাখাতে লাগ্‌লেন।

সোমেরও পরিজ এসে গেছ্‌ল। কিছুক্ষণ সোম নীরব রইল। মিস্ স্কটের খাদ্য শেষ হয়েছিল, পানীয় ঈষৎ বাকী ছিল। তিনি কথা বল্‌বার সুযোগ পেয়ে বল্‌লেন, "ঘর পছন্দ হয়েছে?"

(খেতে খেতে) "হুঁ।"

"তা হলে এইখানেই কিছুদিন থেকে যাবেন ?"

"উহুঁ।"

"উহুঁ ? তবে ঘর পছন্দ হয় নি ?"

"হুঁ।"

"ছিঃ ছিঃ, আমি কি অভদ্র ! আপনার খাওয়াতে বাধা দিচ্ছি।"

কথা বল্‌বার সুযোগ পাবার জন্যে সোম এক নিঃশ্বাসে খাওয়া শেষ করল। প্লেট্ থেকে হাত তুলে নিয়ে ও হাত থেকে চামচ নামিয়ে গলা পরিষ্কার করে বল্‌ল, "না, না, না। বাধা আপনি দিতে যাবেন কেন ? দিচ্ছিল ঐ পরিজটা। ওকে পরাস্ত করে উদরালয়ে পাঠিয়েছি। এখন আমি শত্রুশূন্য।"

ঠিক্ এমনি সময়ে ওয়েটার আরেক শত্রুকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ করল নিজে সারথি হয়ে। মিস্ স্কট্ মুচ্‌কি হাসি হাস্‌লেন। সোম অপদস্থের কাষ্ঠ হাসি।

নিজের খাওয়া শেষ হলেও মিস্ স্কট্ উঠে গেলেন না। সোমের খাতিরে অপেক্ষা কর্‌তে থাক্‌লেন। সোম অনুযোগ জানিয়ে বলল, "আমার মত কুঁড়ে মানুষ কতক্ষণে উঠ্‌বে তার ঠিক নেই। মিথ্যে কেন একটা ঘণ্টা নষ্ট কর্‌বেন ?"

মিস্ স্কট্ এর উত্তরে বললেন, "যেমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খাচ্ছেন এক ঘণ্টা বসে থাক্‌লে আপনি কড়ি-বরগাও বাকী রাখ্‌বেন না। আমি পাহারা বসলুম।"

"কিন্তু যে মানুষ কড়ি-বরগা খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে যায় সে সাম্‌নের মানুষকেও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। পাহারাওয়ালা, হুঁশিয়ার !"

মিস্ স্কট্ তাঁর নীল নয়নের কটাক্ষ হেনে বললেন, "ক্যানিবাল্‌রাও নারীমাংস খায় না শুনেছি, ওরাও শিভ্যাল্‌রী বোঝে।"

সোম বলল, "কিন্তু একালের নারী যে শিভ্যাল্‌রীর অযোগ্যা। ট্রেনে ট্রামে বাস্-এ নারীকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেও পুরুষ জায়গা ছাড়ে না, খবরের কাগজের উপর চোখ ফিরিয়ে নেয়।" (মিস্ স্কটের আরক্ত মুখ লক্ষ করে) "বরঞ্চ বল্‌তে পারা যায় নারীরা শিভ্যাল্‌রী দেখায় পুরুষদের জন্যে ট্রেনের দরজা খোলা রেখে, হোটেলে জায়গা জোগাড় করে দিয়ে।"

মিস্ স্কট্ বললেন, "নিন্, ওটুকু খেয়ে নিন্। তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই। আমি পালাব না।" (তাঁর মুখভাবে প্রসন্ন মমতা।)

দু'জনে লাউঞ্জে গিয়ে বস্‌ল। ঘরটার অস্থিকঙ্কাল পুরোনো কোন্ যুগের। রক্তমাংস আধুনিক। আরো অনেকে জটলা কর্‌ছিলেন, কিম্বা চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজে মন দিয়েছিলেন, কিম্বা চশমা চোখে দিয়ে পঞ্চাশবার সেলাই করা অকেজো মোজাকে অন্যমনস্ক হয়ে রিফু কর্‌ছিলেন।

সোম সিগ্রেট্ কেস্‌টা মিস্ স্কটের সাম্‌নে ধরে নীরব অনুরোধ জানাল। মিস্ স্কট্ মৃদু হেসে একটি নিলেন। বললেন, "আগেকার যুগে পুরুষরা স্মোক্ কর্‌বার আগে নারীদের অনুমতি ভিক্ষা করতেন। এখন নারীদের ঘুষ দেন।"

"যাই বলুন, ঘুষ খেতে মিষ্টি লাগে।"

"খাওয়াতেও।"

"সকলকে না। তেমন তেমন নারীকে।"

"খাওয়াবেন তো একটা আধ পেনী দামের সিগ্রেট্। তাও তেমন তেমন নারীকে? আমি হলে charwomanকে ডেকে এক প্যাকেট সিগ্রেট্ এবং এক বাক্স দেশলাই উপহার দিতুম।"

সোম কপট ধিক্কার দিয়ে বলল, "মিস্ স্কট্! Charwoman কাকে বল্‌ছেন? Charlady! সেও আপনাকে এক প্যাকেট সিগ্রেট্ উপহার দেবার স্পর্দ্ধা রাখে।"

"ও হো হো। ভুল হয়ে গেছ্‌ল। Charlady! শুন্‌বেন একটা গল্প? এক ভদ্রমহিলার বাড়ী এক washer-woman কাপড় নিতে গেছে। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বল্‌ছে, 'Maid! maid! house assistant! Is that woman at home? It is the washer-lady calling'."

সোম হাস্‌তে লাগ্‌ল। সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে বলল, "এ গল্পটা শুনে আরেকটা গল্প মনে পড়্‌ল। বিশ্ববিখ্যাত নর্ত্তকী পাভ্‌লোভা নিউ ইয়র্কের কোনো হোটেলে উঠেছেন, খাবার ঘরে খেতে বসেছেন। তাঁর একটু দূরে তাঁর

অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টার—কী নাম ? মনে পড়্ছে না, ধরে নিন্ Stier—ওয়েটারের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন, ওয়েটার আসেই না। বেশ একটু দেরি করে সেজে গুজে এল, এসে বলল, 'হ্যালো, ম্যান্, কী দিতে হবে তোমাকে ?' Stier লোকটা অস্ট্রিয়ান, ইউরোপের সব চেয়ে কেতাদুরস্ত দেশের লোক। অবশ্য এখন অস্ট্রিয়া সোশ্যালিস্ট্ হয়েছে। তখন অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌রা ইউরোপের অভিজাত-তম।"

মিস্ স্কট্ বাধা দিয়ে বললেন, "আমাদের রাজাদের চেয়ে !—"

সোম অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আহা, এমন করে বাধা দিলে গল্প এগোবে কেন ?"

মিস্ স্কট্ আবার বাধা দিয়ে বললেন, "আর এগিয়ে কাজ নেই। অত লম্বা গল্প কে শুন্‌তে চায় ?"

গল্পটা সোমের পেটে গজ্‌গজ্ কর্‌ছিল। মিস্ স্কট্‌কে শোনাবেই। পুনরায় আরম্ভ কর্‌ল, "তা, Stier তো হতভম্ব। কোথায় তাঁকে 'স্যর' বলে সম্বোধন কর্‌বে ও বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বে—"

মিস্ স্কট্ বললেন, "আপনি আজ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন ?"

"আপনাকে তো আমি কথা দিইনি অমুক সময় আপনার সঙ্গে ব্রেক্‌ফাস্ট খাব ?"

"তা হলে Stierকেও সেই ওয়েটার কথা দেয় নি যে অমুক সময়ে ব্রেক্‌ফাস্ট্ খাওয়াবে।"

"আহা, অমন কর্‌লে গল্পটা মাঠে মারা যাবে, মিস্ স্কট্। শুনুন শেষ পর্যন্ত। মজার কথা আছে শেষের দিকে।"

মিস্ স্কট্ চোখ বুঁজে হাত পা অসাড় করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। যেন প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

সোম বলল, "আমি কি আপনার উপর অপারেশন কর্‌তে চাইছি ?

"আমার তন্ময় ভাব নষ্ট কর্‌বেন না, মিস্টার সোম। গল্পটা একদৌড়ে বলে যান্।"

"ওয়েটার তার কার্ড্খানা Stier-এর হাতে দিয়ে বলল, 'আমার নাম জেরেমায়া ওয়াশিংটন স্মিথ্। যখন আমাকে দরকার হবে তখন কারুর হাতে এই কার্ড্টা পাঠিয়ে দিলে আবার আমি আস্‌ব'।"

মিস্ স্কট্ সকৌতূহলে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যি ?"

"সত্যি। কিন্তু কার্ডের উপরকার নামটা আমার ঠিক্ মনে নেই। বানিয়ে বললুম।"

মিস্ স্কট্ আবার চোখ বুঁজ্‌লেন।

"যাবার সময় ওয়েটার বাবাজী পাভ্‌লোভার দিকে আঙুল উঠিয়ে বলল, 'ঐ womanটাকে এতগুলো মানুষ ঘিরে বসেছে। Womanটা কেউ হবে টবে' ?"

মিস্ স্কট্ লাফ দিয়ে উঠে বস্‌লেন।

সোম বলল, "Stier নিজের অপমান সইতে পারেন, কিন্তু মনিবের অপমান ! বিশেষত তিনি যখন মহিলা, রাণীর মত সম্মানে অভ্যস্তা ! তারপর—"

মিস্ স্কট্ এবার দাঁড়িয়ে বললেন, "তারপর যা হল তা কাল শুন্‌ব, মিস্টার সোম। আপনি তো এখানে কাল পর্যন্ত থাক্‌ছেন।"

সোম চেয়ার ছেড়ে বলল, "কে বলল, মিস্ স্কট্ ? আমি আজকেই ব্রিস্টল যাচ্ছি।"

"ওমা, তখন যে বললেন থাক্‌ছেন।"

"বলেই যদি থাকি, তাই শেষ কথা নয়। এখানে আমার ভালো লাগ্‌ছে না। বড় বেশী মানুষ এ বাড়ীতে।"

"ঈস্টারের সময় কোন্‌খানেই বা কম ?"

"তবু ব্রিস্টল আমি যাব। ওখানে আমার দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের সমাধি আছে।"

"তিন দিন পরে গেলেও তো থাক্‌বে।"

"তিন দিন কার খাতিরে এখানে কাটাব ? আপনার ?"

"বেশ্ ! আমার। আমার কি একটা কৃতজ্ঞতার দাবী নেই ভাব্‌ছেন ?"

সোম পুলকিত হলো।

মিস্ স্কট্ সোমের পুলক অনুমান করে কথাটাকে ঘুরিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গিনীর ঘরটা সঙ্গিনীর অনুপস্থিতি হেতু আপনি পেয়েছেন। আপনি ছেড়ে দিলে ভাড়াটা আমার সঙ্গিনীর ঘাড়ে পড়্‌বে। কাজেই আমার স্বার্থ হচ্ছে আপনাকে আট্‌কানো।"

"এতই সঙ্গিনীর প্রতি দরদ ?"

"দরদটা কি অস্বাভাবিক ?"

"তবু সবটা দরদ সঙ্গিনীটির পাওনা নয়। তিনি অনুপস্থিত যখন হয়েছেন জেনে শুনে, ভাড়াও দিতে প্রস্তুত আছেন। আর আমি বেচারা এক রাত্রি তাঁর স্থানে officiate করেছি বলে আরো তিন রাত্রি কর্‌তে বাধ্য হব ?"

"সে কি আপনার কম সৌভাগ্য ?"

"তবে সৌভাগ্যটাকে আরো অপ্রত্যাশিত করুন। আসুন আমার সঙ্গিনী হয়ে ব্রিস্টলে।"

"ব্রিস্টলে আমার এক মাসিমা থাকেন। সে কথা জানা আছে মশাইয়ের ?"

"মাসিমা তো বাঘ ভালুক নয়।"

"সেই জাতীয়। ছুটীটা মাটি কর্‌তে চাইনে, মিস্টার সোম।"

মিস্ স্কট্ চলে যাচ্ছিলেন! সোম বলল, "মাসিমার বাড়ী ফাঁসি যেতে কে আপনাকে বল্‌ছে মিস্ স্কট্ ? ছোটখাট হোটেল কি ব্রিস্টলে নেই ?"

মিস্ স্কট্ উত্যক্ত হয়ে বললেন, "পার্‌ব না আপনার সঙ্গে তর্ক করে। ব্রিস্টলের ট্রেন ও-বেলা ধরলেও চল্‌বে। এখন কি আমার সঙ্গে বেরবেন দয়া করে, না, এই ঘরে বসে সবাইকে নিউ ইয়র্কের গল্প শোনাবেন ? বাড়ী কোথায় আপনার ? নিউ ইয়র্কে ?"

"ইণ্ডিয়ায়।"

"তা হলে নিগার নন্ ?"

"নিগার না হই, নিগারেরই মতো রঙীন। দেখে ঘৃণা হয় ?"

"কখনো না, বরঞ্চ শ্রদ্ধা হয়।"

"হবেই তো। সূর্যদেব কত যত্নে আমার দেহের চামড়া ট্যান্ করেছেন, আমি যেন মূর্তিমান সূর্যালোক। লোকে আমাদের বুদ্ধি-বিদ্যার নিন্দা যত খুশি করুক, সভ্যতার অভাব দেখাক, কিন্তু চামড়ার অগৌরব রটায় কেন বলুন তো?"

মিস্ স্কট্ হেসে বললেন, "লোকগুলো হিংসুটে। আপনাদের বর্ণাঢ্যতা দেখে ওদের গাত্রদাহ হয়।"

"লাঙ্গুলহীন শৃগাল। নিজেরা শীত বরফের দেশে বাস করে বর্ণসম্পদ খুইয়েছেন। যাদের আছে তাদের বলেন কি না রঙীন মানুষ। গৌরবের কথা নয়, যেন কত বড় একটা তামাসার কথা!"

দু'জনেই হাস্তে লাগ্ল। সোম জান্ত কালো রঙের প্রতি সাদা মেয়ের সহজ পক্ষপাত। কিন্তু সমাজের চাপে এই পক্ষপাত বিরূপভাবে পরিণত হয়ে থাকে। মিস্ স্কটের সহজ পক্ষপাতকে পাছে সল্স্বেরীর এই হোটেলের গণ্যমান্যদের সমাজ বিকৃত করে দেয়, পাছে মিস্ স্কট্ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্তে গিয়ে চোখে চোখে উপহসিত হন, সেই জন্যে সোম তাঁকে নিয়ে ব্রিস্টলের মতো বৃহৎ শহরের জনতায় অলক্ষিত ভাবে ফিরতে ও নির্জন বোর্ডিং হাউসে অনিন্দিত ভাবে থাক্তে চায়।

*

সল্স্বেরীর ক্যাথিড্রাল কুতবমিনারের সমসাময়িক। ইংলণ্ডের বৃহত্তম ক্যাথিড্রালদের অন্যতম। তার nave, তার choir, তার aisles ইত্যাদি পরিদর্শন কর্বার সময় মিস্ স্কটের উচ্ছ্বাস উদ্দাম হয়ে ওঠে—তাঁর স্বদেশের কীর্তি! কালের শাসনকে তুচ্ছ করে এসেছে সাত শত বছর!

সোমও নীরব হয়ে ভাবে। ইংলণ্ড দেশটা ভারতবর্ষকে পেয়ে হঠাৎ বড় মানুষ হয়নি। তিনশো বছর আগে তার শেক্স্পীয়ার ছিল, সাত শো বছর

আগে তার সল্‌স্‌বেরী ও লিংকন ক্যাথিড্রাল ছিল। ভারতবর্ষকে পাবার আগে সে পাবার যোগ্য হয়েছে।

সোম কাব্য করে বলল, "মিস্ স্কট্, সল্‌স্‌বেরীর নির্মাতারা যে সময় ক্যাথিড্রালের ভিত্তিপাত কর্‌ছিল নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই সময় সাম্রাজ্যেরও ভিত্তিপাত কর্‌ছিল। যারা ক্যাথিড্রাল গড়্‌তে সুরু করে তারা সাম্রাজ্য না গড়ে শেষ করে না।"

কথাটা বলে ফেলেই সোম মনে মনে ভ্রম স্বীকার কর্‌ল। ক্যাথিড্রাল বেল্‌জিয়মও গড়েছে, কই তার সাম্রাজ্য ?

মিস্ স্কট্ বললেন, "একশো বার। আমাদের সাম্রাজ্য কি একদিনের সৃষ্টি! এই সব নাম-না জানা স্থপতি তার পরিকল্পনা আমাদের জাতীয় মনের মধ্যে রোপণ করেছিল, সন্দেহ নেই। বৃহৎ কীর্তির অভিলাষ আমরা চিরকাল মনে রেখে এসেছি, মিস্টার সোম।"

মিস্ স্কটকে ব্যথা দেবার ইচ্ছা ছিল না সোমের। নতুবা জ্ঞাপন কর্‌ত যে বৌদ্ধ যুগের স্তূপ, হিন্দু যুগের মন্দির ও মুসলমান যুগের মস্‌জিদ ভারতবর্ষের অলিতে গলিতে আছে, এবং তাদের মধ্যে অন্তত হাজারটা সল্‌স্‌বেরীর ক্যাথিড্রালকে আকারে ও সৌন্দর্যে লজ্জা দিতে পারে। সোমকে মুগ্ধ কর্‌ছিল ইংরেজের স্বদেশপ্রীতি। ভারতবর্ষের লোক দিল্লীর মস্‌জিদে দাঁড়িয়ে সম্প্রদায়কে স্মরণ করে, কালিদাস বাঙালী কিনা তারই গবেষণায় জীবন ক্ষয় করে। ছোট ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মানুষগুলো খর্বকায় বামন হয়ে কুঁড়ে ঘরে বাসা বেঁধেছে। কীর্তিও হয়েছে সেই অনুপাতে ক্ষীণ।

সোম বলল, "আসুন মিস্ স্কট্, বেশীক্ষণ দেখ্‌লে শুন্‌লে ক্যাথিড্রালের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাবেন। তাহলে পুরুষ জাতটা ঈর্ষায় বুক ফেটে মর্‌বে।"

"গোটা পুরুষ জাতটা ?"

"গোটা পুরুষ জাতটার প্রতিনিধি হিসাবে কোনো একজন পুরুষ।"

"বটে ?"

"বটে!"

"ক্যাথিড্রালের উপর প্রেমিকের ঈর্ষা, এমন অদ্ভুত কথা জন্মে শুনিনি। (কলহাস্য)। আপনি শুধু প্রেম করে বেড়ান, না কাব্যও করে থাকেন?"

(Bow করে) "না, ম্যাডাম। আমি অতটা সৌখীন নই। কাজের মানুষ বলে আমার সুখ্যাতি আছে।"

"আমিও তো কাজের মানুষ। কই আমার তো ও সব আসে না?"

"কী সব আসে না?"

(সরলতার ভাণ করে) "ওই সব। প্রেম করা। কাব্য করা। ক্যাথিড্রালকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চাওয়া।"

"আপনি এতই নিরীহ মানুষটি? দেখি, দেখি একবার আপনার মুখখানা? হাঁ, ছেলেমানুষের মুখ বটে।"

"যান্। ছেলেমানুষ বললে আমরা অপমান বোধ করি, জানেন?"

"আপনারা কারা?"

"আমরা একেলে মেয়েরা।"

"তবে কি বুড়োমানুষ বল্‌ব?"

"বুড়োমানুষ বললে খুন করব বলে রাখছি।"

"তবে—?"

"বল্‌বেন 'Bright young thing'."

"তা আপনাকে বল্‌তে রাজি আছি, বললে মিথ্যে বলা হয় না। কিন্তু সবাইকে—!"

"আপনি দেখ্‌ছি মিষ্টি কথার ময়রা। চকোলেটের বদলে আপনার compliment খেলেও চলে। আশা করি সবাইকে খাইয়ে থাকেন?"

"আমি একনিষ্ঠ ময়রা।"

"আমাকে ছেড়ে ক'জনের কাছে একথা বলেছেন?"

"মিথ্যা বল্‌ব, না, সত্য বল্‌ব?"

"আগে মিথ্যাটা শুনি।"

"কারুর কাছে না।"

"এবার সত্যটা।"

"জন পাঁচেকের কাছে।"

"আমি তা হলে আপনার ষষ্ঠ ?"

"এবং শ্রেষ্ঠ।"

"প্রত্যেকবারেই সেটা মনে হয়ে থাকে বটে।"

"আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছেন ?"

"যান্ !"

"তবে কি এই আপনার প্রথম অভিজ্ঞতা ?"

"ভারি দুষ্টু তো! নিজের মনের কথা বেফাঁস করে ফেলেছেন। তা বলে আমার মনের কথা কাড়্‌তে পাচ্ছেন না। বুঝ্‌লেন ?"

"অনুমান কর্‌তে কতক্ষণ ?"

"করুন না অনুমান ?"

"এই কর্‌লুম। আমার ছয়, আপনার ছয় ছক্ ছত্রিশ।"

(উল্লাস গোপন করে) "আমি কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় কর্‌ছি। একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে—বিদেশীর সঙ্গে—ইয়াকি দিচ্ছি। মা যদি জান্‌তে পান্ ভয়ানক ঠাট্টা কর্‌বেন।"

"আজকালকার মা'রা রাগ করেন না বুঝি ?"

"রাগ কর্‌বেন! কেন, আমি কি তাঁর খাই না ধারি ? আমি তাঁর কোনো ক্ষতি কর্‌ছিনে। আমার যথেষ্ট বয়সও হয়েছে।"

"কত বয়স ? আঠারো ?"

"ভারি বেয়াদব তো ? মেয়েমানুষের বয়স জান্‌তে চায়!"

"Sorry, আমার প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।"—অভিনয়ের ভঙ্গীতে সোম আবার bow কর্‌ল।

ততক্ষণে তারা ক্যাথিড্রালের বাইরে এসেছে। বাইরে থেকে ক্যাথিড্রালটিকে কেমন দেখায় দু'জন মিলে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দু'জনের কারুর কাছেই ক্যামেরা ছিল না বলে তারা পরস্পরকে দুষ্‌তে লাগ্‌ল। সোম বলল, "প্রেমিকের ছবি তুলে নিয়ে গেলেন না। বাড়ী ফিরে টেবিলের উপর কী সাজিয়ে রাখ্‌বেন?"

মিস্ স্কট্ বললেন, "আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। আপনারই কর্তব্য ছবি তুলে নিয়ে আয়নার কাছে রাখা এবং তুলনা করে দেখা কে কার চেয়ে সুন্দর।"

"আমিই যে ওর চেয়ে সুন্দর এ সম্বন্ধে আমার তো কোনো সন্দেহ নেই। আপনার যদি থাকে আপনার উচিত একসঙ্গে ওর আর আমার ছবি তোলা।"

"বাস্তবিক ছবির পক্ষে আইডিয়াল ব্যাকগ্রাউণ্ড! কে জান্‌ত আপনি আস্‌বেন ক্যাথরিনের জায়গায়; ক্যাথরিন হতভাগী শেষকালে প্ল্যান বদ্‌লে বস্‌ল।"

"তাঁকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তিনি থাকলে আমার কি কোনো আশা থাকৃত!"—সোম মিস্ স্কটের দু'টি চোখের সঙ্গে দু'টি চোখ মেলাল।

মিস্ স্কট্ চোখ নামিয়ে বললে, "আচ্ছা, বলুন দেখি মেয়েরা মেয়েদের এমন করে অপমান করে কেন? ক্যাথরিন কথা দিল আমার সঙ্গে ছুটীটা কাটাবে, দু'জনে কিছু আগাম দিয়ে হোটেলে ঘর বুক্ করে রাখ্‌লুম। পোড়ারমুখী আমাকে আর মুখ দেখায় নি—দেখালে দুই চড় মারতুম—ফোন করে জানিয়েছে আরেক জনের সঙ্গে ব্ল্যাক্‌পুল্ যাওয়া তার অতি অবশ্য দরকার। (ক্যাথরিনের স্বর অনুকরণ করে) অতি অবশ্য দরকার!"

সোম বলল, "ক্যাথরিনকে আমি দোষ দিইনে। ধরুন, ক্যাথরিন যদি আপনার ডান হাত ধরে টানে আর আমি টানি আপনার বাঁ হাত ধরে, তবে আপনিই বলুন না আপনি কার সঙ্গে যাবেন?"

"ক্যাথরিনের সঙ্গে।"

"সত্যি ?"

"না, ক্যাথরিনের সঙ্গে আমার জন্মের মত আড়ি। ওর সঙ্গে যাব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে যাব একথা ভাব্লেন কিসে ?"

"আমি অন্তর্যামী।"

"কী অহঙ্কার !"

"অহঙ্কার নয়, ম্যাডাম। নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস। জানেন আমি একজন self-made man ?"

"আমিও self-made."

"তবে তো আমাকে আপনার ভুল বোঝবার কথা নয়, মিস্ স্কট্।"

"আমি আপনার জীবনের কী জানি বলুন। ঐ ক্যাথিড্রালটার সম্বন্ধে যা জানি তার চেয়ে ঢের কম।"

"তা হলে ক্যাথিড্রালেরই জিৎ ?"

"না। ক্যাথিড্রালটা self-made নয়। Self-made manএর উপর আমার পক্ষপাত আছে।"

"আর আমার পক্ষপাত সুন্দরী নারীর উপর।" (চোখে চোখ মিলিয়ে)

"তা হলে আমার বাঁ হাত ধরে কেন অকারণে টান্বেন ?"

"আপনার 'ভ্যানিটি' ব্যাগে যদি আয়না না থাকে তবে আমার চোখে আপনার মুখের প্রতিচ্ছায়া দেখ্তে পারেন। নিজের রূপ সম্বন্ধে সংশয় টিক্বে না।"

"আপনার ওটা মুখ নয় তো, ময়রার দোকান।"

"ময়রার দোকানে মুখ দেবার নিমন্ত্রণ রইল। যখন আপনার সুবিধে হবে তখন।" (মুখ টিপে টিপে হাসা)।

"যান্। আমার সুবিধে কোনো দিন হবে না।"

"তা হলে দোকানদার তার মাল আপনার দ্বারে পৌঁছে দিতে পার্বে।"

"পেরে কাজ নেই। মিষ্টি জিনিস প্রায়ই অন্তঃসারশূন্য হয়ে থাকে।"

"Proof of the pudding is in the eating. একবার পরখ করে দেখুন না?"

"দেখে কাজ নেই, মশাই। ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে ক'দিন আমার দাবী এড়াতে পারবেন!"

"ক'দিন কী, মশাই! আজকেই না আপনি ব্রিস্টল যাচ্ছেন?"

"নিশ্চয়। কিন্তু একা যাচ্ছিনে।"

"জবরদস্ত মানুষ তো! জোর করে টেনে নিয়ে যাবেন নাকি?"

"বাঁ-হাতখানি বগলে পূরে।"—সোম মিস্ স্কটের বাঁ হাতখানি তুলে নিয়ে বগলে পূর্‌ল। মিস্ স্কট্ বাধা দিলেন না।

*

ব্রিস্টল যাত্রী ট্রেনে দু'জনে মুখোমুখি বসেছিল। মিস্ স্কট্ বল্‌ছিলেন, "এত দূর এসে ব্রিস্টলে না গেলে মাসিমা মন খারাপ করতেন। সেই জন্যেই যাওয়া।"

সোম বল্‌ছিল, "মাসিমা মহারাণী কী জয়! আমার জোরের সঙ্গে তাঁর জোর না মিলে থাক্‌লে আমি কি সল্‌স্‌বেরীর ক্যাথিড্রালের সঙ্গে পেরে উঠ্‌তুম!"

"বহুকাল তাঁকে দেখিনি। বড় মন কেমন কর্‌ছিল।"

"তাঁকে পেয়ে যেন সেই মানুষটিকে ভুলে যাবেন না যে তাঁর পাণ্ডার কাজ করেছে।"

"পাণ্ডার কাজ করেছে গুণ্ডার মতো জবরদস্তি করে!"

"বলবেন সেকথা মাসিমাকে। হয় তো কিছু বখ্‌শিস মিলে যেতে পারে।"

"বখ্‌শিস না কানমলা। মাসিমার হাতের কানমলা খান্‌নি কখনো, না?"

"নাঃ! আমার মাসিমা ছিলেন অত্যন্ত লক্ষ্মী। তাঁর হাতের সন্দেশ মোরব্বা ও ক্ষীরপুলি খাওয়া আজো মনে আছে।"

"আপনার বাড়ীর কথা জান্‌তে ইচ্ছে করে। সেই মাসিমা এখনো আছেন ?"

সোমের মুখের উপর শোকের ছায়া পড়্‌ল। মিস্ স্কট্ বললেন, "মা আছেন নিশ্চয়ই ?"

সোম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।

মিস্ স্কট্ সমবেদনায় নির্বাক্ হয়ে পা দিয়ে সোমের পা স্পর্শ করলেন। পায়ে পায়ে বাণী বিনিময় চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু কখন এক সময় দেখা গেল পায়ে পায়ে লুকোচুরির খেলা চলেছে। দু'জনেরই দৃষ্টি বাতায়নের বাইরে চাষের জমির উপর, চাষার বাড়ীর উপর, বার্চ বীচ্ এল্‌ম ওক্ পাইন গাছের উপর। কিন্তু দু'জনেরই মুখে ও চোখে দুষ্ট হাসি। যেন নিজেদের পাগুলোর জন্যে নিজেরা দায়ী নয়।

গাড়ীতে এত লোক ছিল যে সকলে সকলের সঙ্গে গল্প করতে ও ছেলেপুলে সাম্‌লাতে ব্যস্ত। দু'টি মানুষ অন্যমনস্কভাবে বাতায়নের বাইরে চেয়ে আছে এই পর্যন্ত তারা দেখ্‌ল। দু'টি মানুষের অতি মন্থর চরণলীলা তাদের চক্ষু এড়িয়ে গেল।

ব্রিস্টলে যখন গাড়ী দাঁড়াল সোম বুদ্ধি করে মিস্ স্কটের সুটকেস্‌টার ভার নিল। মিস্ স্কট্ ভাবলেন নিছক ভদ্রতা। তিনি ভদ্রতা করে সোমের হাত-ব্যাগটির ভার নিলেন। সোমের আপত্তিতে কান দিলেন না।

স্টেশনের বাইরে গিয়ে মিস্ স্কট্ বললেন, "মাসিমার ঠিকানাটা আপনাকে দিই! কাল সকালে একবার দেখা করলে খুশি হব, মিস্টার সোম।" এই বলে তিনি একটা ট্যাক্সিকে আস্‌তে ইঙ্গিত করলেন।

সোম বল্‌ল, "আমার হাত-ব্যাগটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আপনার সুট্‌কেস্‌টি ফিরে পাচ্ছেন না।"

"সে কী মিস্টার সোম! দিনে দুপুরে ডাকাতি ?"

"শুধু ডাকাতি করেই ক্ষান্ত হলুম। Abduction-এরও ইচ্ছে ছিল, মিস্ স্কট্।"

"কী ভয়ানক মানুষ! এখন ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি কী বলে ফিরিয়ে দেব?"

"ফিরিয়ে দেবেন কেন? উঠে বসুন। আমিও উঠছি। এই শোনো তো? একটা ছোট বোর্ডিং হাউসে নিয়ে যেতে পার? আমরা বিদেশী। পার? ধন্যবাদ। বখ্‌শিস পাবে।"

ট্যাক্সিওয়ালা তার বন্ধুদের শুধাল। পুলিশের কন্‌স্টেবল্‌-এর কাছে পরামর্শ চাইল। তারপরে অনতিদূরস্থিত একটি বোর্ডিং হাউসে দু'জনকে পৌঁছে দিয়ে নিজেই এগিয়ে গেল মালিককে ডাক্‌তে।

বোর্ডিং হাউসটি খুব ছোট নয়। আসলে বোর্ডিং হাউস্‌ই নয়। একটা রেসিডেন্‌সিয়াল হোটেল। তার দু'টি ঘরে দু'জনে জায়গা পেল। ঈস্টারের মরশুম। তাই ঘর দু'টি কিছু দামী। সস্তা ঘরগুলো খালি নেই।

সোম মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হলো। মিস্‌ স্কট্‌ বিনা ব্যয়ে তাঁর মাসিমার বাড়ী থাক্‌তেন। তাঁকে অপহরণ করে এনে এতটা ব্যয় করানো সোমের উচিত হয়নি।

আহারাদির পর সোম কথাটা পাড়্‌ল। বলল, "মিস্‌ স্কট্‌, আমার প্রতি যদি আপনার কিছু মাত্র প্রীতি থাকে তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার এখানকার খরচটা বহন করি।"

এর উত্তরে মিস্‌ স্কট্‌ এমন একটা কথা বললেন যা সোমের মাথা ঘুরিয়ে দিল। বললেন, "মিস্টার্‌ সোম, আমি রাস্তার ছুঁড়ি নই, আমাকে কেনা যায় না।"

তার পরে সোম একটিও কথা কইল না। উঠে বিদায় না নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়্‌ল। ভাব্‌ল, মেলামেশার একটা সীমা আছে। সেই সীমাটা যে ঠিক কোনখানে কিছুতেই সেটা আমার মালুম হয় না। সেইজন্যে যার সঙ্গে বেশী মিশ্‌তে গেছি তার কাছে গলাধাক্কা খেয়েছি। তবু আমার চেতনা হল না।

সোম তার নিজের দুই হাতে নিজের দুই কান মল্‌ল, বালিশের উপর নাক

ঘষ্‌ল। আজকেই সকাল বেলা সে ক্যাথিড্রাল দেখ্‌বার সময় মনকে বল্‌ছিল, আমার মতো সাক্‌সেস্‌ফুল ছেলে ক'জন আছে? জীবনে যখন যে পরীক্ষা দিয়েছি তখন তাতে ফার্স্ট হয়েছি। যখন যে মেয়েকে চেয়েছি তখন তাকে পেয়েছি। এই যে পেগী স্কট্ মেয়েটি একেও তো প্রায় পেয়েছি বললে হয়। দেখো একে ব্রিস্টলে নিয়ে যাই কিনা।

তার পরে সত্যিই যখন ব্রিস্টলের গাড়ীতে পেগী স্কট্‌কে তুল্‌ল তখন মনকে বলল, দেখ্‌লে তো, মিস্টার মন? যা মুখে বলি তা কাজে করি কি না? পেগী স্কট্‌কে তার মাসীর বাড়ী যদি যেতে দিয়েছি তবে আমার নাম কল্যাণকুমার সোম নয়।

সোম নিজের ক্ষমতার প্রতি সন্দিহান হয়ে নিজেকে গালাগালি দিল। মনকে বল্‌ল, হ্যালো শুন্‌তে পাচ্ছ? মন বল্‌ল, পাচ্ছি? সোম বল্‌ল, দেখ, আমার অনুতাপ হচ্ছে। নিজেকে আমি অতিশয় ধূর্ত মনে করেছিলুম! সেটা খারাপ। মন বল্‌ল, একটু কাঁদো। সোম বল্‌ল, আরেকটা দুর্বলতার কথা তোমাকে বলি। মেয়েটিকে আমার সত্যি সত্যি ভালো লেগে গেছে। বল্‌তে পার্‌ব না কেন। সুন্দরী নয়, সুদর্শনা। তার বিশেষত্ব হচ্ছে সে খুব সপ্রতিভ। যেন কত কাল আমার সঙ্গে পরিচয়। অনেক মেয়ে আছে তারা ছ'মাসের পরিচয়কেও যথেষ্ট মনে করে না, ভয়ে ভয়ে কথা বলে, পাছে ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে অশ্রদ্ধা পায়। এ মেয়েটি শ্রদ্ধার জন্যে কেয়ার করে না, অশ্রদ্ধা পেলেও কেয়ার কর্‌বে না। কেউ একে ভালোবাসুক না বাসুক বিয়ে করুক না করুক তাতে এর কিছুই আসে যায় না। সেই জন্যেই কি একে আমার ভালো লেগে গেছে?

মন জবাব দিল না।

কিন্তু দরজায় কে টোকা মার্‌ল বাইরে থেকে। সোম ভাবল, বোধ হয় হোটেলের কেউ হবে। বোধ হয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে চায় কাল সকালে ঘুম ভাঙাতে হবে কি না। সোম উঠে বস্‌ল বলল, "ভিতরে আস্‌তে পার।"

মিস্ স্কট্।

আগুন নিয়ে খেলা

মিস্ স্কট্ আগে জানালার কাঁচটা তুলে দিলেন। বল্লেন, "দিনটা যদিও বেশ উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত ছিল রাতটাও তেমনি হবে এর মানে নেই।"

তারপর সোমের হাত-ব্যাগটাকে টিপুনি দিয়ে খুলে তার ভিতরকার জিনিসগুলিকে একে একে বের করলেন। মুখ-হাত ধোবার টেবিলের উপর রাখলেন কামাবার সরঞ্জাম, চুলের ব্রাশ ও ক্রীম, দাঁতের ব্রাশ ও পেস্ট। দেরাজের ভিতর রাখলেন শার্ট, গেঞ্জি, মোজা, কলার টাই। নীচে গুঁজে দিলেন স্লিপিং স্যুট্। চটি জোড়াটিকে রাখলেন খাটের কাছে যে স্ট্যাণ্ড থাকে তারই ভিতরে।

তারপর একটি চেয়ার টেনে নিয়ে সোমের দিকে মুখ করে বস্‌লেন।

সোমের রাগ পড়ে গেছল। রাগের স্থান অধিকার করছিল মমতা। আহা, এই মেয়েটি যদি আমার ঘরণী হত। তবে আমার বইয়ের টেবিলের উপর টাই, বিছানার উপর শার্ট ও মেজের উপর মোজা গড়াগড়ি যেত না, চটি জোড়াটাকে দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যেত। তা হলে আমাকে আমার ল্যাণ্ডলেডি বুড়ীকে auntie বলে তোয়াজ করতে হত না।

মিস্ স্কট্ বল্লেন, "কী ভাবা হচ্ছে!"

সোম অভিমানের সুরে বল্ল, "জেনে আপনার লাভ! আরেক দফা অপমান করবেন?"

"কবে আপনাকে অপমান করলুম, মশাই?"

"নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"সত্যি, আমি সজ্ঞানে অপমান করিনি। অজ্ঞানে যদি করে থাকি তবে মাফ চাইছি, মিস্টার সোম।"

সোমের অভিমান জল হয়ে গেল। সে বল্ল, "ঐ যে বল্লেন আপনাকে কেনা যায় না!"

"সে তো ঠিকই। আমাকেও কেনা যায় না, আপনাকেও না, কেউ কারুর খরচ দেবে কেন?"

"কিন্তু মিস্ স্কট্, আমার জন্যেই যে আপনাকে খরচ কর্‌তে হলো। নইলে আপনার তো মাসীর বাড়ী রয়েছে।"

"খরচ কর্‌বার জন্যে ছুটীতে বেরিয়েছি, খরচ হলো তো বয়ে গেল। ধরুন আজ যদি সল্‌স্‌বেরীতে থাক্‌তুম।"

"সেখানেও তো ক্যাথরিনকে ও আপনাকে জরিমানা দিতে হয়েছে পূরো দিনরাত থাক্‌লেন না বলে।"

"না গো মশাই, আমরা অত কাঁচা মেয়ে নই। ঈস্টারের ভিড়, হোটেল-ওয়ালাকে জায়গার জন্যে যাত্রীরা চেপে ধরেছে। আমি ওদের মধ্যে দু'জনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললুম, 'আমার বন্ধুর ও আমার দু'টো ঘর আমরা আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি আপনারা যদি দু'রাত থাক্‌বেন প্রতিশ্রুতি দেন।' ওরা আবেগের সঙ্গে বলল, 'How kind of you! How noble of you'!"

সোম শেষের কথাগুলি শুনে সশব্দে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "আমাকে ওকথা আগে বলেননি কেন? সেজন্যে আপনার উপর রাগ কর্‌ব।"

"করুন রাগ। আমি বসে বসে দেখি।"

সোম বল্‌ল, "এত রাত্রে একজন ব্যাচ্‌লারের ঘরে বসে আছেন, আপনার সাহস কম নয়!"

"কেন, ভয় কর্‌ব কাকে?"

"যদি বলি, লোকনিন্দাকে?"

"লোকনিন্দার ভিৎ কাঁচা, যতক্ষণ আমি নিজে খাঁটি আছি।"

"যদি বলি, আমাকে?"

(আতঙ্কের সঙ্গে) "আপনাকে?"

(কৌতুকের সঙ্গে) "আমার হাতের কাছে স্বইচ্। আপনার হাতের কাছে নয়। এই মুহূর্তে ঘর অন্ধকার করে দিতে পারি।"

(সাহস ফিরে পেয়ে) "চীৎকার করে রাজ্যের লোক জড় কর্‌ব।"

"ভীরুরাই চীৎকার করে থাকে। ছিঃ ছিঃ, মিস্ স্কট্!"

"আমার গায়ের জোর আপনার থেকে কম নয়, মিস্টার সোম।"

"ছেলেমানুষের মতো কথা হলো মিস্ স্কট্। জানেন না যে অতিশয় দুর্বল মানুষও দুর্দান্ত হয়ে ওঠে যদি একতাল সোনা পড়ে রয়েছে দেখে।"

(ফিক্ করে হেসে) "আমি কি একতাল সোনা ?"

"নিশ্চয়, কিন্তু দেশ কাল পাত্র অনুসারে। অপরিসর ঘর, এগারোটা রাত, যুবা পুরুষ। এমন সুযোগ জীবনে এক আধবার আসে। এ কথা যখন ভাবা যায় তখন শশকের দেহতেও সিংহের বল সঞ্চার হয়, মিস্ স্কট্!"

"তা হলে আমি এই বেলা পালাই, মিস্টার সোম।"

"না, না, আরেকটু বসুন।"

"না না, আমার আর সাহস থাক্ছে না।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

"কেলেঙ্কারী, মিস্ স্কট্! ঠাট্টাও বোঝেন না!"

"এসব বিষয়ে ঠাট্টা যে গড়াতে গড়াতে কতদূর যায় তার দু'একটা দৃষ্টান্ত জানা আছে, মিস্টার সোম। দু'টো দিনের পরিচয়ে আমরা বড় বেশী দূরে এগিয়েছি।"

"সে তো শুধু বাক্যে। ফ্রান্সের মতো দেশে যা ধূলার মতো সস্তা, যা যে-কোনো যুবক যে-কোনো যুবতীকে দিতে পারে, আপনাকে তাই আমি এ পর্যন্ত দিইনি—আমার এই সংযম, এই আত্মনিগ্রহ যেন আমার উপর আপনার আস্থাকে অটুট রাখে, মিস্ স্কট্।"

(লজ্জারুণ বদনে) "সেই মূল্যহীন উপঢৌকনটির নাম জান্তে পারি কি ?"

"আপনিই আন্দাজ করুন না ?"

"ফুল ?"

"ফুলের তো দাম আছে।"

"তবে কী ?"

"চুম্বন।"

মিস্ স্কট্ সরমে রাঙা হয়ে দু'হাতে মুখ ঢাক্‌লেন। তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ ভাব ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন, "এর জন্যে এত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা?"

সোম কী বল্‌বে ভেবে পেল না। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মিস্ স্কট্ তার পাশটিতে গিয়ে বস্‌লেন। বল্‌লেন, "আর দেরি না। ঘুম পাচ্ছে। দিন্।"

সোম ঘাবড়ে গেল। এতটা প্রসন্নতা প্রত্যাশা করে নি। তার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হচ্ছিল।

মিস্ স্কট্ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "দিন্, দিন্, দিন্।"

সোম লজ্জায় জড়সড়। অপ্রস্তুতের একশেষ। চিরকাল সে অযাচিত ভাবে দিয়েছে। কদাচিৎ অযাচিত ভাবে পেয়েওছে। কিন্তু কোনো দিন কেউ তার কাছে চুম্বন ভিক্ষা করেছে বলে তো মনে পড়ে না।

তখন মিস্ স্কট্ স্প্রিংএর মতো লাফ দিয়ে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন, "গুড নাইট্, মিস্টার সোম।" দরজার কাছ অবধি গেছেন এমন সময় সোম দিল স্থইচটা টিপে।

সোমের বুক টিপ্ টিপ্ কর্‌ছে। সে যে কী চায় স্পষ্ট করে বুঝতে পার্‌ছে না। তবু মিস্ স্কট্‌কে সে যেতে দেবে না। অন্ধকারে তার লজ্জা সঙ্কোচ রইল না। সে কাঁপতে কাঁপতে মিস্ স্কটের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

মিস্ স্কটের পলায়নের ত্বরা ছিল না। তিনি স্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়ে কী জানি কী ভাবছিলেন। সোম তাঁকে হিড় হিড় করে টেনে এনে বিছানার উপরে বসাল ও বস্‌ল। ঠিক্ সেই আগের জায়গা দু'টিতে। স্থইচ আর টিপ্‌ল না।

অন্ধকার ঘর। হোটেল নিঃশব্দ। সোম ও মিস্ স্কট্ কেউ কোনো কথা বলে না। পরস্পরকে স্পর্শ করে না পর্যন্ত। একজন থর থর করে কাঁপছে, অন্যজন মর্মর-মূর্তির মতো নিঃস্পন্দ। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যেন একটা যুগ।

মিস্ স্কট্ উঠে দাঁড়ালেন। তখন সোমও উঠে দাঁড়াল। মিস্ স্কট্ দরজার দিকে পা বাড়ালেন। তখন সোম তাঁর গতিরোধ করে তাঁকে দুই বাহু দিয়ে বাঁধল। তাঁর মাথাটি তার গলার উপর ঢলে পড়ল। সোম তাঁর কেশের উপর চুম্বন বৃষ্টি করে চলল।

অনেকক্ষণ চলে গেলে পর তিনি মুখ তুললেন। "Have you finished ?"

এতক্ষণ যেন একটা বস্তুকে চুম্বন করছিল। মানুষের গলার স্বর শুনে মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সোম আবার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হল। তখন তার বাহুপাশ খুলে মিস্ স্কট্ প্রশান্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলেন।

৫

সব আগের দিন

নাম তার কল্যাণকুমার সোম। কিন্তু ইংলণ্ডের জল হাওয়ার গুণে তার ইংলণ্ড-স্থিত বাঙালী বন্ধুরাও তাকে সোম বলে ডাকে। তার বাল্যবন্ধু প্রভাত তার বছর খানেক আগে ইংলণ্ড এসেছে, সেই এক বছর বন্ধুর নাম ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, তাই স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসে প্রভাত তাকে সম্বোধন করেছে, "এই যে, সোম।" কাজেই সেও প্রভাতকে ডাকছে দাশগুপ্ত বলে।

দিন কয়েক আগে ঈস্টারের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু লণ্ডন ছাড়তে সোমের মায়া করছে। লণ্ডনকে সে ভালোবেসেছে, সেটা একটা কারণ। রোজ সন্ধ্যায় সোহো অঞ্চলে না খেলে তার খেয়ে সুখ হয় না। সেখানে নানা দেশের রকমারী লোকের সঙ্গে তার দোস্তি হয়। ওয়েট্রেসের সঙ্গে সকলের মতো সেও ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে ফ্লার্ট করবার মতো বান্ধবীও পায়। তবে সোম হুঁসিয়ার ছেলে। দশটার আগে বাসায় ফিরবেই, এবং বারোটা অবধি বই খাতা নিয়ে বসবেই।

সকাল সকাল কলেজে যেতে হয় বলে ঘুমের ঘোরে যেটুকু ফাঁক পড়ে সেটুকু শনিবারে রবিবারে বুজিয়ে দেয়। রাত বারোটার থেকে বেলা বারোটা অবধি ঘুম। শনি ও রবি এই দু'টি বারের নাম "কুম্ভকর্ণ day".

সম্প্রতি ঈস্টারের ছুটি হয়ে এমন হয়েছে যে প্রত্যেক দিনই "কুম্ভকর্ণ দিন"। তাতে সোমের তো আনন্দ, কিন্তু তার ল্যাণ্ডলেডির আপত্তি। ল্যাণ্ডলেডি যেদিন থেকে তার আন্টি হয়েছে সেদিন থেকে মায়ের চেয়ে দরদী হয়েছে। সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট না খেলে যে শরীর টিঁকবে না অর্থাৎ ল্যাণ্ডলেডির পক্ষে ব্রেকফাস্টের বাবদ কিছু অর্থপ্রাপ্তি শক্ত হবে সেই জন্যে আন্টি সোমের শোবার ঘরের বাইরের করিডর দিয়ে খট্ খট্ ক'রে দুশো বার চলা ফেরা করে, তবু ভাগ্নের ঘুম ভাঙে না বারোটার আগে।

আগুন নিয়ে খেলা

সোম রোজই ভাবে ঘুম থেকে উঠে সোজা কোনো রেস্তোরাঁতে গিয়ে লাঞ্চ খাবে, কিন্তু রোজই আন্টির আব্দার—"সোম, তোমার ব্রেকফাস্ট কখন থেকে টেবিলের উপর পড়ে। তোমার আজকাল হলো কী! বুধ বৃহস্পতি-বারকে তুমি শনি বার করে তুললে। তোমার জন্যে তিনবার চায়ের জল গরম করেছি, পরিজ-এর দুধ গরম করেছি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভেবেছি এইবার তুমি উঠবে।"

সোম বলল, "ধন্যবাদ, আন্টি! কিন্তু কেন এত কষ্ট করলে!"

"করব না? তুমি সকাল বেলাটা উপোস দেবে, তাতে তোমার শরীর টিকবে? দুষ্টু ছেলে! থাকত যদি তোমার মা এখানে তোমাকে বিছানার থেকে টেনে তুলত।"

তারপর বুড়ীর আদর শুধু ব্রেকফাস্ট খাইয়ে তৃপ্তি মানে না। বুড়ী বলে, "অবেলার ব্রেক্‌ফাস্ট। রোসো, কিছু রোস্ট কিম্বা স্টু দিয়ে যাই! পেট ভরে খাও। আর বাজারের লাঞ্চ খেয়ে কাজ নেই।"

অতএব সোমের আর বাইরে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া আলাপ করা ফ্লার্ট করা হয়ে ওঠে না। সে কোনো দিন সিনেমায় কোনো দিন আর্ট গ্যালারীতে অপরাহ্নটা কাটিয়ে দেয়। কোনোদিন বাস্‌-এর মাথায় চড়ে শহর দেখে বেড়ায়।

লণ্ডন ছাড়তে তার মায়া করে।

কিন্তু যেদিন গুডফ্রাইডে এল সেদিনকার ওয়েদারটি হল নিখুঁৎ। যেন ভারতবর্ষের বসন্ত দিন। সোমের শোবার ঘর রৌদ্রে ঝলমল করল। সোম চোখ বুঁজে থাকতে পারল না। বাঁ-হাতের রিস্ট ওয়াচটাতে দেখল তিনটে বেজে দশ মিনিট্‌। কানের কাছে নিয়ে বুঝল, বন্ধ। বেলা যে ক'টা হতে পারে আন্দাজ করা কঠিন। যেমন রৌদ্র উঠেছে, মনে হয় বারোটা বেজে একটা বেজে গেছে। সোম ঘড়িটাকে বার দুই নাড়া দিল। হাই তুল্‌তে তুল্‌তে বিছানার উপর উঠে বসল।

আগুন নিয়ে খেলা

তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নীচে নেমে এসে দেখল আন্টি কুকুরসেবা করছে। ওটা তার প্রাতঃকালের প্রথম কর্ম। সোমকে দেখে বলল, "এ কী অনাসৃষ্টি ব্যাপার! সাড়ে ছ'টার সময় পোষাক পরে কোথায় চললে?"

সোম বলল, "মোটে সাড়ে ছ'টা! তোমার ঘড়ি ঠিক চল্‌ছে তো আন্টি?"

আন্টির ঘড়ি অবশ্য সর্বদা আধ ঘণ্টা পেছিয়ে চলে। ওটা আন্টির পলিসি। ঠিক সময়ে খাবার দিতে পারে না, ঘড়ি দেখিয়ে বলে, "আমার অপরাধ কী! ঘড়িতে এখনো ঠিক সময় হয় নি।" তখন সোম বলে, "তা হলে কাল থেকে আমাকে আধ ঘণ্টা আগে খাবার দিও।" তার ফলে বুড়ী ঘড়িটাকে এক ঘণ্টা পেছিয়ে রাখে। সোম বলে, "আন্টি, রক্ষা করো। যদি বলি কাল থেকে আরো আধ ঘণ্টা আগে খাব তা হলে তুমি ঘড়িটাকে আরো আধ ঘণ্টা পেছিয়ে দেবে। শেষে একদিন আটটার সময় উঠে দেখব তোমার ঘড়িতে দুটো বেজেছে, আড়াইটে না বাজলে তুমি খাবার দেবে না।" অগত্যা সোম আধঘণ্টা আগে উঠ্‌তে ও উঠে বুড়ীকে তাড়া দিতে অভ্যাস করল।

এ গেল ঘড়ির ইতিহাস।

বুড়ী বলল, "সাড়ে ছ'টার সময় কাজের দিনেও তোমার ঘুম ভাঙে না, এই ছুটীর দিনে তুমি চললে কোথায়?"

সোম চট করে বানিয়ে বলল, "তোমাকে বলিনি বুঝি, আন্টি? অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে তোমার লোকসান হবে না। আমি যে পনেরো দিন বাইরে থাক্‌ব সে ক'দিনের বাসা ভাড়া ঠিক এমনি দিতে থাক্‌ব।"

বুড়ি উত্তেজিত হয়ে বলল, "যাচ্ছ বাইরে পনেরো দিনের মতো। না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে ফির্‌বে সাবধান করে দিচ্ছি, সোম।"

সোম বলল, "ব্রেক্‌ফাস্টের দামও যেমন দিচ্ছিলুম তেমনি দেব, আন্টি।" —বুঝতে পেরেছিল কী নিগূঢ় কারণে বুড়ী উত্তেজিত।

মোটে সাতটা বেজেছে। কুকুর-সেবা শেষ হলে বুড়ী ব্রেক্‌ফাস্টের

উদ্যোগ করবে। সোম ততক্ষণ কুকুরের সঙ্গে বল্ নিয়ে লোফালুফি খেল্তে থাকল।

*

কোথায় যাবে সে কথা সোম বুড়ীকে বলে নি। কারণ, সে নিজেই জানে না। একটা হাত-ব্যাগে গোটা কয়েক জিনিস পূরে বেরিয়ে পড়ল। আগে পথ, তারপরে পথের চিন্তা। চল্তে চল্তে চলার লক্ষ্য স্থির করা যাবে।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে হাঁট্তে হাঁট্তে মার্বল্ আর্চ পর্যন্ত এল। তারপরে হাইড পার্কে ঢুকল। তখন ইচ্ছা হল সার্পেনটাইনে কিছুকাল বোটিং করে। যেখানে বোট ভাড়া কর্তে হয় সেখানে ভিড় জমেছে। যারা আগে এসেছে তাদের দাবী আগে। সোম ভিড়ের পিছনে ভিড়ে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে দেখা গেল পাশের লোকের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে।

তারা দু'জনে মিলে একটি বোট ভাড়া কর্ল। সার্পেনটাইনে নৌকা চালিয়ে সুখ নেই যদি না নৌকাতে কোনো বন্ধবী থাকে। তবু সুখ না হোক্, অর্ধ সুখ, যদি নব পরিচিত বান্ধব থাকে ও সমানে দাঁড় টানে। ঘণ্টা দুই দাঁড় টেনে যখন রীতিমতো শ্রান্ত হল তখন পথিক-বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে সোম আবার পথ ধরল।

হাঁট্তে হাঁট্তে কখন এক সময় ভিক্টোরিয়ায় এসে পড়ল। স্টেশন দেখলেই মনটা বিবাগী হয়ে যায়। বিশেষতঃ ভিক্টোরিয়া স্টেশন, যেখান থেকে ফ্রান্স জার্মানী ইটালী অভিমুখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেন ছাড়ছে।

সোমের পকেটে যে টাকা ছিল তাতে প্যারিসে গিয়ে দশ দিন থাকা যায়, সুইট্জারলণ্ডে গিয়ে ছ'দিন, ভিয়েনাতে তিন দিন। কিন্তু বুড়ীকে বলেছে পনেরো দিনের জন্যে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের কোনো পল্লীতে দিন পনেরো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবার নির্ঝঞ্ঝাট আরাম তাকে প্রলুব্ধ কর্ছিল। লণ্ডন থেকে দূরে নয়, অথচ বেশ নিরিবিলি। এমন কোনো জায়গা পাওয়া যায় কি না তল্লাস কর্বার

জন্যে সাদার্ন রেলওয়ে কোম্পানীর গাইড বই চেয়ে নিয়ে স্টেশন রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ খেতে বস্‌ল।

গিল্ডফোর্ড নামটি ভালো, ঐতিহাসিক স্মৃতিতে মুখর। ঐ স্থানটিকে রাত্রিকালের কেন্দ্র করে প্রতিদিন নতুন পথে নিষ্ক্রমণ করা যাবে। কোনোদিন Waverly Abbey, কোনোদিন Holt Forest, কোনোদিন Leith Hill.

মানচিত্র খুলে দেখল গিল্ডফোর্ড থেকে দিকে দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

সোম মনঃস্থির করে ফেল্‌ল। গিল্ডফোর্ডের টিকিট কিন্‌ল। যে প্লাট্‌ফর্ম থেকে গাড়ী ছাড়ে ও যে সময়ে ছাড়ে সে সব কথা স্টেশনে উত্তোলিত ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ছিল, কিন্তু এতগুলো নাম পাশাপাশি ছিল যে সোম ভুল পড়ল। প্লাট্‌ফর্মে প্রবেশ করবার সময় টিকিট দেখে রেলের কর্মচারী বল্‌ল, "গিল্ডফোর্ড? এ গাড়ী তো সোজা গিল্ডফোর্ড যাবে না। এক কাজ কর্‌তে পারেন। Wokingএ নেমে অন্য ট্রেন ধর্‌তে পারেন।"

সোম বলল, "ধন্যবাদ।"

তখন ট্রেন ছেড়ে দেবার মুখে। লোকটি বল্‌ল, "দৌড়ন। আধ মিনিট বাকী।" সোম দৌড়ল। কিন্তু যে কামরায় ঢুক্‌তে যায় সে কামরায় গুড ফ্রাইডের জনতা। ট্রেন ফেল কর্‌তে তার অনিচ্ছা ছিল না, আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ট্রেন আছে। কিন্তু একবার প্লাট্‌ফর্মে ঢুকে বিফল হয়ে বেরিয়ে যাওয়া বড় লজ্জার কথা! সোম হাঁপাতে হাঁপাতে এঞ্জিনের কাছের কামরাগুলোকে লক্ষ্য করে ছুট্‌ল। তখন গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।

সোম হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই বৃহৎ সরীসৃপটির গতিলীলা নিরীক্ষণ করছে এমন সময় একটি দরজা খুলে দিয়ে একটি তরুণী হাতছানি দিল। সোম কালক্ষেপ না করে হাতব্যাগটা ট্রেনের ভিতর ছুঁড়ে ফেল্‌ল এবং দুই হাতে দুই পাশের লোহার শিক ধরে করিডরের উপর লাফ দিয়ে পড়্‌ল। সেই বগিটিতে একটি কামরায় একটি জায়গা খালি ছিল। তরুণীটির পশ্চাদনুসরণ করে সোম সেই

জায়গার সন্ধান ও অধিকার পেল। তখনও তার হৃৎকম্পন রহিত হয়নি! একটু বেকায়দায় পড়্‌লে কাটা পড়্‌ত। যাক্ একটা ফাঁড়া গেছে।

মেয়েটি সোমের সুমুখের সারিতে বসেছিল। একটা ব্রাউন রঙের হ্যাট্ তার মাথায়, একটা ব্রাউন রঙের ওভার-কোট তার গায়। নীল নয়ন, উন্নত নাসা, নিটোল গাল, রক্তিম অধর। ত্বক্ এত পাতলা যে তুলনা দিতে হয় আঙুরের সঙ্গে। সে আঙুর সাদা হওয়া চাই—রক্তাভ শুভ্র।

ইংরেজরা যাকে blonde বলে মেয়েটি তাই। আমরা যাকে ফরসা কিম্বা সুন্দর বলি তা নয়। তার কারণ আমরা ফরসাই হই আর শ্যামলই হই আমাদের গায়ের রং আমাদের চামড়ার নীচের রং নয়, চামড়ার উপরের রং। অর্থাৎ সূর্যদেব আমাদের চামড়ার উপর রং মাখিয়েছেন, সে রং দুধে আলতাই হোক্ আর হাঁড়ির কালিই হোক্। অপর পক্ষে ইংরেজের গায়ের রং তার চামড়ার নীচের রং। তার চামড়া হচ্ছে জলের মতো আলোর মতো বর্ণহীন। তাই চামড়া ফুটে রক্ত মাংসেরই রং বাইরে থেকে দেখা যায়।

মেয়েটি তার বয়সের মেয়েদের তুলনায় গম্ভীর। নতুবা হাস্‌ত কিম্বা হাসির ভাণ কর্‌ত কিম্বা হাসির ছল খুঁজ্‌ত। হাতে মুখ রেখে চুপ করে কী যেন ভাব্‌ছে, মাঝে মাঝে একবার সোমকে চুরি করে দেখ্‌ছে। চোখো-চোখি হয়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সোমের হাসি পাচ্ছে, সোম সে হাসি চাপ্‌ছে। সোমের গাম্ভীর্য মেয়েটির গাম্ভীর্যকে খোঁচা দিচ্ছে।

কামরাটিতে আরো অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছিল, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌তে সাহস পাচ্ছিল না। বোবার মেলা। সোম জান্‌ত একবার যদি একজন একটি কথা বলে সকলের মৌন ভঙ্গ হয়। কিন্তু সেই প্রথম কথাটি কে কাকে সাহস করে বল্‌বে?

একজন আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে, "আমার মনে হয় আজ বৃষ্টি হবে না।"

আরেক জন তার উত্তরে বল্‌লেন, "আমার তো মনে হয় না। আপনার?" (তৃতীয় একজনের প্রতি)।

তৃতীয় জন বললেন, "বলা ভারি কঠিন। কখন কোথা দিয়ে একখানা মেঘ উড়ে আসবে—"

একজন বৃদ্ধা কথাটিকে সমাপ্ত কর্‌বার ভার নিলেন। বললেন, "আর এমন সুন্দর দিনটা মাটি করে দেবে।"

কামরার সবাই একে একে কথাবার্তায় যোগ দিল; দিল না কেবল সেই মেয়েটি ও সোম। তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে কখন এক সময় চাপা হাসি হাস্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছিল কামরার অন্য সকলের ভাব দেখে। কামরার সকলেই তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি এ যুগের বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রচ্ছন্ন উপহাস ও অনুকম্পা যে কোনো দু'জন অপরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠকে নিকট করে তোলে। যেন ঐ কামরাটিতে দুটি দল—বয়োজ্যেষ্ঠদের ও বয়ঃকনিষ্ঠদের।

মজা হল যখন জ্যেষ্ঠদের একজন সোমকে বললেন, "আরেকটু হলেই আপনি ট্রেনটা মিস্ করেছিলেন, না?"

সোম বল্‌ল, "শুধু ট্রেনটা নয়, প্রাণটাও" (সোম সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে হাস্‌ল।)

যাঁরা সোমকে লাফ দিতে দেখেছিল তারা শিউরে উঠ্‌ল। যারা দেখেনি তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সোম বল্‌ল, "আমি ভাব্‌ছি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব, না ব্যক্তিবিশেষকে ধন্যবাদ দেব।" (মেয়েটির বুকের রক্ত মুখে সঞ্চারিত হওয়ায় তাকে রক্ত গোলাপের মতো দেখাল।)

তখন সকলের দৃষ্টি পড়্‌ল মেয়েটির উপরে। এতক্ষণ তার অস্তিত্ব সকলে অবচেতনার মধ্যে অনুভব কর্‌ছিল, একটি ছোট কামরায় আটজন থাক্‌লে যেমন হয়ে থাকে। আমরা ক'জনা এক সঙ্গে আছি, মনকে এ সত্য হয় তো রাঙায় না, কেননা অনেকের মন সুদূরস্থিত প্রিয়জনের সঙ্গ পেতে থাকে। কিন্তু দেহের নৈকট্য দেহের ফোটোপ্লেটের উপর ছাপ রাখ্‌বেই। যদিও সে ছাপকে অনেকে ডেভেলপ করে না, সে সম্বন্ধে সচেতন হয় না।

এক সঙ্গে সকলের দৃষ্টি তার উপরে পড়ায় মেয়েটি অপ্রতিভ হয়ে সোমের উদ্দেশে বলল, "ব্যক্তিবিশেষটি যদি আমি হয়ে থাকি তবে ধন্যবাদটা আমাকে দিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ নিজেকে দিন চিম্পাঞ্জির মতো লাফ দিতে পারেন বলে।"

মেয়েটির প্রথম সম্ভাষণ এই। প্রথম সম্ভাষণেই তাকে চিম্পাঞ্জির সঙ্গে তুলনা করায় সোমের ভারি রাগ হচ্ছিল। কিন্তু Wokingএর দেরি নেই, এখুনি নেমে যেতে হবে। সোম মনে মনে অনেকগুলি জবাব তৈরি করতে লাগ্ল। কিন্তু কোনোটাই যথেষ্ট কড়া অথচ রসাল হয় না। তাই সোম রাগটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেল্তে পারে না।

সোম এক অদ্ভুত সঙ্কল্প করে বস্ল। Wokingএ নাম্বে না। মেয়েটি যে স্টেশনে নাম্বে সেই স্টেশনে নাম্বে। এ জন্যে যদি ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমের শেষ সীমায় যেতে হয় তবু সোম যাবে। মেয়েটিকে সে সহজে ছাড়্বে না। মনকে জিজ্ঞাসা করল, কী শাস্তি দিলে শোধবোধ হয়? মন বল্ল, শাস্তির সেরা শাস্তি চুম্বন। কিন্তু বহু ধৈর্যে বহু ভাগ্যে সম্ভব হয়। সোম বল্ল, পনেরো দিনেও সম্ভব হয় না? মন বল্ল, হয়। যদি তোমার মান অপমান অভিমান বোধটা কম হয়। যদি বুলডগের মতো গোঁ থাকে তোমার।

*

Wokingএ সোম নাম্ল না। জন দুয়েক নেমে গেল ও জন দুয়েক তাদের জায়গা দখল কর্ল।

তারপরেই সোম পড়্ল মুস্কিলে। টিকিটচেকার এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাঁকল, "টিকিট্! টিকিট্।"

মেয়েটি কোন স্টেশনে নাম্বে সোম যদি তা জান্ত তবে নির্ভাবনায় বল্ত, "মত বদ্লেছি। গিল্ড্ফোর্ড যাব না। অমুক স্টেশনের ভাড়া নিয়ে রসিদ দাও।" ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জরিমানা দিতে হয় না, ১০ মাইলের টিকিট কিনে ১০০ মাইল গেলে ৯০ মাইলের অতিরিক্ত দাম দিলেই গোলমাল চুকে গেল।

সোম ভাব্‌ল, জিজ্ঞাসা করি ওঁকে কোন স্টেশনে উনি নামবেন। কিন্তু চরম অভদ্রতা হবে।

টিকিটচেকারকে বল্‌ল, "শোনো। আমি গিল্ড্‌ফোর্ড যাব না ঠিক্ করলুম, কিন্তু কোথায় যে যাব ঠিক্ করিনি! দরকার হলে Penzanceও যেতে পারি, আবার কাছেই কোথাও নেমে পড়্‌তেও পারি। তুমি এক কাজ করো, তুমি আবার যেখানে চেক্ করতে আস্‌বে সেইখানকার ভাড়া নিয়ে রসিদ দাও।"

চেকার বল্‌ল, "সে অনেক দূর। Axminster."

সোম বল্‌ল, "কুছ পরোয়া নেই।"

চেকার বল্‌ল, "আচ্ছা, আপনার জন্যে আমি মাঝখানে দু'একবার আস্‌ব। আপাতত ভাড়া দিতে হবে Whitchurch পর্যন্ত।"

সোম বল্‌ল, "তথাস্তু।"

বিদেশী মানুষের কাছে অদ্ভুত কিছু সকলেই প্রত্যাশা করে। সোমের কাণ্ড দেখে সকলেই একবার গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কাশ্‌ল। সেই মেয়েটিও।

সোম খুশি হলো এই ভেবে যে মেয়েটি তার গোপন সঙ্কল্প টের পায়নি। পরে যখন এক স্টেশনে দু'জনে নাম্‌বে তখন মেয়েটিকে সোম চম্‌কে দিয়ে অনুরোধ করবে, "আমাকে একটা হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন?" তারপরে বল্‌বে, "কাল যদি আমার হোটেলে একবার পায়ের ধূলো দেন?"

এই সব কাল্পনিক কথোপকথন বানাতে বানাতে সোমের সময় বেশ কেটে যাচ্ছিল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ছিলও। সোম মাঝে মাঝে মেয়েটির চোখে চোখ রেখে তার মনের কথা ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। এখন আর মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল না, বরঞ্চ সকৌতুকে সোমকে অধ্যয়ন কর্‌ছিল, যেন সোম চিড়িয়াখানার চিম্পাঞ্জি।

সোমের যতই রাগ হচ্ছিল ততই জেদ বাড়্‌ছিল। এতগুলো লোকের সাক্ষাতে অপরিচিত মেয়েকে ফস্ করে জিজ্ঞাসাও কর্‌তে পারে না যে কেন

আমাকে গাড়ীতে উঠ্তে ইঙ্গিত কর্লেন? চিম্পাঞ্জির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আমোদ পাবেন বলে।

Whitchurch এল। সেই সঙ্গে এল সোমের পূর্বপরিচিত টিকিটচেকার। বলল, "কী ঠিক্ কর্লেন, স্যর?"

সোম লক্ষ কর্ল মেয়েটি নাম্বার উদ্যোগ কর্ছে না। তার সুটকেস নামানো হয়নি, ওভারকোটের বোতাম আঁটা হয়নি। সোম বলল, "কিছুই ঠিক করিনি, চেকার। তুমি যা বল্বে তাই হবে।"

চেকার আপ্যায়িত হয়ে তাকে সল্স্বেরীর রসিদ দিল। তখন সোম লক্ষ কর্ল মেয়েটির মনের চমক মুখে ব্যক্ত হলো। তবে কি মেয়েটি সল্স্বেরী যাচ্ছে? সোম ভাব্ল, যেখানেই যাক্ আমাকে এড়াবার জো নেই। চিম্পাঞ্জিকে শেষ পর্যন্ত সাথীরূপে পাবে।

এখনো মেয়েটি সোমের সঙ্কল্প অনুমান কর্তে পারেনি ভেবে সোমের হাসি চেপে রাখা শক্ত হচ্ছিল। সে আরেকবার মনে মনে রিহার্সাল দিতে লাগ্ল মেয়েটির পিছন পিছন নেমে গিয়ে কী ভাষায় ও কেমন ভদ্রতার সহিত সে তার অনুরোধটি জানাবে। মৃদু হেসে বলবে, Excuse me, এখানকার কোনো হোটেলের সঙ্গে কি আপনার জানাশুনা আছে?...আছে?...ধন্যবাদ। কী নাম বললেন? অমুক হোটেল?...কিছু না মনে করেন যদি তো একটি অনুরোধ পেশ কর্বার অনুমতি প্রার্থনা কর্ব।...অনুমতি মঞ্জুর করেছেন? ধন্যবাদ। কাল যদি আপনার সময় ও সুবিধে থাকে আমার সঙ্গে চা খেয়ে আমাকে অনুগৃহীত কর্বেন কি?...না? বড় দুঃখিত হলুম! অন্য কোনো দিন? অন্য কোন সময়?...অত্যন্ত সুখী হলুম।

এমনি ভাব্তে ভাব্তে সল্স্বেরী এল। তার আগেই মেয়েটি সুটকেস্ নামিয়েছিল। একবার কোটটা ঝেড়ে নিয়ে চুলটা ঠিক করে নিয়ে মুখের উপর দু'বার রুমাল বুলিয়ে মেয়েটি করিডরে গিয়ে দাঁড়াল এবং জানালা দিয়ে দূর থেকে সল্স্বেরীর ক্যাথিড্রাল অন্বেষণ কর্ল।

সোম নাম্‌ছে। টিকিটচেকারের সঙ্গে মুখোমুখি। "কী স্যর, এইখানে নামছেন ?"

"এইখানেই নামছি।"

"অত তাড়াতাড়ি কিসের ? একটু গল্প করা যাক্‌। সল্‌স্‌বেরী এই প্রথম দেখ্‌বেন ?"

"এই প্রথম দেখ্‌ব। (সোমের ভারি অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মেয়েটি অনেক দূর চলে গেছে। এদিকে এ লোকটাও ছাড়ে না।) ভালো কথা, চেকার। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই শিলিংটি তার নিদর্শন।"

সোম জান্‌ত লোকটা হঠাৎ গল্প কর্‌বার জন্যে এতটা উদ্‌গ্রীব হল কেন। শিলিংটা পেয়ে তার গল্প কর্‌বার সাধ মিট্‌ল। সে সেলাম করে সরে গেল।

সোম মেয়েটির গতিবিধির খেই হারিয়ে ফেলেছিল। চেকারকে অভিশাপ দিতে দিতে দৌড়ল। আরেক গেরো ষ্টেশনের গেট্‌-এ। সেখানে ওরা সোমের রসিদ দুটোকে ও টিকিটটাকে বারম্বার উল্টেপাল্টে দেখে। গিল্ডফোর্ডের যাত্রী সল্‌স্‌বেরী এসেছে, ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত তেমনি সন্দেহাত্মক।

কোনো মতে ছাড়া পেল। কিন্তু কোথায় সেই মেয়েটি ? সোম দু'হাতে ট্যাক্সিওলাদের ঠেলে সরিয়ে নিরাশ করে মেয়েটির সন্ধানে চারিদিকে চাউনির চর পাঠাল।

অকস্মাৎ দেখ্‌ল মেয়েটি একটি ট্যাক্‌সিতে বসে তারই দিকে চেয়ে আছে। সোম তীরের মতো ছুটে গেল মেয়েটির কাছে। সোমের রিহার্শাল দেওয়া ভূমিকার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছল। সে বলল "আমাকে কোনো একটা হোটেলে পৌঁছে দিতে পারেন ?"

মেয়েটি বলল, "আসুন। আমিও একটা হোটেলে যাচ্ছি।"

সোম ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেল। মেয়েটির পাশে জায়গা করে নিল। বলে ফেলল, "ইস্‌! আপনাকে কত খুঁজেছি!"

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, "আমাকে।"

"হাঁ, আপনাকেই। আপনার জন্যেই তো সল্‌স্‌বেরী আসা।"

"সত্যি ?"

"আশ্চর্যের কী আছে ; ছুটী কাটাতে বেরিয়েছি। আমার পক্ষে গিল্ড্‌ফোর্ড যা, সল্‌স্‌বেরীও তাই। অধিকন্তু সল্‌স্‌বেরীতে একজন চেনা মানুষ পাব, যে মানুষ ট্রেনে উঠ্‌তে সাহায্য করেছেন, যাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

মেয়েটি নীরব রইল। সোম এক নিঃশ্বাসে কত কথা বলে চলল। সমস্ত পথ সে যত কিছু ভেবেছে ও মনে মনে বলেছে, সেই সব। কিন্তু ট্যাক্সিটা বেরসিকের মতো দশ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেল।

হোটেলের অফিসে গিয়ে মেয়েটি বলল, "আমার বন্ধু ক্যাথরিন ব্রাউন আস্‌তে পারেননি। আমার এই বন্ধুটি তাঁর বদলে এসেছেন।"

মেয়ে-কেরানী বলল, "কী নাম ?"

মেয়েটি সোমের মুখের দিকে তাকাল।

সোম বলল, "সোম।"

তখন মেয়ে-কেরানী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনার নাম মিস্ পেগী স্কট্। কেমন ঠিক্ তো ?"

মেয়েটি বলল, "ঠিক্।"

তখন সোমকে ও মিস্ স্কট্‌কে নিজ নিজ ঘরের চাবী দিয়ে একটি চাকরের সঙ্গে উপর তলায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

*

হোটেলটি প্রথম শ্রেণীর। পরন্তু ঐতিহাসিক। সোম এমন হোটেলে স্থান পেয়ে খুশি হয়েছিল। এই হোটেলে অন্তত এক শতাব্দী ধরে কত লোক এসেছে গেছে, সম্ভবত তারই ঘরে বাস করেছে। কত পুরুষ, কত নারী।

সোম মুখ হাত ধুয়ে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াল। ঠিক lady-killer না হোক সুপুরুষ বটে। বেশ একটু কালো। ভালোই তো। সাদা মানুষের দেশে

সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই যে মিস্ স্কট্ আজ তাকে ট্রেনে উঠ্‌বার ইঙ্গিত করলেন, কোনো সাদা মানুষকে তা করতেন কি?

দেশে থাক্‌বার সময় গোঁফ কামাত। কিন্তু ইংলণ্ডে এসে দেখ্‌ল, সকলেই গোঁফ কামায়। তখন সোম অতি যত্নে গোঁফের চাষ করল, জার্মান কাইজারকে হার মানাবার মতো স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক গোঁফ। ভাব্‌ছিল দাড়িও রাখ্‌বে, কিন্তু কাইজার-মার্কা গোঁফের সঙ্গে কেমন দাড়ি মানায় সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা ছিল না, কেননা স্বয়ং কাইজারের দাড়ি নেই। আর জার্মান দার্শনিক কাইজারলিং-এর দাড়িটা চটকদার বটে, কিন্তু কাইজারলিং-এর দাড়ি রামছাগলের দাড়ির মতো।

আয়নার সাম্‌নে দাড়িয়ে সোম তার গোঁফের প্রসাধন করল। তার ভয় হচ্ছিল চেহারাটা ক্রমশঃ টিপু স্থলতানের মতো হয়ে উঠ্‌ছে মনে করে। ইংলণ্ডে বেশ আছে, কিন্তু দেশে তো একদিন ফিরতেই হবে, তখন আত্মীয় বন্ধুরা ছি ছি করবে। গোঁফটি যতই পুষ্ট হচ্ছে চুলগুলি ততই খাটো হচ্ছে। প্রায় জার্মানদের মতো। ইংলণ্ডে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সেটাও একটা সঙ্কেত।

চায়ের জন্য সোম নীচের তলায় নেমে এল। দেখ্‌ল মিস্ স্কট্ তখনো আসেন নি। তিনি যে আস্‌বেনই সে কথা সোমকে বলেন নি। বস্তুত তিনি হোটেলে উঠে অবধি সোমকে একটিও কথা বলেন নি। ট্যাক্সিতে ও ট্রেনে যা বলেছিলেন তা এত স্বল্প যে সোমের মুখস্থ হয়ে গেছ্‌ল।

তবু সোম tea for two ফরমাস করল। এবং চাকরকে বল্‌ল, "যাও দেখি, আমার বন্ধুনীটিকে খবর দাও।" তারপর ভাব্‌ল, চাকরের কাছে "বন্ধুনী" বলাটা কি সঙ্গত হয়েছে; "বন্ধুনী" কথাটিতে কত যে রহস্য, কথাটি কত যে aesthetic, নিম্নশ্রেণীর লোক তার কীই বা বুঝ্‌বে? বরঞ্চ একটা moral প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে কতকটা বুঝ্‌ত। "Friend" না বলে বলা উচিত ছিল "finenceée." অর্থাৎ ভাবী বধূ।

মিস্ স্কট্ চায়ের আয়োজন দেখে বললেন, "আমি তো চা দিতে বলিনি।"

সোম বলল, "আপনার হয়ে আমি বলেছি ধরে নিন।"

"অন্যায়! বড় অন্যায়!"

"সেজন্যে আমার উপর অবসর মতো রাগ করবেন, কিন্তু এখন দয়া করে mother হোন দেখি।" (ইংরেজ পরিবারে মা সবাইকে খাবার বেঁটে দেন। সেই থেকে mother কথাটার এক্ষেত্রে অর্থ, যিনি চা তৈরি করে দেন।)

মিস্ স্কট্ সোমের পেয়ালা টেনে নিয়ে বললেন, "চিনি খান?"

"খুব খাই। না, না, দুটোতে আমার কুলবে না, চার্‌টে দিন। ও কী! পাঁচটা—সাতটা! (মিস্ স্কটের হাত চেপে ধরে) মাফ কর্‌বেন। সত্যি এত চিনি আমি খাইনে।"

মিস্ স্কট্ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোমের পেয়ালার ভিতর চামচ পূরে গোটা তিন চিনির ঢেলা তুল্‌লেন ও কেট্‌লী থেকে পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন।

সোম বলল, "থাক্, থাক্, ঐ থাক্। আধ পেয়ালা চা আধ পেয়ালা দুধ। হাস্‌ছেন? কিন্তু কখনো খেয়ে দেখেননি কী উপাদেয় পানীয়। অবশ্য লোকে এ জিনিসকে চা বলে না। সেইজন্যে আমি এর নাম দিয়েছি 'Tilk'. তার মানে Tea আর Milk; ব্যাকরণ মানিনে; হয়ে গেল 'Tilk' কেমনে তা জানিনে।"

মিস্ স্কট্ বললেন, "যেমন Joynson-Hicks থেকে Jix!"

সোম বলল, "যেমন Breakfast আর Lunch মিলে Brunch!"

দুজনে হাস্‌তে লাগ্‌ল!

সোম বলল, "আপনি চিনি নিলেন না?"

মিস্ স্কট্ বললেন, "আমার চিনির দরকার করে না।"

"সেকথা সত্যি। যে নিজে মিষ্টি তার পক্ষে মিষ্টি বাহুল্য।

মিস্ স্কট্ কোনো দিকে না চেয়ে আপন মনে মৃদু হাস্‌লেন।

সোম তাঁর দিকে রুটি মাখন কেক ইত্যাদি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আজ্ঞা করুন।"

তিনি তেমনি মৃদু হেসে একখানি crumpet নিলেন ও ছুরী দিয়ে সেটিকে কাট্‌লেন। বললেন, "ধন্যবাদ, মিস্টার সোম।"

সোম বল্‌ল, "আমার নাম কী করে জান্‌লেন?"

মিস্‌ স্কট্‌ বললেন, "আপনার নিজ মুখে শুনে।"

"আপনি বেশ মনে রাখ্‌তে পারেন।"

"আপনি বেশ compliment দিতে পারেন।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। চা খাওয়া এগোতে লাগ্‌ল। কিন্তু চুপ করে থাকা সোমের স্বভাবে নেই। সোম বলল, "Trumpetখানা কেমন লাগ্‌ছে?"

মিস্‌ স্কট্‌ সবিস্ময়ে বললেন, "Trumpet!"

সোম বল্‌ল, "Crumpetকে আমি Trumpet বলি।"

"ওঃ!"

আবার নীরবতা। সোম বাক্যালাপের উপলক্ষ্য খুঁজ্‌ল। বল্‌ল, "আরেক খানা Trumpet নিন্‌।"

মিস্‌ স্কট্‌ বল্‌লেন, "ধন্যবাদ।" তার মানে, "না।"

সোম একটু আহত বোধ কর্‌ল। তখন তার মনে পড়ে গেল মান অপমান অভিমান বোধটা এরূপ ক্ষেত্রে কম থাকা ভালো। কেননা মেয়েরা পুরুষদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিয়ে থাকে। বাজিয়ে নিতে ভালোবাসে।

সোম নকল হাসি হেসে বল্‌ল, "Trumpet ভালো লাগ্‌ল না। তবে কিছু Kiss-Fake নিয়ে দেখুন।"

মিস্‌ স্কট্‌ আসল নামটা আন্দাজ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। পারলেন না। কিন্তু সোম যখন জিনিসটা বাড়িয়ে দিল তখন জোরে হেসে বললেন, "ওঃ! বুঝেছি! Fish-Cake। হা হা হা।"

সোম বলল, "এই যে Fish Cake কে বললুম Kiss-Fake এ ধরণের উল্টো পাল্টা কথাকে বলে Spoonerism. ডক্টর স্পূনারের গল্প শুনেছেন?"

মিস্‌ স্কট্‌ সকৌতূহলে বললেন, "কই? নাঃ।"

"তবে শুনুন। ডক্টর স্পূনার তাঁর Well-oiled bicycle চড়ে কলেজে পড়াতে যেতেন। ছেলেরা একবার জিজ্ঞাসা করল, 'স্যর, আপনি কিসে করে কলেজে আসেন?' তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমার একটি Well boiled icicle আছে'।"

মিস্ স্কটের উচ্চ হাস্য।

সোম বলল, "তখন থেকে ছেলেরা মজার মজার কথা বানিয়ে তাঁর নামে চালাতে থাকল। "Three cheers for the dear old Queen' বলতে গিয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, "Three cheers for the Queen old Dean."

মিস্ স্কটের উচ্চতর হাস্য। সোমের যোগদান।

যে ঘরে বসে তারা চা খাচ্ছিল সে ঘরে অনেকে ছিল। হাসির শব্দ শুনে কালো মানুষটির দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল। সোম জানত ওটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য। কৌতূহলকে চেপে রাখার নামান্তর। কিন্তু মিস্ স্কট্ সম্ভবতঃ ভাবলেন যে কালো মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়াটা সাদা মহাপ্রভুদের পছন্দ হচ্ছে না।

তিনি তাঁর মুখের হাসির সুইচ্ টিপে দিলেন। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। পাছে সোম কিছু মনে করে এই বিবেচনায় বললেন, "আরেক পেয়ালা দিই?"

সোম বলল, "ধন্যবাদ।" অর্থাৎ, "না।" সোমও "না" বল্‌তে জানে।

এর পরে মিস্ স্কট্ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "যাই। আমাকে একখানা চিঠি লিখ্‌তে হবে।"

সোম নাছোড়বান্দার মতো সঙ্গে সঙ্গে চলল। বলল, "আমাকেও।"

লাউঞ্জে চিঠি লেখার সরঞ্জাম ছিল। মিস্ স্কট্ ও সোম দুজনেই কিছু খাম ও কাগজ নিয়ে কলম কাম্‌ড়াতে লাগ্‌ল। চিঠি লেখা শেষ করে উঠ্‌তে তারা ঘণ্টাখানেক সময় নিল। সোম লিখ্‌ল তার বন্ধু প্রভাতকে। মিস্ স্কটের সঙ্গে তার পরিচয় ও সম্বন্ধকে বাড়িয়ে লিখ্‌ল। যেন সে ঈস্টারের ছুটীতে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। প্রথম দিনেই একটি রাজ্যজয়।

মিস্ স্কট্ লিখলেন তাঁর বন্ধুনী ক্যাথরিনকে। কী লিখলেন বোঝা গেল না। কিন্তু লিখতে লিখতে হাসছিলেন। তাই দেখে সোমের মনে হচ্ছিল সোমের মুখ থেকে শোনা হাসির কথাগুলি টুকছিলেন। কিম্বা হয়তো লিখছিলেন একটি চিম্পাঞ্জি আমার সঙ্গ নিয়েছে।

মিস্ স্কট্ বল্লেন, "এবার চিঠি দু'খানা ডাকে দিয়ে আসা দরকার। দিন্, আমি দিয়ে আসি।"

সোম বল্ল, "ধন্যবাদ! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে চিঠির বাক্সটা চিনে রেখে আসি।"

চিঠি দু'খানা হোটেলের চাকরকে দিলেই চল্ত। কিন্তু তারা একটু বেরিয়ে আস্তে উৎসুক হয়েছিল। নতুন সহরে এসে পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভারি ইচ্ছে করে। মিস্ স্কট্ উপরে গেলেন তাঁর হ্যাট ও কোট পরে আস্তে। সোম ততক্ষণ নীচের তলায় পায়চারি কর্তে থাক্ল।

চিঠির বাক্স কাছেই ছিল, তবু তারা ডাকঘরের বাক্সে চিঠি দেবে স্থির করে এগিয়ে চলল। শহরটিতে একটি ছোট খালের মতো নদী—ইংলণ্ডের বহুতর নদীর মতো এরও নাম Avon. শহরটি ছোট, রাস্তাগুলির কাটাকুটি শহরটিকে দাবা খেলার ছকের মতো করেছে।

সোম খুশি হয়ে বল্ল, "লণ্ডনে থেকে আমার হাঁফ ধরে গেছে, মিস্ স্কট্—যদিও লণ্ডন আমার কাছে স্বদেশের মতো প্রিয়। সল্স্বেরীতে যদি আমার বাড়ী থাক্ত, আমি রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জার হয়ে লণ্ডন যাতায়াত কর্তুম।"

মিস্ স্কট্ বললেন, "আমি হলে পারতুম না। বড্ড সকালে উঠ্তে হত।"

"বেশী রাত করে ঘুমতে যান বুঝি?"

"না, এগারোটায়।"

"তা হলে আরেকটু সকাল সকাল ঘুমতেন।"

"সল্স্বেরীতে থাক্লে? হা হা। বাড়ী পৌছতেই ন'টা বাজ্ত। কাজ,

আর কাজ কর্‌তে যাওয়া, আর কাজ করে ফেরা। নিজের বলে একটু সময় থাকৃত না।"

"খুব খাটুনি বুঝি ?"

"খুব। কিন্তু খাট্‌তে আমার ভালোই লাগে। আবার মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে পালাতেও সাধ যায়। কিন্তু রোজ ট্রেনে বসে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘেন্না ধরে যাবে বুঝি !"

"আজকেও ঘেন্না ধরে গেছে বুঝি !"

"বিলক্ষণ। ক্যাথ্‌রিনটা এমন করে দাগা দেবে কে জান্‌ত, বলুন। একসঙ্গে আসার সমস্ত ঠিকঠাক। আমি এলুম সল্‌স্‌বেরী, ও গেল ব্ল্যাকপুল।"

"বড় ভাবনার কথা বটে !"

"ঠাট্টা কর্‌ছেন।"

"কে, আমি ? না। আমি ভাব্‌ছিলুম আপনি কেন ব্ল্যাকপুল গেলেন না। সেও তো একসঙ্গে যাওয়া হত।"

"বা রে, আমি কী কর্‌তে ওদের সঙ্গে যাব ?"

"বুঝেছি। ক্যাথ্‌রিন নেহাৎ নিঃসঙ্গ ছিল না। মাঝখান থেকে আপনিই নিঃসঙ্গ হলেন। কেমন ?"

মিস্ স্কট্ এর উত্তরে নতমুখী হলেন। বল্‌লেন "আজ তো নিঃসঙ্গ নই। কাল কী হবে বলা যায় না।"

সোম কোমল কণ্ঠে বল্‌ল, 'বলা যায়। কালও নিঃসঙ্গ হবেন না।"

মিস্ স্কট্ নীরব। সোম বল্‌ল "ভালো কথা, আপনার উপর আমি রাগ করেছি।"

(চমকে উঠে) "কেন ?"

"অনুমান করুন।"

"কর্‌তে পার্‌ছিনে। সত্যি বল্‌ছি।"

"আমাকে চিম্পাঞ্জি বলেছেন।"

"চিম্পাঞ্জি বলেছি ! কখন ?"

"মাত্র একটিবার আপনি কথা বলেছেন ট্রেনে। মনে পড়ে না?"

"সত্যি আমার স্মরণশক্তি ভাল নয়। ও কথা বলে থাকি তো ক্ষমা চাইছি।"

"আপনি বড্ড ভালোমানুষ। আমি হলে ক্ষমা চাইতুম না, বল্‌তুম চিম্পাঞ্জির মতো লাফ দিয়ে ট্রেনে ওঠা মানুষের পক্ষে প্রশংসার কথা।"

"বাস্তবিক। আপনার সাহসের সুখ্যাতি কর্‌তে হয়।"

"আবার ভালমানুষী কর্‌লেন! আমি হলে সুখ্যাতি করতুম না। বল্‌তুম ওটা একটা বেআইনি কাজ। চোর ডাকাতের যোগ্য।"

"তাই তো। অন্যায় করে ফেলেছেন।"

"অন্যায় কিসের? প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুক্‌বার সময় আমাকে একমিনিট আট্‌কে রেখেছিল কেন? তারপর আমাকে দৌড়তে বলেছিল কেন? ট্রেনেরই উচিত ছিল আমার জন্যে দাঁড়ানো।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"কিন্তু তাতে অন্যান্য যাত্রীদের সময় নষ্ট হয়। তারা punctual হয়েও পস্তাবে, এটা কি ন্যায়সঙ্গত?"

"না, ন্যায়সঙ্গত নয়।"

"ন্যায়সঙ্গত না হলেও ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে এক আধটা ব্যতিক্রম মন্দ নয়। ধরুন আমি যদি একজন স্থূলকায়া মহিলা হয়ে থাক্‌তুম।"

মিস্ স্কট্ ভীষণ হাস্‌তে লাগ্‌লেন। সোম তাঁকে আরেকটু হাসাবার জন্য বলল, "কিম্বা ধরুন সত্যিকারের চিম্পাঞ্জি!"

মিস্ স্কট্ ক্লান্ত হয়ে বললেন, "Oh, dear!"

*

ডিনারের পরেই কেউ শোবার ঘরে যায় না। অতএব ওরা বস্‌বার ঘরে গিয়ে তাসখেলা দেখ্‌তে বস্‌ল। ওরাও খেলায় যোগ দিত, কিন্তু মিস্ স্কট্ ভালো খেল্‌তে

পারেন না বলে রাজি হলেন না এবং সোম এত ভালো খেলতে পারে যে খেলা জিতে অনেক টাকা পেত—সেটা একজন বিদেশীর পক্ষে ভালো দেখায় না।

কাজেই তারা নিঃশব্দে অন্যান্যদের ব্রিজ্ খেলার দর্শক হল। সোম একজনের হাত চেয়ে নিয়ে দেখ্‌লে ও তাঁর পরামর্শদাতা হলো। মিস্ স্কট্ যে মেয়েটির dummy হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে প্রবৃত্ত হলেন।

খেলার সময় সময়জ্ঞান থাকে না। সোমের নেশা লেগে গেছ্‌ল। সে মিস্ স্কটের উপস্থিতি বিস্মৃত হয়েছিল। প্রতিপক্ষের হাতে ক'টা ও কোন কোন রং আছে সেই কল্পনায় সে বিভোর। পরামর্শগ্রহীতার উৎসাহকেও তার উৎসাহ ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর হারজিৎ যেন তার নিজের হারজিতেরও বেশী। তিনি হারলে সোমের মুখ দেখানো কঠিন হয়, সে যে পরামর্শ দিয়েছে। তিনি জিৎলে সোম সবাইকে সিগ্‌রেট বাড়িয়ে দেয়। বলে, "নিতে আজ্ঞা হোক।"

অবশেষে এক সময় খেলার ব্যবধানে মিস্ স্কট্ সকলকে এক সঙ্গে বললেন, "গুড্ নাইট্।" সকলে সবিনয়ে বলল, "গুড্ নাইট্।" দুটো একটা ভদ্রতার কথাও বলা হলো। যেমন, "কালকে তো আপনাকে আমরা এই হোটেলে পাচ্ছি।"

মিস্ স্কট্ বিশেষ করে সোমকে "গুড্ নাইট্" না বলে চলে গেলেন। এটা সোমের মর্মে বিধ্‌ল। তার আর খেলায় মন বস্‌ল না; রাত্রে মিস্ স্কটের সঙ্গে এই শেষ দেখা, একথা ভাবতে তার মন কেমন করছিল। অথচ সাড়ে দশটা বেজে গেছে, দেখা হবার সুযোগও আর ঘট্‌বে না!

কিছুক্ষণ যাব কি যাব না করে সোমও বিদায় নিল। তার পরামর্শগ্রহীতা তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং প্রতিপক্ষের ভদ্রলোক ও মহিলা বললেন, "কাল আপনাকে সম্মুখ সমরে নাম্‌তে হবে কিন্তু।" আর সেই যে মহিলাটি dummy হয়েছিলেন তিনি বললেন, "শুধু আপনাকে নয়, আপনার বন্ধুনীকেও।"

আমার বন্ধুনী! সোম দুঃখের হাসি হাস্‌ল! উপরে গিয়ে কাপড় ছাড়্‌ল, মুখ হাত ধুল, চুলে বুরুশ লাগাল, পা মুছ্‌ল। তারপর বিছানায় উঠে আলোটা নিবিয়ে দিল, অত্যন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল বলে তার বেশ ঘুম পেয়েছিল।

আগুন নিয়ে খেলা

সোম চোখ বুঁজে ঘুমের প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ শুনল কে যেন টোকা মারছে—টুক্ টুক্ টুক্। দরজায়, না দেওয়ালে? দেওয়ালে। কোন্ দেওয়ালে? সোম কান খাড়া করল। বিছানার পাশের দেওয়ালেই। টুক্ টুক্ টুক্।

ওপাশের ঘরটা মিস্ স্কটের। মিস্ স্কট্ এখনো ঘুমননি? দুষ্টু মেয়ে। আমাকে ফেলে পালিয়ে আসার কী দরকারটা ছিল! এতক্ষণ বুঝি আমার জন্যে জেগে থাকা গেছে?

সোম উত্তর দিল—ঠক্ ঠক্ ঠক্। তার তো মেয়েমানুষের হাত নয়। তার আঙুলের আওয়াজ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

তার উত্তরে দেওয়ালের ওপরে শুধু যে টুক্ টুক্ টুক্ বেজে উঠল তাই নয়, দরজার ফাঁক দিয়ে হাসির শব্দ এল, খিল খিল খিল!

দুষ্টু মেয়ে। সারাদিন মুখে রা ছিল না। কী কপট গাম্ভীর্য! ট্রেনে সেই যে চিম্পাঞ্জি বলা তার পরে আর কথা নেই। হোটেলে ও পথে আমি যত কথা বলেছি উনি তার সিকিও বলেন নি।

সোম কী উপায়ে আনন্দ জ্ঞাপন করবে ভেবে পেল না। কতবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ করতে থাকবে? জোরে হেসে উঠতে তার সাহস হচ্ছিল না। কেননা তার ঘরের একদিকে যেমন মিস্ স্কটের ঘর অপরদিকে তেমনি কোন এক অপরিচিত জনের। মিস্ স্কটের ঘরটাই হোটেলের এই দিকের শেষ ঘর বলে মিস্ স্কটের ভয় ছিল না।

বিছানা ছেড়ে মিস্ স্কটের দরজায় টোকা মেরে তাঁকে ডাকবে? করিডরে কিছুক্ষণ পায়চারি করবে তাঁকে নিয়ে?

হায়রে দুর্ভাগ্য! সোম ড্রেসিং গ্রাউন আনেনি। এই কাপড়ে বাইরে যাওয়া যায় না, বেড়ানো যায় না। মিস্ স্কট্ দেখলে নেহাৎ যদি মূর্চ্ছা না যান একেলে মেয়ে বলে, তবু অন্য লোক দেখে ফেললে কী ভাববে, ভেবে 'দূর' 'দূর' করে তাড়িয়ে দেবেন।

বিছানার থেকে জানালা খুব কাছেই। এ ঘরের জানালা থেকে ও-ঘরের

জানালাও খুব কাছে। সোম বিছানা ছেড়ে জানালার চৌকাঠের উপর বসল। বসে মিস্ স্কটের জানালার কাচের গায় টোকা মারল।

মিস্ স্কট্ ধড়ফড়িয়ে জানালার কাছে এলেন। সভয়ে বললেন, "কে?"

উত্তর হলো, "চিম্পাঞ্জি।"

"চিম্পাঞ্জি? লাফ দিয়ে আস্বেন না তো?"

"যদি আসি?"

"না, না।" (মিনতির স্বরে)

"ভয় নেই, আমি চেষ্টা কর্লেও পার্ব না।"

মিস্ স্কট্ নীরব।

সোম ডাক্‌ল, "মিস্ স্কট্?"

উত্তর হলো, "ইয়েস্?"

"পালিয়ে এলেন কেন?"

"ঘুম পাচ্ছিল বলে।"

"ঘুম আসেনি কেন?"

"ভাবছিলুম বলে।"

"কী ভাবছিলেন?"

"একজনের কথা।"

"ক্যাথরিনের কথা?"

"না।"

"আপনার boyএর কথা?"

"Boy আমার নেই।"

"তবে কার কথা?"

"চিম্পাঞ্জির।"

"চিম্পাঞ্জির এত ভাগ্য!"

"ভাব্‌ছিলুম আজকের দিনটা কী অদ্ভুত।"

“আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম।”

“আপনি খেলা ছেড়ে উঠে এলেন কেন?”

“আপনি উঠে এলেন কেন?”

“ঐ যে বল্‌লুম ঘুম পাচ্ছিল।”

“আমারও। আমি আজ ভোরে উঠেছি কি না।”

“আপনার কোথায় যেন যাবার কথা ছিল?”

“গিল্ড্‌ফোর্ড্‌।”

“গেলেন না কেন?”

“আপনিই বলুন।”

“সল্‌স্‌বেরীতে নাম্‌লেন কেন?”

“আপনাকে তো ওকথা ট্যাক্সিতে বলেছি?”

“আপনি ভারি খারাপ লোক।”

“আমাকে আপনার ভয় কর্‌ছে?”

“কারুকে আমার ভয় করে না।”

“ধরুন যদি আমি লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকি?”

“চীৎকার করে পাড়া মাথায় কর্‌ব।”

“যদি মুখ চেপে ধরি?”

“কাম্‌ড়াব।”

“তবে তো আপনি চিম্পাঞ্জিকেও ছাড়িয়ে যান।”

“আমি সব পারি।”

“লাফ দিয়ে এ ঘরে আস্‌তে পারেন?”

“পারি। কিন্তু তার দরকার নেই।”

“তবে আর রাত জাগেন কেন? ঘুমতে যান।”

“তাই যাই।”

“যাবার আগে একবার হাতটা বাড়িয়ে দিন, বিদায় ঝাঁকুনি দিন।”

আগুন নিয়ে খেলা

মিস্ স্কট্ হাত বাড়িয়ে দিলেন। সোম খপ্ করে মুখের কাছে টেনে নিল। সোম চুম্বন করতেই মিস্ স্কট্ অগ্নিপৃষ্টের মতো ঝপ্ করে কেড়ে নিলেন।

সোমের সঙ্কল্প অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হল। সে মেয়েটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এল, মেয়েটিকে প্রকারান্তরে চুম্বনও করল। সে আজ উঠে কার মুখ দেখেছিল? তখন কি ভাবতে পেরেছিল দিনটি এমন সুখদ হবে? সোম সাধারণত যা করে না তাই করল। সেই ভগবানকে স্মরণ করল যিনি সুখীর ভগবান, সার্থকের ভগবান। দুঃখের দিনে আমিই আমার বন্ধু, সুখের দিনে তিনি আমার অতিথি।

৬

শেষের দিনের শেষ

কফি খাওয়া আর ফুরয় না। একবার চুমুক দেয় তো দশ মিনিট ভাবে। থেকে থেকে মুচ্‌কি হাসি হাসে। যেন শক্ত চাল চেলেছে। তবু কোনো চালেই কিস্তি মাৎ হয় না। নতুন করে চাল চাল্‌তে হয়।

এমনি করে সময় যায়! কফিও জুড়িয়ে কাদা। দুজনের ধ্যান ভাঙিয়ে দিয়ে হিল ঘরে ঢুকে বলে, "আরো কিছু দিয়ে যেতে হবে, ম্যাডাম?"

পেগী ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়।

"স্যর?"

সোম বলে, "না, ধন্যবাদ।"

তখন কফির ভুক্তাবশেষ স্থানান্তরিত করে হিল বলে, "তবে কি আমরা বিশ্রাম করতে যেতে পারি?"

সোম পেগীর মুখে তাকায়!

পেগী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। কথা বললে যদি তার ভাবনার খেই হারিয়ে যায়।

হিল bow করে বলে, "গুড নাইট্‌, ম্যাডাম। গুড নাইট্‌, স্যর।"

অগত্যা পেগীকেও বল্‌তে হয়, "গুডনাইট্‌, মিস্টার হিল।" সোম তো বলেই।

বাড়ীর সকলে ঘুমতে গেল। পাড়ার সকলে ঘুমিয়ে। এগারোটা বেজে গেছে। ছোট গ্রামের পক্ষে সেই অনেক রাত। চারিদিক নিঝুম।

সামনে যে ছোট টেবিলটা ছিল তার উপর দুই হাতে মুখ ঢেকে পেগী নিদ্রার আয়োজন করল। তার চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, তবু হাসি-হাসি। তার চুলগুলি

আলু থালু, গালের উপর মুখের উপর পড়েছে। ডান হাত দিয়ে বাম বাহুকে ও বাম হাত দিয়ে ডান বাহুকে জড়িয়ে ধরে পেগী মাথা গুঁজ্‌ল।

এই তার রণকৌশল। এই তার ব্যূহরচনা। সোমের সাধ্য কী যে তাকে স্থানচ্যুত করে!

যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারের সাম্‌নের দু'টো পায়াকে পেগী দুই পা দিয়ে লতার মত করে জড়াল। সোম যদি তার হাত ধরে টানাটানি করে কৃতকার্য হয় তবু চেয়ারকে উল্টে না ফেলে বিকট আওয়াজ না করে কার্পেটে আঁচড় না লাগিয়ে তাকে নড়াতে পার্‌বে না। তার আগে হিল-দম্পতীর ঘুম ভাঙ্‌বে, বাড়ীতে চোর পড়েছে ভেবে তারা পাড়ার লোককে ডাক দিয়ে জাগাবে, সোমের অবস্থা হবে সঙীন এবং পেগীর মুখ হবে রঙীন। তখন যা হয় একটা মিথ্যে ঘটনা বানিয়ে বলা যাবে।

পেগীর তন্দ্রা লেগে আস্‌ছে এমন সময় সোম আচম্‌কা উঠে দাঁড়াল এবং পেগীর উদ্দেশে "গুড্ নাইট্" বলে লঘু পদপাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উপরতলায় তাদের ঘর। সোম মোমবাতিটা জ্বেলে দিয়ে ম্যাণ্ট্‌লপীসের উপর রাখল। এসব অঞ্চলে ইলেক্‌ট্রিকের চলন হয়নি।

হঠাৎ বিছানার দিকে চেয়ে তার চক্ষু চড়কগাছ। একটি মাত্র খাট—তাতে দু'জনের চারটে বালিশ। দুপুর বেলা ঘর দেখতে এসে সোম হিলকে বলেছিল, "এই বড় খাট্‌টা বের করে নিয়ে এর জায়গায় দু'টো ছোট খাট পেতে দিতে পার্‌বে?" হিল বলেছিল, "এত বড় খাটকে দরজা দিয়ে বের করা যায় না, স্যর। মিস্ত্রি ডেকে পায়াগুলো খোলাতে হয়।" সোম বলেছিল, "তা হলে এই সোফাটাকে সরিয়ে এর জায়গায় একটা ছোট খাট পাততে হবে।"

হিল কথা রাখেনি। হিলের বৌ দু'জনের বিছানা একসঙ্গে করা সোজা এবং স্বাভাবিক বলে তাই করে রেখেছে। সোম অতি কষ্টে বিরক্তি দমন করে সোফার উপর গোটা দুই বালিশ ও একখানা চাদর সহযোগে নিজের জন্যে

স্বতন্ত্র শয্যা রচনা কর্‌ল। নতুবা পেগীর কাছে মুখ দেখানো যায় না। পেগী ভাববে, বিশ্বাসঘাতক! কুচক্রী!

সোম কাপড় ছেড়ে মুখ ও মাথা ধুয়ে চুলে ব্রাশ্ দিয়ে সঙ্কীর্ণ সোফাটিতে কায়ক্লেশে গা এলিয়ে দিল। মোমবাতিটি নিবিয়ে দিল না। যদি পেগী এসে অন্ধকারে দেশলাই না খুঁজে পায়।

সোমের ঘুম আস্‌ছিল না। তার দেহমন পেগীর আসার অপেক্ষা কর্‌ছিল এবং পেগীর দেহমনকে আয়ত্তের মধ্যে পাবার উপায় উদ্ভাবন কর্‌ছিল। তার কামনা বাগ মান্‌ছিল না, তবু তার আত্মসম্মানবোধ তীব্রতর হয়েছিল। পেগীকে সে আততায়ীর মতো আক্রমণ করবে না, বাঞ্ছিতের মতো অধিকার কর্‌বে— এই তার মনস্কামনা। কিন্তু পেগী এত বিমুখ কেন? আনন্দটা কি পেগীর ভাগে কিছু কম পড়্‌বে? কিম্বা পেগী একটু খোসামোদ চায়, হাতে পায়ে ধরে রাজি করানো, আত্মহত্যার ভয় দেখানো—সাধারণ কামুকদের যত কিছু উপচার?

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ? পেগীর? সোম চট্ করে চোখ বুঁজ্‌ল, গভীর নিদ্রার অভিনয় কর্‌তে হবে, পেগী জানুক যে সোম তার জন্যে কেয়ার করে না, পেশাদার প্রেমিকের মতো জাগে না।

পেগী কপাটে দু'বার টোকা মার্‌ল। সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকল, জানালাটাতে ফাঁক ছিল, সযত্নে বন্ধ করে দিল। তখনো মোমবাতি মিট মিট কর্‌ছিল। তার নির্বাণোন্মুখ অবস্থা। তারই আলোয় দেখ্‌ল সোম সোফায় শুয়ে। খাটের দিকে চেয়ে দেখে বিরাট খাট। তাতে অনায়াসে দু'জনকে ধরে। এত বড় প্রলোভনকে উপেক্ষা করে সোম সোফায় কোনোমতে আড়ষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে।

ঠিক ঘুমিয়ে তো? পেগী দুষ্টুমি করে মোমবাতিটি সোমের মুখের 'পর তুলে ধর্‌ল। এক ফোটা গলানো মোম সোমের কপালের উপর টলে পড়্‌ল, সোম একটুও 'উহু' করে উঠ্‌ল না। কেবল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত কর্‌ল। পেগী সযত্নে ও সখেদে ওটুকু জমাট মোম সোমের কপাল থেকে নখ দিয়ে খুঁটে নিল।

বাতি যথাস্থানে রেখে সে সসঙ্কোচে কাপড় ছাড়্তে লাগ্ল। তার ভয় হচ্ছিল পাছে সোম খস্ খস্ শব্দ শুনে চোখ মেলে চায়, দেখে ফেলে।

সোম দু'বার খক্ খক্ করে কাশ্ল। পেগী ত্রস্ত হয়ে এক ফুঁয়ে বাতিটি নিবিয়ে দিল। সোম পাশ ফির্ল। তার ঘুম ভাঙ্বার মুখে। পেগী শশব্যস্ত হয়ে কাপড় ছাড়া শেষ কর্ল।

সোম সহজ স্বরে বল্ল, "বাতিটা নিবিয়ে ভালো করোনি, পেগ্। আমার চোখ তোমাকে দেখ্ছে, তোমার চোখ টের পাচ্ছে না।"

পেগী লজ্জায় মরে গিয়ে বল্ল, "তুমি ঘুমও নি?"

"না।"

"আমি যখন এলুম জান্তে পেরেছিলে?

"নিশ্চয়।"

"তবে তোমার কপালে মোমের ফোঁটা পড়ে যাওয়াও অনুভব করেছ?"

"ভাবছিলুম তুমি ইচ্ছে করে ফেলেছ।"

"না গো, সত্যি বল্ছি, ইচ্ছে করে ফেলিনি।"

"ইচ্ছে করে ফেলেছ ভেবে আমি কত খুশি হয়েছিলুম, পেগ্। আমার দেশে বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেয়। আমার যদি এদেশে একটি বোন থাকৃত।"

"বেশ্ তো! আমিই তোমার বোন হব।"

"কখনো না।"

"তবে কী হব?"

"স্ত্রী।"

"এখনো তোমার সেই খেয়াল আছে?"

"প্রবলভাবে আছে, পেগ্।"

পেগী এতক্ষণে বিছানায় আরাম করে শুয়েছিল। লেপটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে সোমকে বল্ল, "বেচারা সোম! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

সোম বল্‌ল, "হঠাৎ ?"

"তুমি সোফায় শুয়ে কষ্ট পাচ্ছ। একটা মোটা কম্বলও নেই গায়ে দেবার। শীতে কাঁপবে।"

"তা বলে তুমি তো তোমার সুখশয্যায় ঠাঁই দেবে না।"

"দিতুম, যদি ভাই হতে।"

"চাইনে ঠাঁই, যদি ভাই হতে হয়।"

"সারারাত কষ্ট পাবে ?"

"সারারাত কষ্ট পাব আর ভাব্‌ব মিথ্যা সম্বন্ধ পাতিয়ে সত্য সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করিনি।"

"একটা রাতের জন্যে এত সত্যসন্ধ হবে ? কাল এতক্ষণে তুমি কোথায় আর আমি কোথায়, সোম ?"

"ভগবান জানেন। আমি আশা ছাড়্‌ব না।"

"নিজেকে ভোলাতে চাও তো ভোলাও। কিন্তু নির্বোধ তুমি, এমন গরম এবং নরম বিছানা হারালে !"

সোম কথা কইল না।

পেগী বল্‌ল, "ঘুমুলে ?"

"না।"

"আমারও ঘুম আস্‌ছে না।"

"আমার ভয়ে ? আমি অভয় দিচ্ছি পেগ্‌, নিদ্রিতা নারীকে আমি আক্রমণ করব না।"

"সোম।"

"কী ?"

"আমার মাথার কাছে বসো এসে।"

"হঠাৎ ?"

"এমনি।"

"পূর্বরাগ বুঝি ?"

"দূর।"

"তবে আমি যাব না।"

"এসো, লক্ষ্মীটি।"

সোম সোফা ছেড়ে পেগীর শিয়রে বস্‌ল। পেগী তার একটি হাত টেনে নিয়ে মুখে ছোঁয়াল। বল্‌ল, "ডার্‌লিং।" কিছুক্ষণ কেটে গেল। তখন পেগী বল্‌ল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, সত্যি বল্‌বে ?"

"তোমার কাছে মিথ্যা বল্‌তে পারি ?"

"বলো আমার 'পরে তোমার শ্রদ্ধার কণামাত্র বাকী আছে ?"

"কেন ওকথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে ?"

"তুমি বলো আগে।"

"তুমি আগে বলো।"

"এই ধরো তুমি আমাকে কাপড় ছাড়্‌তে দেখলে। (লজ্জায় মুখ ঢেকে) ছি ছি ছি।"

"তার জন্যে যদি অশ্রদ্ধা কর্‌তে হয় তবে বল্‌তে হয় কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করে না।"

"করে না, সে তো জানা কথা।"

"আমি এমন অনেক স্বামীর নাম কর্‌তে পারি যারা তাদের স্ত্রীদের দেবতার মতো ভক্তি করে।"

"তা হলে বল্‌তে হবে তারা এক ঘরে রাত কাটায় নি।"

"Silly! তাদের ছেলেপুলে আছে।"

"তা হলে দেবতার মতো ভক্তি করাটা লোক দেখানো।"

"না গো, তা নয়। সমুদ্রে আমরা সাঁতার কাটি বলে, সমুদ্রকে কম ভক্তি করিনে। দেহও সমুদ্রের মতো প্রাকৃতিক বিস্ময়। তাকে দেখে আনন্দ, স্পর্শ করে আনন্দ, সর্বাঙ্গে অনুভব করে আনন্দ।"

"আমার বিশ্বাস হয় না। ধরো আজ যদি আমি নিজেকে দিই কাল তুমি ভাব্‌বে ওর মধ্যে রহস্য কী আছে! রহস্য না থাকে তো শ্রদ্ধা কর্‌বে কেন?"

"এক দিনে কি একজনকে নিঃশেষ কর্‌তে পারা যায়?"

"এক দিনে না হোক দশ দিনে, বিশ দিনে, এক বছরে, দু'বছরে?"

"দু'বছর আমার ভক্তি পেয়েও তোমার তৃপ্তি হবে না, পেগ্‌?"

"না, সোম। আমার দাবী সারা জীবন।"

"দু'বছর পরে দেখ্‌বে আমার ভক্তি পাও বা না পাও তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তখন তোমার অন্য কোনো ভক্ত পাওয়া গেছে যার ভক্তি পেয়ে স্বর্গসুখ, না পেলে যন্ত্রণা।"

"তবু আমি জীবনে একবার মাত্র বিয়ে করব, দু'বছর অন্তর একবার না।"

"ওটা তোমার জেদ। যুক্তিসহ নয়।"

"কিন্তু থাক্‌, এ নিয়ে তর্ক করব না। তুমি যখন সেই মানুষ নও যে আমাকে চিরকালের মতো বিয়ে কর্‌বে ও শ্রদ্ধা কর্‌বে তখন আমি সেই মানুষের খাতিরে আজ তোমার হাত থেকে আত্মরক্ষা করব।"

সোম এতক্ষণ পেগীর চুলগুলি নিয়ে খেলা কর্‌ছিল। কঠিন হয়ে বল্‌লে, "এই তোমার মনের কথা?"

"এই আমার মনের কথা।"

"আমার মনের কথা তোমাকে বলি। আমি গম্ভীরভাবে প্রগাঢ়ভাবে সত্য করে ভালবাস্‌তেও পারি, এবং ভালোবাসার ধনকে ভক্তি না করে পারিনে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি দু'বছর পরে না থাকে গভীরতা না থাকে গাঢ়তা। ভক্তি থাকে, মমতা থাকে, শুভকামনা থাকে। আমার ভূতপূর্ব প্রেমিকারা প্রত্যেকে আমার প্রিয় বন্ধু।

"কখনো কারুকে সর্বস্ব দিয়েছ?"

"দিতে চেয়েছি।"

"দেওয়া এবং দিতে চাওয়া এক জিনিস নয়, সোম। যদি দিতে তবে

দেখ্‌তে জীবনে যেমন একবার মাত্র প্রাণ দেওয়া যায় তেমনি একবার মাত্র প্রেম দেওয়া যায়। দিয়ে বড় কিছু বাকী থাকে না, সোম, যে দু'বার করে দেবে।"

সোম পেগীর গালের উপর গাল রাখ্‌ল। বল্‌ল, "এ তত্ত্ব ঠেকে শেখা না দেখে শেখা?"

"দেখে শেখা নিশ্চয়ই নয়। কেননা সংসারে প্রাণ যদিও দিতে পারে লাখ জন, প্রেম দিতে পারে—সর্বস্ব দিতে পারে—লাখে এক জন। ঠেকে শেখাও নয়। এখনো আমার জীবনে পরম লগ্ন আসে নি।"

"কখনো কাউকে ভালোবাসোনি, পেগ্‌?"

"কতবার কতজনকে ভালোবেসেছি। এই যেমন তোমাকে আজ ভালোবেসেছি। কিন্তু কখনো এমন প্রেরণা পাইনি যে ভালোবাসার জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেব—ভালোবাসার জনের কাছে সাড়া পাই বা না পাই। আজ যেমন তোমার কাছে শ্রদ্ধা পাবার কথাটাই বড় হয়ে মনে জাগ্‌ছে এমনি কিছু না কিছু একটা পাবার কথাই প্রত্যেক বার বড় হয়ে মনে জেগেছে, সোম।"

সোমের কামনা ইতিমধ্যে মন্দ হয়ে এসেছিল। সে অভিভূত হয়ে পেগীর মনের কথা শুন্‌ছিল। বল্‌ল, "প্রার্থনা করি পেগ্‌, তোমার জীবনে সেই পরম লগ্নটি যেন আসে। আমরা তোমার অকালের প্রেমিকরা তোমাকে তালিম করে রেখে গেলুম, যিনি যথাকালে আস্‌বেন তিনি তৈরী জিনিসটি পাবেন।"

পেগী বল্‌ল, "এখন থেকে তা হলে ভাই হবে?"

সোম বল্‌ল, "এখন থেকে তা হলে ভাই হব।"

পেগী সোমের গালে ঠোনা মেরে বল্‌ল, "ওঠো, যাও, বালিশ দু'টো সোফা থেকে নিয়ে এসো।"

*

এক বিছানায় শোওয়ার উত্তেজনায় দু'জনের কারুরই ঘুম আস্‌ছিল না। বারংবার পাশ ফেরা, উস্‌খুস্‌ করা। একজন লেপটাকে পা অবধি নামাতে চায়,

অনুজন বুক অবধি উঠাতে চায়। সোম বলে, "বড় গরম।" পেগী বলে, "বড় শীত।" আসল কারণ অবশ্য সোমের হৃদয়ের তাপাধিক্য, পেগীর নারীসুলভ লজ্জা।

পেগী বল্‌ল, "সোম ডিয়ার, তোমার মনে কি বড় কষ্ট হয়েছে?"

সোম বল্‌ল, "অত্যন্ত। তুমি তো জান্‌তে না, ডারলিং, আমার মনের আকাশে কত কত কুসুম ফুটিয়েছিলে। জীবনে আমি কারুকে প্রাণ ভরে পাইনি, পেগ্, তোমাকেও পেলুম না!"

পেগী সোমের গোঁফের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল, "বেচারা সোম!"

সোম বল্‌ল, "শুনে রাগ কোরো না, পেগ্। তোমার স্পর্শ এখন বিষের মতো লাগ্‌ছে। যদিও তুমি আমার বোন।"

পেগী হাত সরিয়ে নিল না। আরো নরম স্বরে বল্‌ল, "দু' একদিন বিষের মতো লাগ্‌বেই, সোম। কিন্তু তারপর থেকে সহজ লাগ্‌বে। তোমাকে আমি রান্না করে খাওয়াব, বনভোজনে নিয়ে যাব, তোমার বাসায় এসে তোমার ঘর সাজিয়ে দেব, জিনিস গুছিয়ে দেব। তুমি আমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাবে, তোমার টাকা কড়ির হিসাব দেবে, তোমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা শোনাবে।"

সোম বল্‌ল, "স্ত্রীর সাধ বোনে মেটে না। বোন তো আমার কিছু না হোক বিশটি আছে!"

(সাশ্চর্যে) "বিশটি!"

(সহাস্যে) "সহোদরা গুটি তিনেক। তোমরা যাকে কাজিন বল আমরা তাকে সহোদরার সামিল জ্ঞান করি। তেমন বোন ডজন খানেক। তারপর পাতানো বোন রাশি রাশি। তাদের মধ্যে বাছা বাছা জন পাঁচেক সহোদরার মতন প্রিয়।"

"তবে আমি তোমার একবিংশতমা। তোমার ষষ্ঠী নই।" এই বলে পেগী হাস্‌ল।

"ষষ্ঠী হলে তোমার সপত্নী থাকৃত না, অদ্বিতীয়া হতে। একবিংশতমা হয়ে অন্য বিশজনের চেয়ে একটুও বেশী পাবে না স্নেহ।"

এই বলে সোম গলাটা পরিষ্কার করল।

পেগী বল্ল, "ঘুম তো আজ হবে না, সোম। তোমার পঞ্চ কন্যার কাহিনী বলো।"

সোম বল্ল, "তা হলে সত্যি সত্যি রাত পোহাবে।"

"পোহাক্। এই রাতটি সারা জীবন তোমারও মনে থাকবে, আমারও। এই নিয়ে একদিন তুমি একটা গল্প লিখ্‌তেও পার।"

"গল্প আমি লিখ্‌তে ভালোবাসিনে, পেগ্, live করতে ভালোবাসি। আমি জীবনশিল্পী, অপরে আমার জীবনীকার হোক্।"

"আবার সেই অহংকার?"

"অহংকার যার নেই সে হয় ভণ্ড, নয় ক্লীব। তবে অহংকারকে মেরুদণ্ডের মতো ঢাকা দিতে হয়। নইলে কঙ্কালসার দেখায়।"

পেগী সোমের বুকের পরে মাথা রেখে বল্ল, "এবার তোমার গল্প বলো।··· লাগ্‌ছে?"

সোম বল্ল, "লাগ্‌বে না? হাড় যে। তোমাদের মতো মাংস নয় তো।"

পেগী লজ্জায় শিউরে উঠে একটি বালিশ নিয়ে নিজের মাথার নীচে ও সোমের বুকের উপরে রাখ্‌ল। বল্ল, "এখন কেমন লাগ্‌ছে?"

"এখন লাগছে রামমূর্ত্তি পালোয়ানের মতো।"

"বেশ এবার বলো তোমার প্রথম প্রেমের গল্প।"

"কোন্‌টা যে প্রথম প্রেম তা ঠিক বল্‌তে পারব না, পেগ্। কেননা প্রথম প্রেম মানুষের অনেকগুলোই হয়ে থাকে! পাঁচ বছর বয়সেও আমার একটি প্রেমিকা ছিল। Freud না পড়্‌লে জান্‌তুম না যে ও আমার প্রেমিকা।"

পেগী বল্ল, "Freud একজন দৈবজ্ঞ বুঝি? তোমার হাত দেখে বলে দিলেন ও তোমার প্রেমিকা।"

সোম তার কান মলে দিয়ে বল্ল, "মুখ্‌খু! Freudএর নাম শোন নি।"

আগুন নিয়ে খেলা

পেগী বল্‌ল, "আমি যে বিদুষী নই সে তো বলেইছি। লণ্ডনে গিয়ে তোমার ছাত্রী হব। কী বলো ?"

সোম বল্‌ল, "গল্পটা বল্‌তে দাও। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স আমার জীবনের প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগ। ও যুগের প্রেমগুলো গবেষণার বিষয়। আমার জীবনীকারের জন্য তোলা রইল। প্রেম করেছি এই যথেষ্ট, তাকে মনে রাখ্‌বার মতো অধ্যবসায় আমার নেই। যে প্রেমিকাটিকে অনায়াসে মনে পড়্‌ছে তাকে ছোট বেলায় অজস্র মার দিয়েছি, তাকে নিয়ে সখের মাস্টারি করেছিলুম কিন্তু সে যখন বারোয় পড়্‌ল তখন আমাদের গরম দেশের প্রকৃতির চক্রান্তে সেই হয়ে উঠ্‌ল অপূর্ব লোভনীয়।"

পেগী বল্‌ল, "ওমা, বারো বছর বয়সে ?"

সোম বল্‌ল, "গরম দেশের দস্তুর ঐ। ও দেশের হাওয়াতে মদ, আকাশে যাদু। তুমি আমি এক বিছানায় শুয়েও নিষ্পাপ আছি একথা যদি ও দেশের কাউকে বলি সে বলবে, 'আমাকে গাঁজাখোর ঠাওরেছ ?' "

পেগী বল্‌ল, "অকারণে নিজেদের দেশের নিন্দা কোরো না, সোম। এদেশেও ঠিক ঐ কথাই বল্‌বে। নেহাৎ অন্যায়ও বল্‌বে না, কেননা তোমার মতো ক'টা পুরুষ এদেশে আছে যে তোমার মতো জিতেন্দ্রিয় ? এদেশের পুরুষগুলো সুন্দরী নারী দেখ্‌লে ভারি অনুগত হয়ে পড়ে, সোম। এত অনুগত হয়ে পড়ে যে যতক্ষণ না মিষ্টান্নের মতো মুখে পুর্‌ছে ততক্ষণ ছাড়ে না। অবশ্য এও মানতে হবে যে ভদ্রতার খাতিরে বিয়ে করেও বিয়ে কর্‌বার পরে বুড়ো না হওয়া অবধি অবিশ্বাসীও হয় না।" তার শেষ কথাগুলিতে শ্লেষের আমেজ ছিল। সোম হাস্‌ল।

সোম বল্‌ল, "তোমার পাঁটা তুমি যেমন করেই কাট, আমি কিছু বল্‌ব না। তোমার দেশ সম্বন্ধে তোমার মত হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার ঐ ধারণাটা ভুল যে আমি স্বভাবত জিতেন্দ্রিয়। আমার চতুর্থ প্রেমের গল্পটা আগে বল্‌ব কি ?"

"না, না, না, পরে বোলো।"

"তবে আমার সেই দ্বাদশবর্ষীয়া প্রিয়ার কথা বলে শেষ করি। সে যখন লোভনীয় রকম সুন্দরী হয়ে উঠল তখন আমার কাছে আসা ছেড়ে দিল! সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের স্বভাবত ভয় আছে বলেই হোক কিম্বা দূরত্বের দরুণই হোক্ আমি যখন তাকে মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে তার বন্ধুনীর বাড়ী যাওয়া আসা করতে দেখতুম তখন আমার প্রথম বয়সের দুষ্টু ক্ষুধা বোবা হয়ে থাকৃত, আমি তার সঙ্গে কথা কইবার সাহস খুঁজে পেতুম না, পাছে কী বল্তে কী বলে ফেলি।"

পেগী রঙ্গ করে বল্ল, "এদিকে আমার সঙ্গে তো তর্কপঞ্চানন বাক্যবারিধি!"

সোম বল্ল, "কতবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, তার অপেক্ষায়। ভেবেছি আজ সে যখন তার সইয়ের বাড়ী থেকে ফির্বে, আমি বল্ব, 'একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে?' কিন্তু সে পাশ দিয়ে হাস্তে হাস্তে চলে গেছে, আমি পাষাণের মতো নির্বাক। তারপরে ঘরে ফিরে এসে পরদিনের বক্তৃতা তৈরী করে রেখেছি?"

পেগী বল্ল, "আমার জন্যে তৈরী করেছ?"

সোম বল্ল, "করেছি বৈ কি। যে দিন প্রথম দেখা হয় সেদিন। কিন্তু গল্পটা শোনো। একদিন আমি কপাল ঠুকে প্রতিজ্ঞা করে ফেল্লুম যে আজ তাকে মনের কথা বল্বই। সেদিন সত্যি সত্যিই সে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুন্ল। বল্লুম, 'তুমি সকলের চেয়ে সুন্দর। আমার বোনগুলো তোমার তুলনায় পেত্নীর মতো দেখ্তে।' (পেগীর হাস্য) এখন, তার সঙ্গে আমার বোনদের রেশারেশির ভাব স্বভাবতই ছিল। আমার একটি বোন তো আক্ষেপ করে বল্তই, 'দাদা নিজের বোনদের দেখতে পারে না, পরের বোনদের আদর করে।' (পেগীর হেসে গড়িয়ে পড়া) যাক্, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করল। একটু যদি ধৈর্য ধারণ করতুম তবে সেদিনকার ঘটনা ও আমার জীবন অন্যরকম হত। কিন্তু সৌভাগ্যে অস্থির হয়ে

তাকে যেই বুকে টেনে এনেছি সে ভাব্‌ল আমি তাকে কাতুকুতু দিতে যাচ্ছি। সে 'মা গো' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিল এক দৌড় !"

*

পেগী হাসির চোটে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌ল, "ও ডিয়ার !" তার চোখের কোণে জল জমে উঠেছিল।

সোম বল্‌ল, "তার পরে আমি প্রেমে পড়া ছেড়ে দিয়ে বই পড়া নিয়ে ক্ষেপে গেলুম। ও বয়সে মানুষের হাজারো দিকে আকর্ষণ। ভাঙা হৃদয় ও ভাঙা হাড় দু'দিনে জোড়া লাগে। আর ওটা তো হৃদয়গত ব্যাপার ছিল না, ছিল সৌখীন দেহগত। (থেমে) দেহগত বলে এখন মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তখন কি তাই ছিল ? কী জানি ! অতীতকাল সম্বন্ধে আমরা অসংকোচে অবিচার করে থাকি, পেগ্‌।"

পেগী বলল, "আমার তো অতীতকালই নেই। আমার কাল নিত্য-প্রবৃত্ত বর্তমান।"

"তুমি তা হলে একটা গোরু কি গাধা।"

"অমন কথা বল তো তোমাকে আস্ত খেয়ে ফেল্‌ব।"

"কী দিয়ে খাবে ? দাঁত দিয়ে তো ? তোমার ওগুলো আসল দাঁত, না বাঁধানো দাঁত ?"

"কয়েকটা বাঁধানো। সত্যি, সোম, তোমার দাঁতের মতো দাঁত এদেশে হয় না। প্রথম দিনেই তোমার দাঁত দেখে আকৃষ্ট হয়েছি।"

"কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছিল। চুল পড়ে যাচ্ছিল, দু'একটা পাকা চুলও দেখা দিয়েছিল। চোখে জ্যোতি ছিল না, দেহ ছিল অবসাদগ্রস্ত। সেই সময় আমার জীবনে এলেন আমার দ্বিতীয় বাঞ্ছিতা। দেহে এতটা শক্তি ছিল না যে তাঁকে দেহ দিয়ে কামনা করব। তাই স্বভাবত আমি হলুম অশরীরী প্রেমিক—যাকে পণ্ডিতেরা বলেন platonic lover. তা ছাড়া

উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ছেলেরা কেন কী জানি দেহের নাম শুন্‌লে কানে আঙুল দেয়।"

পেগী রঙ্গ করে বল্‌ল, "তাই নাকি ?"

"হাঁ গো, তাই। কোন এক কাল্পনিক মানসীর পায়ে তাদের জীবন মরণ বাঁধা। আমার মানসী একদিন তাঁর মা'র সঙ্গে আমাদের বাড়ী এলেন। তাঁরও তেমনি মুমূর্ষুর চেহারা! রোগের পাণ্ডুরতাকে আমি মনে কর্‌লুম অন্তরের আভা। পরিচয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি তাঁর সঙ্গে Rossettiর কবিতা Blessed Damozel পড়্‌লুম! জান কবিতাটা ?"

"আমি কবিতা ভালোবাসিনে।"

"কিন্তু আমার দ্বিতীয় প্রিয়া ভালোবাস্‌তেন। স্বয়ং মিসেস্ ব্রাউনিঙের মতো চেহারা তাঁর। নিজেও কিছু ছাই পাঁশ লিখেছিলেন। কাজেই কাব্য চর্চাটা মন্দ জম্‌ল না। তারপরে তিনি চলে গেলেন আমাকে বেকার করে দিয়ে। আমার চিঠির জবাবে যেদিন তিনি আমার মা'কে চিঠি লিখ্‌লেন আমার উল্লেখ করে সেদিন আমার সাধ গেল সে চিঠিখানাকে ছবির মতো বাঁধিয়ে রাখি। পরে তিনি আমাকে পোস্টকার্ড লিখে দাঁতের ব্যথায় সহানুভূতি জানিয়েছিলেন, তাই নিয়ে আমি এত উত্তেজিত হয়েছিলুম যে পাছে চিঠিতে জানালে তাঁর আত্মীয়দের হাতে পড়্‌বে তাই মাসিক পত্রে কবিতায় জানালুম। সে কবিতা তাঁর চোখে পড়্‌ল কি না জানিনে, মনে অশরীরী উন্মাদনা সঞ্চার কর্‌ল কি না তাও জানিনে। কিন্তু একথা জানি তাই পড়ে আরেকটি মেয়ে আমার প্রেমে পড়ে গেল।"

পেগী বল্‌ল, "কী রোমান্টিক! কিন্তু সত্যি তো ?"

সোম বল্‌ল, "সত্যি। মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখে এমন শ্রদ্ধা জানাল যেমনটি আমাকে কেউ কোনোদিন জানায় নি। শ্রদ্ধা দাঁড়াল প্রেমে। চেহারা না দেখে প্রেম—তবু যেন সে আমাকে জন্মজন্মান্তর দেখে এসেছে। আমি যত জানাই আমার রং কালো, আমার শরীর জীর্ণ, আমার দাঁত কন্ কন্ করে, আমার টাক পড়্‌তে আরম্ভ করেছে, তার প্রেম তত উদ্বেলিত হয়ে উঠে। সে ভাবে কী বিনয়,

কী মহত্ব, দেহের প্রতি কবি-তপস্বীর কী অনাস্থাভাব! আমি যতই বলি আমার হৃদয় আমার মানসীকে দেওয়া, আমার সেই চোখে দেখা মুমূর্ষু মানসীকে, ততই আমার তৃতীয় প্রিয়া আমাকে রূপ দিয়ে জয় করতে বদ্ধপরিকর হয়। তার ফোটো আসতে লাগ্‌ল প্রত্যেক ডাকে। রূপসী বটে। কিন্তু আমি কি দেহের রূপে ভুলি? আমি বলি 'আর কাউকে দেহ দান করো, আমাকে ধ্যানভ্রষ্ট কোরো না।' তার উত্তরে সে তার প্রতিজ্ঞা জানায়। 'তোমাকেই দেব, অপরকে না'।"

পেগী রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্‌ল, "তার পরে?"

"তার পরে এই আলোছায়ার খেলা চল্‌ল প্রতিদিনের ডাকে। আমি পালাই, সে পিছু নেয়। আমি ঘৃণা করি, সে শ্রদ্ধার বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। সে এক মজার খেলা, তার তুলনায় ফুটবল হকী টেনিস্‌ কিছু নয়। আমার যেটুকু শারীরিক সামর্থ্য ছিল সেটুকু গেল। আমি একজনের উদ্দেশে লিখি কাঁদুনি-কবিতা, অপর জনকে লিখি উপদেশাত্মক চিঠি। ক্লাস পালিয়ে অপথে বেড়াই, রোজ রাত্রে ফুল তুলে বিছানায় ছড়াই, রামধনু রঙের পোষাক পরি, বাব্‌রী চুল রাখি। বন্ধুদের সঙ্গে মিশিনে, সবাইকে ভাবি ঘোরতর সংসারী, শেলীর পক্ষ নিয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভক্তদের সঙ্গে লড়াই করি। সে এক বয়স গেছে!"—এই বলে সোম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

পেগী বল্‌ল, "বেশী দিন আগে তো নয়, মাত্র কয়েক বছর আগে।"

সোম বল্‌ল, "মাত্র কয়েক বছর? যুগান্তর! এক একটি মাসে এক একটি বছর বাড়ে। সেই দু'টি বছরের আমি নিজেকে ক্রমে ক্রমে সকলের সমবয়সী ভেবেছি—যুবকের, প্রৌঢ়ের, বর্ষীয়ানের। সকলের সম্বন্ধে ভেবেছি—রবীন্দ্রনাথের, গ্যেটের, শেক্‌স্‌পীয়ারের। হয়তো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর সেই দু'টি। তোমার তেমন কোনো বছর নেই?"

"আমার শ্রেষ্ঠ বছর প্রতি বছর, শ্রেষ্ঠ দিন প্রতি দিন।"

সোম বল্‌ল, "পাখীদের জিজ্ঞাসা করলে তারাও সেই কথা বল্‌ত। তুমি একটা নাইটিংগেল কি লার্ক।"

পেগী পুলকিত হয়ে বল্‌লে, "যাও!"

সোম বল্‌ল, "গরু কি গাধা বল্‌লে রাগ কর, নাইটিংগেল কি লার্ক বললে খুশি হয়ে ওঠ—পশুর চেয়ে পাখী বড় হল কিসে? পণ্ডিতেরা বলেন পাখীদের তুলনায় পশুরা আমাদের নিকটতর কুটুম্ব।"

"তা বলুন। পশুদের মধ্যে কুকুরই যা মানুষের মতো, সিংহকেও শ্রদ্ধা হয়, বাকীগুলো নিতান্তই জানোয়ার।"

"তোমাকে কুকুর বললে তুমি খুশি হবে?"

"যদি বল 'terrier' কি 'greyhound' কি 'sheep dog,' তা হলে খুশি হব। এমন কি যদি 'pekinese' বল তাহলেও কিছু মনে করব না, যদিও অত ছোট কুকুর আমার পছন্দ হয় না। যে কুকুর বল সেই কুকুর হতে রাজি আছি কিন্তু পুরুষ কুকুর। মেয়ে কুকুর না।"

"স্বজাতির প্রতি এত অবজ্ঞা?"

"লুকিয়ে কী হবে বল? পুরুষরা আমাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য যে মহিমা যে সুধা দেখে আমাদের তা নেই। বরঞ্চ পুরুষদের মধ্যে তা থাকতে পারে।"

"আমার মধ্যেও?

"তুমি কারুর চেয়ে ছোট নও, সোম।"

"তবু তো তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে।"

"তা নিয়ে মন খারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি। আমি তোমার সব লোকসান পুষিয়ে দেব, এদেশে যতদিন থাকবে তোমার সঙ্গিনী হব, ঘরণী হব, সোম। তুমি আমাদের বাড়ী উঠে এসো এবার, তোমার ঐ ল্যাণ্ড্‌লেডীকে ইস্তফা দিয়ে! মা তোমাকে পেয়ে খুশিই হবেন।"

"তোমার বাবা নেই।"

"না। যুদ্ধে মারা যান্।"

"ভাই নেই?"

"না। যুদ্ধে মারা যায়।"

"তোমার মন কেমন করে না?"

"বছর বারো আগের কথা। তখন আমার বয়স মোটে দশ। মনে থাকলে তো মন কেমন করবে?"

"বোন আছে?"

"না।"

"Poor darliug!"

"Poor কিসের, সোম? আমার স্বাস্থ্য আছে, চেহারাও নেহাৎ বিশ্রী নয় বোধ হয়, হলে তুমি প্রেমে পড়তে না। আমার চাকরীটাও ভালো, উন্নতির আশা আছে—"

"কী চাকরী, পেগ্?"

"Selfridgeদের খেলনা বিভাগে কাজ করি। একদিন ঐ বিভাগের ম্যানেজার হব। যেয়ো একদিন, তোমাকে দেশে পাঠাবার মতো পুতুল কিনিয়ে দেব। Gamageদের সঙ্গে আমাদের জোর প্রতিযোগিতা চল্‌ছে।···কিন্তু কোন কথার থেকে কোন কথায় এলুম? তোমার গল্পের খেই হারিয়ে গেল যে?"

সোম বল্‌ল, "থামো, ভেবে দেখি।···আমার তৃতীয়ার কাহিনী স্থরু করেছি কি? করেছি? তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছি কি? ···দিইনি? তাই শোনো। যেদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ সেদিন যাঁর সঙ্গে গেছ্‌লুম তিনি তাঁর ও আমার উভয়েরই প্রিয় বন্ধু। আমার প্রিয়তম বন্ধু। দেখা হবার পর একটি ঘণ্টা আমরা পরস্পরের সঙ্গে কইবার মতো কথা খুঁজে পেলুম না, তিনিও বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়ে সংকোচ কাটান, আমিও বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়ে সংকোচ কাটিয়ে উঠি। এমনি করে সংকোচ যখন কতকটা কাটল তখন বন্ধুও ছিলেন চতুর, বললেন, 'আমি একটু কাজে বাইরে যাচ্ছি, খানিক পরে আস্‌ব।' একটি ঘরে দু'টি মানুষ, আট ন'মাস ধরে তারা চিঠিপত্রে পরস্পরের অন্তরাত্মা পর্যন্ত দেখেছে, দু'জনের জীবনের সকল কথা দু'জনে জানে—বুঝতে পারছ, পেগ্? তারা অপরিচিত নয় যে প্রথম দেখায় স্বভাবত সংকোচ বোধ করবে। চিঠিতে

একজন আরেকজনকে 'প্রিয়তম' বলে সম্বোধন করে আস্‌ছে! তবু মুখোমুখি 'আপনি' বল্‌বে, না 'তুমি' বল্‌বে ঠিক্ কর্‌তে পারছে না। অদ্ভুত নয়?"

"ভাগ্যিস আমাদের ভাষায় 'আপনি-তুমি'র ভেদ নেই। নইলে পর্থকওলের সেই সকালটিতে দ্বিধায় পড়া যেত।"

"সত্যিই!···আমাদের প্রথম কথাগুলি আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু সেই সন্ধ্যাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা একখানি তক্তপোষের উপর খুব কাছে কাছে বসেছিলুম। অন্ধকার হলো। ঝি বল্‌ল, 'আলো দিয়ে যাব?' সে বল্‌ল, 'না।' আমি বললুম, 'হাঁ।' বেশ মনে পড়ে সে আমাকে ছোট ছেলেটির মতন করে খেজুর খাইয়ে দিয়েছিল। তেমন খেজুর তোমরা ইংলণ্ডে পাও না, পেগ্।"

"যদি কোনোদিন পাই তোমাকে তেমনি করে খাইয়ে দেব, সোম।"

"দিয়ো। কিন্তু সে আনন্দ আর ফিরে পাব না। তাকে যে প্রথম দর্শনেই কামনা করেছিলুম স্ত্রীর মতো করে। আর মজা এই যে প্রথম দর্শনেই সে আমাকে স্বামীর মতো করে কামনা করা ছাড়্‌ল। তার রূপ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল, আমার কুরূপ তার কল্পনাকে ধূলিসাৎ কর্‌ল। তারপর থেকে আমাদের সম্বন্ধ গেল উল্টে। সে পালায়, আমি ধর্‌তে ছুটে যাই। সে আলো-ছায়ার খেলা। কিন্তু যে ছিল আলো সে হলো ছায়া, যে ছিল ছায়া সে হলো আলো। আমি বলি, 'প্রিয়তমা'; সে বলে, 'বন্ধু'। অভিমানে আমার দেহ থেকে প্রাণ চলে যায়। আমি তার দেহ দাবী করি, সে আমারই শেখানো platonism আওড়ায়। বলে, মনের মিলনই হচ্ছে স্থায়ী মিলন, দেহের মিলনে কেবল গ্লানি ও অবসাদ।"

পেগী বল্‌ল, "কেমন জব্দ?"

সোম বল্‌ল, "আমারই শিল আমারই নোড়া, আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। আমার মানসী হয়ে আমার কবিতার নায়িকা হতে চায়, আমার বনিতা হয়ে

আমার শুষ্ক জীবন মুঞ্জরিত কর্‌তে বললে কান দেয় না। আমার স্তুতি তার ভালো লেগেছে, আমার স্পর্শ তাকে উদ্দীপিত করেনি। আমার কাব্যে অমর হবার লোভ আছে, আমার বংশকে অমর কর্‌বার বাঞ্ছা নেই। এ খেলা ক'দিন চালানো যায় বল? আমি ক্ষান্তি দিলুম।"

"সে কী ভাব্‌ল?"

"কাঁদ্‌ল। মুক্তি দিতে অনিচ্ছুক হলো। তার নেশা লেগেছিল।"

"সে নেশা ভাঙিয়ে ভালোই কর্‌লে। ফ্লার্ট্‌ করা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে।"

"আমি কিন্তু ফ্লার্ট করাকে একটা আর্ট মনে করে থাকি। আজকাল তো আমি কাব্য লেখা ছেড়ে দিয়ে তার বদলে ফ্লার্ট করা অভ্যাস করেছি।"

"আমি ও অভ্যাস ছাড়াব।"

"সে দেখা যাবে। কিন্তু আমার চতুর্থ প্রেমের কাহিনীটা একবার শোনো। আমার উপর তোমার ঘৃণা হয় কিনা বলো।"

"ঘৃণা তোমার উপর যদি হয় তবে আমি তোমার কেমনতর বোন? না, ঘৃণা হবে না।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা। আগে শোনো। তৃতীয়কে যখন ত্যাগ কর্‌লুম তখন আমার চেতনা হয়েছে যে শরীরের সামর্থ্য থাকাটা প্রেমের বেশ একটা বড় উপাদান। আমরা মুখে যাই বলি না কেন কায়মনে সম্ভোগপিপাসু। মশারা যেমন রক্তপিপাসু। এ বিষয়ে আমি স্পষ্টবাদী হতে শিখেছি অনেক দুঃখে, পেগ্‌। ছিলুম গোঁড়া নিরাকারবাদী, এখন যে গোঁড়া সাকারবাদী হয়েছি তা নয়, এখন আমি উদারতম সমন্বয়বাদী।"

পেগ্‌ মাথা নেড়ে বল্‌ল, "ওসব আমার মাথায় ঢুকবে না, সোম।"

সোম তার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌ল, "তোমাকে আমি বিদুষী করে তুল্‌ব, পেগ্‌। কিন্তু ইংলণ্ডে আমার মেয়াদ আর একটি বছর।"

"মোটে?"

"দুঃখ কী পেগ? আবার আমি আস্‌ব। হয়তো আবার এই হোটেলে এসে এই ঘরে শোব।"

"ভবিতব্যই জানে।"

"ভবিতব্যকে আমরাই হওয়াই। ভগবানের প্রতিভূ আমরা।"

"ভগবান আছেন কিনা তাই ভালো জানিনে।"

"তা হলে তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, পেগ। ভগবান আছেন কি না এ নিয়ে অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে পণ্ডিতেরা কথা কাটাকাটি করে আসছে। অতএব ভালোবাসার গল্পই চলুক যদিও রাত এখন তিনটে।"

"তিনটে!"

"তিনটে! এখন ঘুমোলে কাল ট্রেন পাবে না।"

"গল্পই চলুক। কিন্তু ঘুম যা পাচ্ছে তোমাকে কী বল্‌ব!"

"তুমি ঘুমও, আমি জাগি।"

"সে হয় না, ডিয়ার।"

"এখনো অবিশ্বাস?"

"ছি। তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি?"

"এই দেখ, প্রমাণ হয়ে গেল যে আমার নখ দন্ত নেই, প্রত্যেক পুরুষসিংহের যা থাকা আবশ্যক। পুরুষকে নারী বিশ্বাস কর্‌বে এইটেই তো প্রকৃতির ইচ্ছাবিরুদ্ধ। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ হচ্ছে শত্রুতার। বিকৃত সম্বন্ধ হচ্ছে বন্ধুতার।"

"তর্ক রাখো! তর্ক কর্‌লে আমি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ব। গল্প করে আমাকে জাগিয়ে রাখো, সোম।"

"আচ্ছা তবে আমার দেহতন্ত্র প্রেমের গল্প বলি। কিন্তু আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিই, প্রেম কথাটা এ ক্ষেত্রে কাম কথাটার সমার্থক। একটি মেয়ে আমাকে seduce কর্‌ল। মেয়েমানুষে কখনো seduce করে শুনেছ?"

"অমন মেয়ে এদেশে অগণ্য আছে।"

"কিন্তু আমি এত ছেলেমানুষ ছিলুম যে একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তাই নিয়ে হাতাহাতি করেছি, বাক্যালাপ বন্ধ করেছি। তাকে বলেছি মিথ্যাবাদী, নারীদ্বেষী। তার অপরাধ সে বলেছিল যে পুরুষদের প্রস্তাবে মেয়েদের সায় থাকে বলেই আমাদের দেশে এত নারীহরণ হয়।"

"এদেশে হয় পুরুষহরণ। তোমাকে কেউ একদিন পকেটে পুর্‌বে, সাবধানে থেকো।"

"আমি তো তা হলে কৃতার্থ হয়ে যাই। তবে নেহাৎ বেশ্যা-টেশ্যা হলে আমি নারাজ। ইংলণ্ডে অবশ্য পুলিশের ভয়ে হাত ধরে টানে না, কিন্তু কন্টিনেণ্টে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে, তবু সায় দিই নি।"

"সে তুমি বলে পার্‌লে।"

"আবার প্রমাণ হলো যে আমার নখ দন্ত নেই। আমি কাপুরুষ।"

"ও ক্ষেত্রে কাপুরুষতাই পৌরুষ।"

"যাক্‌, আমার গল্পটা কতদূরে ফেলে এলুম।...যে আমাকে seduce করেছিল সে রূপসী ছিল না বলে তখন তার উপর রাগ করেছি। চরিত্রটি গেল, অথচ aesthetic আনন্দও পেলুম না—এ আমার জীবনের ছোটখাট একটা ট্রাজেডী।"

"চরিত্রটি গেল, সোম!" পেগী কাতর স্বরে বল্‌ল।

"যাবে না? তবে seduce করা বল্‌তে কি তুমি একটা নিরামিষ ব্যাপার বুঝেছিলে?"

"ছি ছি ছি ছি।"—পেগী সোমের কাছ থেকে সরে গেল।

সোম কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্‌ল, "ঘৃণা কর্‌লে তো?"

পেগী কাতর স্বরে বল্‌ল, "তুচ্ছ একটা মুহূর্তের সুখ, তারই জন্যে বিলিয়ে দিলে নিজেকে?"

"নিজেকে নয়, পেগ। নিজেকে বিলানো যায় না। আমার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন ছিল, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া সত্যিকারের চরিত্র কখনো ক্ষুধা মেটালে যায় না। ভূরিভোজন কর্‌লে যায়, তা মানি। আবার অনশন

কর্‌লেও যায়। লোকে বলে সংযম করো। কিন্তু অনশনে তো সংযম নেই, সংযম ভোজনে। অসম্ভোগে তো সংযমের কথা উঠতে পারে না, সংযম সম্ভোগে। একথা লোকেও মানে, কিন্তু মন্ত্র পড়া স্ত্রী-পুরুষের বেলা। যারা মন্ত্র পড়েনি তাদের প্রতি ব্যবস্থা নিরম্বু একাদশী। অথচ একবার মন্ত্র পড়্‌লে বাপ-মা বলেন, 'নাতি চাই, নইলে মর্‌তে পার্‌ছিনে।' পাড়া পড়্‌শীরা অন্নপ্রাশনের দিন গুন্‌তে থাকে বিয়ের পরদিন থেকে, তারা চায় আরেক দফা ভোজ। population ঠিক মতো বাড়ছে না বলে তোমার নিজের দেশের মাতব্বররা কেমন অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, খবর রাখ?"

পেগী বালিশে মুখ গুঁজে বোধ করি চোখের জল ঠেকিয়ে রাখছিল। উত্তর দিল না। সোমের ইচ্ছা কর্‌ছিল তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়—কিন্তু তাকে স্পর্শ কর্‌লে সে যদি আরো দূরে সরে যায়? সোম তা হলে কী উপায় করবে? যুক্তিতথ্য দিয়ে তো পেগীর অশ্রু রোধ করা যায় না।

*

সোম প্রসঙ্গটাকে করুণ করে তুলল। অশ্রু দিয়ে অশ্রু রোধ কর্‌বে।

বল্‌ল, "সতী মেয়েদের দ্বার আমার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল, পেগ্। একে আমি একটা ছোট খাট ট্রাজেডী বলে উপহাস করেছি একটু আগে, কিন্তু এই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজেডী।"

পেগীর ভাব দেখে মনে হল সে কুতূহলী। কিন্তু সে তেমনি নীরব রইল।

সোম বল্‌ল, "আমার দেশে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে অনেকবার। আমার দেশের বিবাহ-প্রথা তোমার দেশের মতো নয়। বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাবা বিবাহযোগ্য ছেলের বাবাকে আবেদন জানান। ছেলের বাবা ছেলের মত জিজ্ঞাসা করেন। ছেলে একবার মাত্র মেয়েটিকে দেখে কিম্বা একবারও না দেখে 'হাঁ' কিম্বা 'না' বলে।"

পেগী ক্রমে ক্রমে আগের মতো সোমের কাছটিতে সরে আস্‌ছিল। তেমনি

করে সোমের বুকের 'পরে বালিশ ও বালিশের 'পরে মাথা রেখে বল্‌ল, "দক্ষিণ সমুদ্রের অসভ্যদের মধ্যে অমন প্রথা আছে শুনেছিলুম।"

সোম বল্‌ল, "তোমার দেশের সুসভ্য রাজবংশেও অমন প্রথা ছিল, পেগ্। ইউরোপে যখন আভিজাত্যের যুগ ছিল তখন ঐ প্রথাই ছিল, অসভ্যতার নয়, আভিজাত্যের লক্ষণ।"

পেগী বল্‌ল, "মেয়ের বাবা মেয়ের মত জিজ্ঞাসা করেন?"

সোম বল্‌ল, "মেয়ে সাধারণত নাবালিকা। তার মত চাইলে সে লজ্জায় 'না' বল্‌বেই তো। ও বয়সে 'না' মানে 'হাঁ'। বাপ জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন, জোর করে ওষুধ খাওয়ানোর মতো। ফলে মেয়ের শরীর মন ভালো থাকে, যদি না দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যে বারম্বার সন্তান হয়।"

পেগী বল্‌ল, "মা গো, আমি যদি তোমার ভারতবর্ষীয়া বোন হয়ে থাক্‌তুম এতদিনে আমার তিন চারটি খোকা খুকী হয়ে থাক্‌ত! ইস্!"

"হয়তো একটিও হবার আগে তুমি বিধবা হতে। বিধবার বিয়ে আমরা দিইনে, দিতে চাইলেও বর পাওয়া যায় না, সারাজীবন নিঃসন্তান হতে।"

"এও কি আভিজাত্যের লক্ষণ, সোম? না নির্জলা অসভ্যতার?"

"না গো, ওটা হলো আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। কিন্তু ও কথা আজ থাক্। কেননা তুমি খুব সম্ভব তর্ক কর্‌তে, 'এক তরফা আধ্যাত্মিকতার মূল্য কী। বিপত্নীকরা তো নিঃসন্তান থাকেন না।'…বল্‌ছিলুম আমার দেশে সকলের বৌ জুট্‌বে, আমার কোনোদিন জুট্‌বে না!"

"কেন, সোম?"

"আরো স্পষ্ট করে বল্‌তে হবে? যাদের বিয়ে হয় তারা বিয়ের আগে প্রাণ খুলে কথা কইবার সুযোগ পায় না। তারা বড় জোর এক বার চোখে দেখে পরস্পরকে; বাক্যালাপ যা করে তা বহু লোকের উপস্থিতিতে। কাজেই আমার জীবনের সকল কথা বিয়ের পরে বল্‌তে হয়। তখন যদি আমার স্ত্রী বলেন, 'কেন তুমি আমাকে false pretenceএ বিয়ে কর্‌লে।

কোনো সতী মেয়েকে বিয়ে না করাই তোমার উচিত ছিল' আমি তার উত্তরে কী বলে আত্মসমর্থন কর্‌ব ? কাপুরুষের মতো বল্‌ব, 'রাণী আমার, একটা পাপ করে ফেলেছি বলে অনুতাপে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে, তোমার ক্ষমা-সলিল সেচনে শীতল করো ?' কখনো না। আমি অন্যায় করিনি যে অনুতপ্ত হব। যা করেছি on principle করেছি।"

আবার পেগী বালিশে মুখ গুঁজল। কিন্তু এবার সোমের বুকের উপরকার বালিশে।

সোম বলে চল্‌ল, "নিজের উপর যার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে সে বড় জোর বলে, 'একটা ভুল চাল দিয়েছি' কিন্তু অনুতাপ করে মরে আত্মনিন্দুক আত্মঘাতীরা। আমার গায়ের চামড়ায় হাত দিয়ে দেখতে পার, পেগ্‌, গণ্ডারের মতো মোটা। লোকনিন্দা আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু তা বলে নিজের নিরীহ স্ত্রীটিকে আমি ঠকাতে পার্‌ব না। ঐটেই আসল দুর্নীতি। স্ত্রীকে ঠকিয়ে তার দেহ মন গ্রহণ করাটাই প্রকৃত ব্যাভিচার।"

পেগ্‌ মুখ তুলে বল্‌ল, "যাক্‌, তা হলে বিয়ে তুমি কর্‌ছ না কোনোদিন ?"

সোম হেসে বল্‌ল, "ও কথা কি আমি বল্‌ছি পেগ্‌ ? আমি বলেছি সতী মেয়েরা আমাকে বিয়ে কর্‌বে না জেনে শুনে। কিন্তু অসতী মেয়েরা প্রায়ই অনুদার হয় না। প্রায়ই বললুম—কারণ সন্ন্যাসীদের উপর অসতীদের পক্ষপাত আমি অনেক স্থলে লক্ষ করেছি।"

পেগীর হৃৎস্পন্দন রহিত হয়েছিল বুঝি বা। সোমটা যে এমন সর্বনেশে ছেলে, তাকে উদ্ধার কর্‌বার যে একেবারে আশা নেই, পেগী বোধ করি সেই কথা ভেবে মুহ্যমান হয়েছিল। সব মেয়ের মতো পেগীর প্রচ্ছন্ন অভিলাষ ছিল যে সে কোনো একজন বা একাধিক পুরুষের Guardian Angel হবে। ফ্লার্ট করা একটা নিরীহ অপরাধ, সোম তা যত খুশি করুক। কিন্তু সেই অনুচ্চারণীয় পাপটা! ছি ছি ছি!

সোম কতকটা অনুমান করে বল্‌ল, "ভয় নেই, পেগ। আমার মন

পাবার মতো অসতীও এত বড় পৃথিবীতে দুর্লভ। আর মন যাকে দিতে পারব না দেহও যে তাকে দেব না এও আমার পণ। ব্যতিক্রম হয়েছিল সেই মেয়েটির বেলা, কিন্তু তখনকার সেটা ছিল প্রতিক্রিয়ামূলক—Platonic loveএর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। তখন যদি অমনটি না ঘট্‌ত তবে আজকে রাত্রে এমনটি ঘট্‌ত না, পেগ্‌। তোমার সতীত্বকে আমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে সেই অসতী মেয়েটা।”

পেগী বল্‌ল, “তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।”

সোম বল্‌ল, “এবার আমায় পঞ্চম প্রেমের বৃত্তান্ত বলে শেষ করি। পাঁচটা বাজে। একটু পরে হিল্‌রা উঠবে!”

পেগী কান পেতে রইল।

সোম বল্‌ল, “তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে সাক্ষাৎ। এক বন্ধুনীর বাড়ীতে। সেদিন আমি ভারতীয় পরিচ্ছদ পরে আগুন পোহাচ্ছি, কেননা ভারতীয় পরিচ্ছদ শীতের দেশের উপযুক্ত নয়।”

পেগী কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, “সে কেমন দেখতে?”

সোম বলল, “দেখাব তোমাকে একদিন। কিন্তু দেখে মূর্ছা যেয়ো না। তাতে শরীরে সবটা ভালো করে ঢাকে না!”

পেগী বল্‌ল, “না ঢাকে তো ভারি আসে যায়!”

সোম বল্‌ল, “আগুন পোহাচ্ছি এমন সময় তিনি এসে আমাদের কাছে একটি কবিতা পড়ে শোনালেন, কবিতাটি একটি খুব অল্পবয়সী গরীবের মেয়ের লেখা, তার বাপ তার মা'কে কি তার মা তার বাপকে ছেড়ে গেছে আমার মনে নেই। কবিতাটি বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছিল। কিন্তু কবিতাটির চেয়ে আমাকে আকৃষ্ট কর্‌ছিল কবিতার পাঠিকাটি স্বয়ং। তাঁর চোখের চাউনি এ সংসারের নয়, তাঁর গলার স্বর অন্য জগতের। তিনি যখন টুপীটা খুলে একপাশে রেখে দিলেন তখন দেখলুম তাঁর কেশ অবিন্যস্ত। তিনি যখন তাঁর কোট খুলে ফেল্‌লেন তখন দেখলুম তাঁর বেশ বিস্রস্ত। আমি

বিস্মিত হচ্ছিলুম, কিন্তু সাহস করে ভাবতে পারছিলুম না যে তিনি হয় একটি জিনিয়াস নয় একটি পাগল ; ও ঘর থেকে অন্যেরা চলে গেলে পরে তিনি আমার কাছে সরে এসে আগুন পোহাতে লাগলেন। বল্‌লেন, 'আপনি ইংরেজী কবিতা পছন্দ করেন কি ?' আমি বললুম 'একশো বার'। বল্‌লেন, 'আপনাদের Tagoreকে আমার ভালো লাগে। আচ্ছা Tagoreএর সঙ্গে আমার দেখা হয় না ?' বল্‌লুম, 'হয় বৈকি। যদি কখনো ভারতবর্ষে যান। কিম্বা Tagore এদেশে কবে আস্‌বেন সে খবর রাখেন।' তিনি যে কেন Tagoreএর সঙ্গে দেখা করতে ব্যগ্র আমি আন্দাজ করতে পারি নি। তিনি বল্‌লেন, 'কেউ না বুঝুক Tagore নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমি ভগবানের খোঁজ পেয়েছি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে।' আমি বললুম, 'সে কী রকম ?' তখন তিনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে Chart এঁকে অতি প্রাঞ্জল করে বোঝাতে লাগলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বল্‌লেন, 'লিখে উঠ্‌তে পারছিনে। লিখে উঠলে আপনাকে পড়তে দেব, দেখবেন অতীব সরল। অথচ এই নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে এত চিন্তা এত অন্বেষণ এত তর্ক এত রক্তপাত !' তারপরে সংবাদ পেলুম তিনি কিছুদিন পাগলা গারদে ছিলেন, তার আগে তাঁর fiancé মারা যান, তার আগে তাঁর মা বাবা। কবি যশ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল, কিন্তু কাব্যে মন দিতে পারেন নি, একখানাও দর্শন বিজ্ঞানের বই না পড়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভগবানকে আবিষ্কার করা চলেছেন। সে দিন যখন তিনি বিদায় নিলেন লক্ষ করলুম তাঁর কাপড় খুলে পড়ছে, সে দিকে লক্ষ নেই।"

পেগী বল্‌ল, "এমন ভোলা মানুষকে গারদ থেকে ছেড়ে দেওয়াই ওদের অন্যায় হয়েছিল।"

সোম বলল, "তার কারণ গারদের লোক তাঁর উপর অতিশয় প্রসন্ন ছিল। পাগলের মতো তাঁর স্বভাবে রাগ ছিল না, তিনি জিনিস পত্র ভাঙতেন না। কথাবার্তা কইতেন প্রকৃতিস্থ মানুষের মতো, তাঁর ভাব দেখে বোধ হত

অতবড় যুক্তিশীল মানুষটার উপর সমাজ অবিচার করে পাগলত্ব আরোপ করেছে।”

পেগী বল্‌ল, “সে কথা যাক্। তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কতদূর গড়াল?”

সোম বল্‌ল, “আমি দিন কয়েক বাস্তবিক ভেবেছিলুম তাঁর ভার নেব কি না। প্রেম পেলে ও দিলে তাঁর পাগলামি সার্‌ত, তিনি আবার আগের মতো কাব্য চর্চা করতেন, তাঁর chartখানা আমি পুড়িয়ে ফেল্‌তুম। কিন্তু দিন কয়েক পরে কী ঘট্‌ল জান? তিনি তাঁর উপর তলার ঘরের জানালা দিয়ে গলে পড়্‌লেন নীচের বাগানে। তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রথমে হাসপাতালে ও পরে পাগ্‌লা গারদে। কাজেই আমার প্রেমের হলো অকালমৃত্যু। গভীর আঘাত পেলুম, কিন্তু তা বলে নিত্যকার ফ্লার্ট্‌ করা বন্ধ রইল না।”

পেগী বল্‌ল, “তুমি খুব বেঁচে গেছ। পাগলের সঙ্গে থেকে পাগল হয়ে যেতে। আগুন নিয়ে খেলা করতে নেই সোম।”

সোম বল্‌ল, “কিন্তু পেগ্‌, প্রেম মাত্রেই আগুন নিয়ে খেলা। সে আগুন স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলে দাঁড়াতে পারে যে কোনো মানুষের জীবনে। ধন, মান, কুলমর্যাদা, পারিবারিক সামঞ্জস্য, জীবনের কাজ, সকলই সে পুড়িয়ে ছারখার কর্‌তে পারে। কিন্তু হাজার পুড়্‌লেও যা সোনার মতো ঝক্‌ঝক্ করে তা আমাদের আত্মা। কোনো যুগে কোনো দেশে কোনো মানুষের প্রেম তার আত্মাকে ক্ষুদ্র করেনি, পেগ্‌—হোক না কেন সে জিনিস প্রেম নামের অযোগ্য পাশবিক কাম।”

পেগী শান্ত ভাবে সোমের চোখে চোখ রাখ্‌ল। দুই হাতে সে সোমের বুকের উপরকার বালিশটাকে জড়িয়েছে। তার সোনালী চুল, তার শুভ্র মুখখানি সচিত্র করেছে। তার চোখের কোলে অনিদ্রার চিহ্ন।

তখন ভোরের প্রথম আলো দেওয়াল জোড়া কাঁচের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুক্‌ছে।

আগুন নিয়ে খেলা

সোম পেগীর চুলগুলিকে হাত দিয়ে ব্রাশ করে দিল। পেগী চোখ বুজে সোহাগ সহ্য করল। সোম হাত সরিয়ে নিলে আবার চোখ মেল্‌ল।

সোম হেসে বল্‌ল, "আর মায়া বাড়িয়ে কী হবে? তুমি আমার নও। আমার কালকের সন্ধ্যার সব চাল বেচাল হলো, তুমিই জিৎলে। এসো আমরা জানালার কাছে বসে ভোর হওয়া দেখি।"

আলস্য ভাঙতে পেগীর খানিকক্ষণ লাগ্‌ল। সে নৈশ পরিচ্ছদটাকে সম্বৃত করে চুলের ক্লিপ দুটোকে খুলে ও এঁটে চোখে আঙুল বুলোতে বুলোতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, জানালার স্ক্রীন তুলে দিল এবং জানালার কাঁচে বাতাসের পথ করে দিল।

সোম বল্‌ল, "বুকে মাথা রেখে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছ। বাইরে ব্যথা, ভিতরে ব্যথা, যেন একটা অপরটার সিম্বল্‌!"

পেগী কথা বল্‌ল না। আন্‌মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

তখন পূব আকাশে রং ধরবার দেরি আছে। ছবি আঁকবার আগে ছবিকার তাঁর ক্যানভাসকে যেমন নির্বর্ণ করেন আকাশের দেবতা আকাশকে করেছেন তেমনি।

পেগী আন্‌মনে সোমের একটি হাতকে নিজের কোলের উপর অতি ধীরে ধীরে টেনে নিল।

১৯৩০